দুরন্ত বার্তা

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com

কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 286 Friday, 15 September, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৮৬ সংখ্যা ❋ ২৮ ভাদ্র, ১৪৩০, শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক - ইন্টিগ্রেটেড অম্বাড্‌সম্যান স্কীম

দেখুন

https://cms.rbi.org.in

অভিযোগ জানাতে

আরবিআই নিয়ন্ত্রিত সংস্থার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের জন্য একক সুবিধা

30 দিনের মধ্যে যদি আপনার অভিযোগ মেটানো না হয় অথবা আরবিআই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক / এনবিএফসি / ক্রেডিট ইনফর্মেশন কোম্পানি / পেমেন্ট সিস্টেম অংশগ্রহণকারীর দ্বারা অভিযোগের সন্তুষ্টজনক নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে আপনি আরবিআই অম্বাড্‌সম্যানের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন

অন লাইন https://cms.rbi.org.in-এ অথবা সেন্ট্রালাইস্‌ড রিসিপ্ট অ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, চন্ডিগড় - 160017- এই ঠিকানায় পোস্টের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন

পরিসেবাতে থাকা ঘাটতির বিষয়ে সমস্ত অভিযোগ করতে পারেন, বর্জণ তালিকাতে থাকা অভিযোগগুলি ছাড়া

কমপ্লেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (https://cms.rbi.org.in) এ আপনার অভিযোগের স্টেটাস ট্রাক করুন

আরো তথ্যের জন্যে আমাদের কল করুন **14448** নম্বরে।

সময়: জাতীয় ছুটির দিন ছাড়া কর্মরত দিনে:

- সকাল 8:00 থেকে রাত 10:00-টার মধ্যে ইংলিশ ও হিন্দির জন্যে
- সকাল 9:30 থেকে বিকেল 5:15- টার মধ্যে 10 আঞ্চলিক ভাষার জন্যে (অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, কানাড়া, মারাঠি, মালায়ালাম, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তেলেগু এবং তামিল)

জনস্বার্থে প্রচার করছে

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

বিশদ জানতে, **https://rbikehtahai.rbi.org.in/**-এ জান অথবা
এই বিজ্ঞাপনের বিষয়ে ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য, **rbikehtahai@rbi.org.in** কে লিখুন

পুজো নিয়ে দ্বৈরথ দুই বিজেপি শিবিরে

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃএবার বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে পুজোর থিম চুরি অভিযোগ তুললেন অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী। প্রথমে নাম না-করে পরে নাম করেই বিজেপি নেতা তথা কলকাতার কাউন্সিলর সজল ঘোষের বিরুদ্ধে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার এবছরের পুজোর ভাবনা 'হাইজ্যাক' করার অভিযোগ করলেন তিনি।প্রসঙ্গত, অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার এই বছরের পুজোর ভাবনা ভগবান রামের 'অকাল বোধন'। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বলেন, আমরা এবছর ঠিক করেছিলাম অযোধ্যার রামমন্দিরের ভাবনায় পুজো করব। কারণ আমরা চেয়েছিলাম যে মানুষ জানুক অখিল ভারত হিন্দু মহাসভাই প্রথম অযোধ্যার রামমন্দির ইস্যুকে সামনে আনে । তাছাড়া এই মামলায় তিন আবেদনকারীর মধ্যে আমরাই অন্যতম সেটাও সবার জানা দরকার। এই বিষয়টি প্রমাণ করতে যে যে তথ্য প্রয়োজন তা রয়েছে আমাদের কাছে।চন্দ্রচূড়। যে দাবিই করুন, অকাল বোধন পুজো কলকাতায় অবশ্য আগে একাধিক হয়েছে।অন্যদিকে, এ নিয়ে বিতর্ক উড়িয়ে দিয়েছেন সজল। তিনি বলেন, দুর্গাপুজোয় কলকাতায় আরও ১০টা রামমন্দির হচ্ছে। আমি ওঁকে চিনি না। উনি কোথায় পুজো করেন তাও জানি না। কলকাতার মোড়ে মোড়ে অনেক পুজো হয়। তার সঙ্গে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের তুলনা হয় না। আসলে নিজেরা প্রচার পাওয়ার জন্য আমাদের নাম আনছে । এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

শুক্রবার শিলিগুড়ি আসছেন অমিত শাহ, এক রাত কাটিয়ে যাবেন বিহারে

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ এক রাতের জন্য শিলিগুড়িতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে তিনি শিলিগুড়িতে আসবেন এবং শনিবার সকালে এখান থেকে চলে যাবেন বিহারের ঝঞ্ঝারপুরে। ওই দিন সেখানে একটি জনসভায় তাঁর বক্তব্য রাখার কথা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিলিগুড়ির দাগাপুরের একটি টি রিসোর্টে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।যার জন্য রিসোর্টটি কা। নিরাপত্তার চাদরে মড়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের তরফে দু'টি বুলেট প্রুফ গাড়ি তৈরি রাখা হয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল শুক্রবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন।

সংক্রমণ কমে ৫৮ ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৬৩ জন

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ভারতে ৫০০-র ঊর্ধ্বেই রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যাও, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৮ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৫৩১ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০২৯।কেঃদ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫,৪১৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ

দিল্লির কারোল বাগে আগুন লাগল পোশাকের গুদামঘরে, কেউ হতাহত হননি

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃরাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির কারোল বাগ এলাকায় অবস্থিত একটি পোশাকের গুদামঘরে। বুধবার রাত ৮.২০ মিনিট নাগাদ ওই গুদামঘরে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৫টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।দমকল সূত্রের খবর, বুধবার রাত ৮.২০ মিনিট নাগাদ দিল্লির কারোল বাগ এলাকায় অবস্থিত একটি পোশাকের গুদামঘরে আগুন লাগে। ওই সময়ই আগুন লাগার খবর পায় দমকল, তক্ষণা পৌঁছে যায় দমকলের মোট ১৫টি ইঞ্জিন। বিভাগীয় দমকল অফিসার বৈদ পাল বলেছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে দমকল।

সংসদের বিশেষ অধিবেশনে থাকতেই হবে, উভয়কক্ষের সাংসদদের উদ্দেশ্যে হুইপ জারি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃআগামী ১৮ সেপ্টেম্বর বসছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। সংসদের বিশেষ এই অধিবেশন চলবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ৫-দিনের এই বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেই হবে বিজেপির সমস্ত সাংসদদের। এই মর্মে বৃহস্পতিবার হুইপ জারি করেছে বিজেপি। লোকসভা ও রাজ্যসভা-সংসদের উভয়কক্ষের সাংসদদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে এক লাইনের হুইপ।বিজেপি সূত্রের খবর, বিজেপির লোকসভা ও রাজ্যসভার সমস্ত সাংসদদের ১৮-২২ সেপ্টেম্বর সংসদে উপস্থিত থাকার জন্য ও

সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য একটি লাইনের হুইপ জারি করেছে। প্রসঙ্গত, ১৮-২২ সেপ্টেম্বর ৫ দিনের এই বিশেষ অধিবেশন নিয়ে নানা ধরনের জল্পনা চলছে। বৃহস্পতিবারই শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, এই সরকার আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু লুকাচ্ছে। ১৮-২২ সেপ্টেম্বর এই অধিবেশন হবে, এই ৫ দিন পরে তাঁদের আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে এবং তাঁরা নির্বাচন কমিশন বা বিচার ব্যবস্থা নিজেদের নিযন্ত্রণে রাখতে চায় কিনা তা পরিষ্কার হবে। তাঁদের সংসদের মাধ্যমে দেশে স্বৈরাচারকে টেবিলে আনতে চায়। নানা ধরনের গুঞ্জনের মধ্যেই সংসদের উভয়কক্ষের সাংসদদের উদ্দেশ্যে হুইপ জারি করল বিজেপি।

উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র দুর্গাপুর, সিআইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দুর্গাপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে বৃহস্পতিবার রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে দুর্গাপুরের একাংশ। সিআইএসএফের বিরুদ্ধে লাঠি চালানোর অভিযোগ ওঠে। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা এলাকায় দেখা দেয়।জুলাই মাসের শেষে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট বা ডিএসপি) তাদের জমিতে থাকা দখলদারদের উচ্ছেদের নোটিস জারি করে। তার পর থেকেই দাবি উঠতে থাকে পুনর্বাসনের। বৃহস্পতিবার সকালে ডিএসপি তামলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সীমানা প্রাচীর দেওয়ার আগে ভূমিপুজোর আয়োজন করে। সেই উপলক্ষ্যে সংস্থার কর্মীরা এলাকায় প্রবেশ করতেই উত্তেজনা ছড়ায়।স্থানীয় বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবি তুলতে থাকেন। এর পরেই সিআইএসএফের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। বচসা গড়ায় ধস্তাধস্তিতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, লাঠির ঘায়ে বেশ কয়েক জন রক্তাক্ত হয়েছেন। এর প্রতিবাদে গাছের গুড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ করেন বাসিন্দারা। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।কাঁকসা পুলিশের এসিপি সুমন জয়সওয়াল বলেন, ' সঙ্গে আলোচনা চলছে। তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে ডিএসপি কাউকে না জানিয়ে ভূমিপূজো করতে এসে ঠিক করেনি।'যদিও প্রশ্ন উঠেছে, দখলদারদের কেন মদত দেওয়া হবে। জবরদখলখারীকে কেউ কখনও মুচলেখা দেয় না উচ্ছেদ করা হলে তাকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। আর কোনও আইনে লেখা নেই বলপূর্বক যারা দখল করে আছে, তাদের উচ্ছেদের আঘে জানাতে হবে।

ভারতকে উন্নত করার সংকল্প অর্জন করতে হলে দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলতে হবেঃপ্রধানমন্ত্রী

বিনা (মধ্যপ্রদেশ), ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ভারতকে উন্নত করার সংকল্প অর্জন করতে হলে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। বিদেশ থেকে ন্যূনতম জিনিস আমদানি করতে হবে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।জি-২০ সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সমগ্র দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, আপনারা সবাই দেখেছেন ভারত কীভাবে জি-২০ শিখর সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করেছে। জি-২০ শিখর সম্মেলনের সাফল্যের কৃতিত্ব দেশের জনগণের। এটা ১৪০ কোটি মানুষের সাফল্য। বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের বিনায় ৫০,৭০০ কোটির টাকার বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এর মধ্যে রয়েছে বিনা রিফাইনারিতে 'পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স' এবং মধ্যপ্রদেশজুড়ে ১০টি নতুন শিল্প প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী এদিন নর্মদাপুরম জেলায় ' অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং জোন' নামে ১০টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন ইন্দোরে দু'টি আইটি পার্ক রতলামের একটি মেগা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং রাজ্য জুড়ে ছয়টি নতুন শিল্পাঞ্চল।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাকে মধ্যপ্রদেশের মানুষের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য, আমি শিবরাজ সিং চৌহান এবং তাঁর সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজ আমরা ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিনা রিফাইনারিতে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের উদ্বোধন ভারতকে আত্মনির্ভর করতে সাহায্য করবে...আধুনিক পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স বিনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এর মাধ্যমে এখানে নতুন শিল্প আসবে এবং এমএসএমই সুযোগ পাবে এবং তরুণ প্রজন্ম চাকরির সুযোগ পাবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, একটি দেশ অথবা একটি রাজ্যের প্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সেই সরকার যেন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে চলে এবং দুর্নীতি নিযন্ত্রণে থাকে। একটা সময় ছিল যখন মধ্যপ্রদেশকে পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত করা হত। স্বাধীনতার পর যারা দীর্ঘদিন মধ্যপ্রদেশ শাসন করেছেন, তারা দুর্নীতি ও অপরাধ ছাড়া কিছুই দেননি।

পুণে-তে সঙ্ঘের সমন্বয় বৈঠকের সূচনা, ভারতমাতার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ মোহন ভাগবতের

পুণে, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের পুণে-তে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র তিনদিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠকের সূচনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ এই সমন্বয় বৈঠকের সূচনা হয়। বৈঠক শুরু হওয়ার আগে ভারতমাতার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন আরএসএস-এর সর সঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত ও সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। তিনদিন ব্যাপী এই সভায় আরএসএস-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত ৩৬টি সংগঠনের ২৬৭ জন পদাধিকারী অংশ নিয়েছেন।অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত বিশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন আরএসএস-এর সহসরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণগোপাল জি, ডঃ মনমোহন বৈদ্য, অরুণ কুমার জি, মুকুন্দ জি। এছাড়াও বৈঠকে যোগ দিয়েছেন

রামদত্ত চক্রধর, একইসঙ্গে অখিল ভারতীয় কর্মকারিণী সদস্য ভাইয়াজি যোশী, সুরেশ সোনি, ভি. ভাগাইয়া, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা শান্তাক্কা, অখিল ভারতীয় কার্যবাহিকা অন্নদানম সীতা গায়ত্রী, মহিলা সমন্বয় থেকে চন্দতাই, মহিলা শক্তি থেকে শৈলজা, রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী থেকে রেণু পাঠক, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সভাপতি রামচন্দ্র খারাদি, ভিএইচপি কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ শরণ শাহি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা প্রমুখ।এটি একটি বার্ষিক সভা, গত বছর রায়পুরে আয়োজিত হয়েছিল এই বৈঠক। তিনদিন ব্যাপী এই বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। বর্তমান জাতীয় প্রেক্ষাপট ছাড়াও সামাজিক সম্প্রীতি, পরিবেশ, পারিবারিক মূল্যবোধ, সেবামূলক কাজ, অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও মতবিনিময় হবে বৈঠকে। সামাজিক রূপান্তরকে সহায়তা করবে এমন বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়েও আলোচনা করা হবে।

কুলপিতে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের পদ গঠন

গোপী কিশোর বেরা, কুলপিঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কুলপি বিধানসভার পঞ্চায়েত সমিতি গঠন। পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বারদের মধ্যে ৯ জন কে স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হলো। গত মঙ্গলবার দিন কুলপির পঞ্চায়েত সমিতির সৃজন সভাগৃহে কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ গুপ্তা এবং জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বারদের উপস্থিতিতে ৯ জন কর্মীকে কর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়। এই কুলপি বিধানসভায় বিগত দিনে গত ১২ ই আগস্ট পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করা হয়েছিল, সেখানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি হিসাবে বন্দনা কর্মকার এবং সহ-সভাপতি হিসাবে আব্দুল্লাহিল মারুফ নিযুক্ত করা হয়েছে। এবার ৯ জন পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার কে কর্মদক্ষ পদ নিযুক্ত করা হলো,তাদের মধ্যে ঈশ্বরী পুর অঞ্চলে গৌর হরি হালদার কে পুনরায় পূর্তের কর্মদক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয় এবং প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন হালদারকে বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয় রামকৃষ্ণপুর অঞ্চল থেকে,সেই সাথে কুলপি অঞ্চলের সুপ্রিয় হালদারকে শিক্ষার কর্মদক্ষ পদে নিযুক্ত হয়েছে।এছাড়া বেলপুকুর অঞ্চলের প্রাক্তন উপপ্রধান নাজিমউদ্দিন পিয়াদাকে জনসাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষের পদে, পাশাপাশি বাবুর মহল অঞ্চল থেকে ধ্যানেশ নারায়ণ সর্দারকে কৃষি সেচ দপ্তরের ও কেওড়াতলা অঞ্চল থেকে প্রকাশ কুমার পন্ডিত মস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মাধ্যক্ষের পদে এবং রামকিশোরপুর অঞ্চল থেকে জবা পাল শিশু ও নারী কর্মাধ্যক্ষের পদে দায়িত্ব পেলেন।এছাড়া চন্ডিপুর অঞ্চলের রোকেয়া বিবি খাদ্য ও সরবরাহ কর্মদক্ষর পদে নিযুক্ত করা হয়েছে, সেই সাথে কামারচক পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান কুদ্দুস আলী মন্ডলকে ক্ষুদ্র ও বিদ্যু কর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়। এবার আজ থেকে আগামী পাঁচ বছর পর্যন্ত এই ৯ জন ব্যক্তি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়ে নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিলেন এবং জনগণের স্বার্থে নিজেদের দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন সকল কর্মীরা।

কলকাতার দুর্গাপুজোয় এবার ডাচ এফেক্ট! জানুন সেই তথ্য

দুরন্ত বার্তা,১৫সেপ্টেম্বরঃ এবছর কলকাতার দুর্গাপুজোয় ছোঁয়া লাগবে বিদেশের! ভাবছেন কীভাবে তা সম্ভব? যদিও এ উসব ক্রমেই রাজ্য দেশের গন্ডি পেরিয়ে হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। প্রতি বছরই কুমোরটুলি থেকে দুর্গা প্রতিমা পাড়ি জমায় সাতসমুদ্র পাড়ে। এবছরও তার অন্যথা হবে না। উল্লেখ্য গত বছরই বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উসব। ইউনেস্কোর ইনট্যানিজবল কালচারাল হেরিটেজের মর্যাদা পেয়েছে বাংলার দুর্গাপুজো। বিদেশীরাও এবার মেতে উঠছেন দুর্গতিনাশিনীর আবাহনে। এবছর কলকাতার দুর্গাপুজোয় বিদেশির ছোঁয়া পেতে চলেছে।কলকাতার দুর্গাপুজোয় এবার বিদেশের শিল্পীরা কাজ করবেন। সূদুর নেদারল্যান্ডস থেকে দুই ডাচ শিল্পীর ছোঁয়ায় সেজে উঠবে শহরের নামজাদা পুজোর মণ্ডপ। বেঞ্জামিন এবং মার্টিয়ানার হাতের ছোঁয়ায় সেজে উঠতে চলেছে বেহালার অন্যতম পুজো নূতন দল। কলকাতার শিল্পীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন দুই ডাচ শিল্পী।মূলত, তাঁরা দুজনই ভিজ্যুয়াল আর্টস নিয়ে কাজ করেন। বিভিন্ন রকম ভিজ্যুয়াল আর্টস নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি পুজোর থিমে কীভাবে সেই শিল্পকর্মকে জুড়ে দেওয়া যায় তা নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা।উল্লেখ্য, বেহালা নূতন দলের পুজোর এবারের প্রতিমাশিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন দুই ডাচ শিল্পী। প্রথমে তাঁরা পুজোর কাজ দেখে শিখবেন জানান। তার পর এখন ভিজ্যুয়াল আর্টসের বিষয় নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা। দুই শিল্পী থাকবেন পুজো শেষে কার্নিভাল পর্যন্ত। এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ দিয়ে বলতেই হবে দেশ কাল ভাষা ধর্মের গন্ডি পে।রিয়ে মা সত্যিই সর্বজনীন হয়ে উঠবেন বেঞ্জামিন এবং মার্টিয়ানার হাত ধরে। এবার এটাই দেখার কলকাতা ও নেদারল্যান্ডসের মেলবন্ধন কতটা মন কাড়তে পারে শহরবাসীর।

দার্জিলিং এর আবহাওয়া মনোরম

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়িঃসমতল ও পাহাড়ের আবহাওয়া একেবারে উল্টো। সকাল থেকেই শিলিগুড়িতে আকাশ পরিষ্কার ছিল, বেলা বাড়ার সাথে সাথে বেড়ে যায় তাপমাত্রা। বেশ কিছুদিন ধরেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি অব্যাহত রয়েছে শহরে। তবে একেবারেই বিপরীত চিত্র পাহাড়ে, দার্জিলিং এর আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম ছিল। আকাশ মেঘলা, শীতল অনুভূতি সব মিলিয়ে ঘুরতে যাওয়ার জন্য আদর্শ সময় বলা যেতেই পারে। সামনেই রয়েছে শারদ উৎসব বেজে উঠেছে আগমনী সুর, ধীরে ধীরে পাহাড়ে বেড়ে চলেছে পর্যটকদের আনাগোনা। একই সাথে দার্জিলিং নিকটস্থ কালিম্পং এর আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত মনোরম, রোদের দেখা মিললেও সেরকম গরম অনুভূত হয়নি। অপরদিকে জলপাইগুড়ি সহ ডুয়ার্স আরো একটি রোদ ঝলমলে দিন উপহার পেল। প্রসঙ্গত বর্ষা শেষে শরতের শুরুতে ধীরে ধীরে পাহাড়ে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে যায়। পরে যখন ব্যবসায়ীরা আশা করছেন চলতি বছরেও পুজোর সময় পাহাড়ে পর্যটকদের আনাগোনা যথেষ্ট লক্ষ্য করা যাবে।

হিন্দি ভাষা জাতীয় ঐক্য ও সদিচ্ছার বন্ধনকে মজবুত করতে থাকবেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ সমস্ত দেশবাসীকে হিন্দি দিবসের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী আশা ব্যক্ত করেছেন, হিন্দি ভাষা জাতীয় ঐক্য ও সদিচ্ছার বন্ধনকে মজবুত করতে থাকবে। ১৪ সেপ্টেম্বর দিনটি হিন্দি দিবস হিসেবে পালিত হয়। হিন্দি ভাষার প্রসার, প্রচার ও চর্চা করাই এই দিনটির মূল উদ্দেশ্য।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে (সাবেক টুইটার) জানিয়েছেন, আমার সমস্ত পরিবারবর্গকে হিন্দি দিবসের হার্দিক শুভেচ্ছা। হিন্দি ভাষা জাতীয় ঐক্য ও সদিচ্ছার বন্ধনকে মজবুত করতে থাকবে, এটাই আমার কামনা।

মুজফ্ফরপুরে বাগমতী নদীতে ডুবে গেল নৌকা, উদ্ধার ১৫-২০ জন স্কুল পড়ুয়া

মুজফ্ফরপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বিহারের মুজফ্ফরপুর জেলায় বাগমতী নদীতে ডুবে গেল স্কুল প।ুয়া বোঝাই একটি নৌকা। বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে এগারোটার মধ্যে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুজফ্ফরপুরের বেনিয়াবাদ এলাকায়। ১৫-২০ জন স্কুল পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়েছে, এখনও ১০ জন পড়ুয়ার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মুজফ্ফরপুরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিসার অজয় কুমার বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ১০ জন নিখোঁজ, ১৫-২০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তল্লাশি অভিযান চলছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেছেন, ঘটনার তদন্ত করছেন মুজাফ্ফরপুরের জেলাশাসক। এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে সরকার সহায়তা দেবে। জেলাশাসক বলেছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে এগারোটার মধ্যে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

Name Change
I, HUMAYAN KABIR is wrongly recorded in my School Certificate, S/o- SABUR SK. Residing at Vill - Parbatpur, Post- Durgapur, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Shall henceforth be known as HUMAYUN KABIRA. That my name HUMAYUN KABIRA and HUMAYAN KABIR is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, SUJIT KR GHOSH is wrongly recorded in my School Certificate, S/o- DHIRENDRANATH GHOSH. Residing at Vill - Bablari, Post- Bablari, Ps- Nabadwip, Dist- Nadia, Pin- 741316, West Bengal. Shall henceforth be known as SUJIT GHOSH. That my name SUJIT GHOSH and SUJIT KR GHOSH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, SABIR SHAIKH is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- AFSAR ALI. Residing at Vill - Parbatpur, Post- Durgapur, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Shall henceforth be known as SABUR SK. That my name SABUR SK and SABIR SHAIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, NANIGOPAL SANYASI S/o- NANDALAL SANYASI, Residing at Vill - Gharugachh, Post- Gharugachh, Ps- Chopra, Dist- Uttardinajpur, Pin- 733207, West Bengal. That my name NANIGOPAL SANYASHI is wrongly recorded in my School Certificate. Shall henceforth be known as NANIGOPAL SANYASI. That my name NANIGOPAL SANYASI and NANIGOPAL SANYASHI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, MD IDRISH ALI is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- SAMIRUDDIN SEKH. Residing at Vill - Saluya, Post- Baruipara, Ps- Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Shall henceforth be known as IDRISH ALI SK. That my name IDRISH ALI SK and MD IDRISH ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, SEKH SAKUR S/o- SK SOLEMAN, Residing at Vill - Enayetpur, Post- Enayetpur, Ps- Manikchak, Dist- Malda, Pin- 732202, West Bengal. That my Nick name BHADU SK is wrongly recorded in my Son's Passport No- M5848456. Shall henceforth be known as SEKH SAKUR. That my name SEKH SAKUR and BHADU SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, ASIRUN NESA BIBI is wrongly recorded in my Son's Passport, W/o- SJIDUL ISLAM. Residing at Vill - Biswaspara, Post- Jalangi, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Shall henceforth be known as ASIRAN BIBI. That my name ASIRAN BIBI and ASIRUN NESA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, ASHOK KUMAR DAS S/o- NANI GOPAL DAS, Residing at Vill - Nikunjabihari Lane, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my name ASHOK DAS is wrongly recorded in my Son's School Certificate. Shall henceforth be known as ASHOK KUMAR DAS. That my name ASHOK KUMAR DAS and ASHOK DAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, LUTFUR RAHAMAN is wrongly recorded in my Son's Passport No- H1472168, S/o- MD ANWAR ALI. Residing at Vill - Bhabata, Post- Bhabata, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Shall henceforth be known as MD LUTFUR RAHAMAN. That my name MD LUTFUR RAHAMAN and LUTFUR RAHAMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, RINA BIBI W/o- SEKH SAKUR, Residing at Vill - Enayetpur, Post- Enayetpur, Ps- Manikchak, Dist- Malda, Pin- 732202, West Bengal. That my Nick name BINA BIBI is wrongly recorded in my Son's Passport No- M 5848456. Shall henceforth be known as RINA BIBI. That my name RINA BIBI and BINA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, FERAQJUL SEKH is wrongly recorded in my Passport No- L2011687, S/o- KAJEM ALI. Residing at Vill - Bahadurpur, Post- Gantla, Ps- Kandi , Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as EFRAJUL SEKH. That my name EFRAJUL SEKH and FERAQJUL SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, NASER SEKH is wrongly recorded in my Son's Voter Card No- XMB1825785, S/o- ESAHAK ALI SEKH. Residing at Vill - Gobindapur, Post- Gobindapur, Ps- Hariharpara, Dist - Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Shall henceforth be known as NASER ALI SK. That my name NASER ALI SK and NASER SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, SHADIK SAIKH is wrongly recorded in my School Certificate, S/o- DALIM SK. Residing at Vill - Majhira, Post- Gobindapur, Ps- Berhampore , Dist- Murshidabad, Pin- 742405, West Bengal. Shall henceforth be known as SADEK SK. That my name SADEK SK and SHADIK SAIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, AZGAR ALI MONDAL is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- ACHHER. Residing at Vill - Baniakhari, Post- Pathuria, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741124, West Bengal. Shall henceforth be known as AJGAR MONDAL. That my name AJGAR MONDAL and AZGAR ALI MONDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, MONOJ CHOWDHURY is wrongly recorded in my School Certificate, S/o- MAHITOSH CHOWDHURY. Residing at Vill - Malgram, Post- Kuchutia, Ps- Ketugram, Dist- Purba Bardhaman, Pin- 713123, West Bengal. Shall henceforth be known as MANOJ CHOWDHURY. That my name MANOJ CHOWDHURY and MONOJ CHOWDHURY is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৫সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার, ২৮ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৮ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৮ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৭০শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। সংসারে শান্তি হবে আজ
বৃষভ রাশিঃজীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে বা মন খারাপ করে
মিথুন রাশিঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। আপনার একটি বন্ধু আপনাকে আজ একটি বড় পরিমাণ ঋণ দিতে বলতে পারে।
কর্কট রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি যে কারও হবে।
সিংহ রাশিঃচাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন। যেহেতু তারা এই পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক এবং আবেগপূর্ণ ব্যক্তিত্বস্বরূপ। আপনি নিজেই ।
কন্যা রাশিঃসংসারে শান্তি হবে।
তুলা রাশিঃঅস্বস্তি আপনার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে কিন্তু আপনার কোনো বন্ধু
বৃশ্চিক রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনঃদ এবং উপভোগ। আপনার ভ্রমণ এবং অর্থ ব্যয় করার মেজাজ থাকবে- কিন্তু আপনি যদি এটা করেন তাহলে আপনি দু ঃখিত হবেন। আপনি আজ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবেন- কিন্তু বাস্তবস
ধনু রাশিঃসাময়িক স্বাস্থ্যভঙ্গ আপনার জন্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আপনার স্নায়ুতন্ত্রকে কার্যকরী রাখতে এক সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। শুভ রং লাল
মকর রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে । শুভ রং লাল
কুম্ভ রাশিঃবিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন।
মীন রাশিঃবাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিষ্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন।. এবং ভবিষ্য

চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 286 Friday, 15 September, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৮৬ সংখ্যা ✱ ২৮ ভাদ্র, ১৪৩০, শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

প্রধানমন্ত্রী মোদি আশা ব্যক্ত করেছেন, 'হিন্দি ভাষা জাতীয় ঐক্য ও সদিচ্ছার বন্ধনকে মজবুত করতে থাকবে।' ১৪ সেপ্টেম্বর দিনটি হিন্দি দিবস হিসেবে পালিত হয়। ...বিস্তারিত পাতা ২

মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিউআর স্ক্যান পরিষেবা ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। বিভিন্ন প্রান্তে এই স্ক্যানার কিউবার কোড লাগানো হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

নতুন মহামারীর আশঙ্কায় কেরালা। রাজ্যে নিপা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যাটা মাত্র ৫ হয়েও তাদের সংস্পর্শে এসেছেন ৭০৬ জন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আইসিসি ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের তরুণ ওপেনার শুভমন গিলের উন্নতি হয়েছে। কেরিয়ারের সেরা ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে পৌঁছেছেন শুভমন গিল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মাদ্রিদের রাস্তায় সুরের ঝড় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী

মাদ্রিদ, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ফিট থাকুন, সুস্থ থাকুন! স্পেনে গিয়েও এমনই বার্তা দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শাড়ি, চটি পরে কলকাতা থেকে গোটা বাংলা দাপিয়ে বেড়ান। এবার বিদেশের মাটিতেও সেই একই চেনা ছন্দে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে। শাড়ি ও চটি পরেই স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের রাস্তায় জগিং করলেন তিনি। তার ভিডিয়ো নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্টও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যা বর্তমানে ভাইরাল। ভাইরাল ইনস্টাগ্রাম পোস্টে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাদা শাড়ি, সাদা চটি ও হাতে স্মার্ট ঘড়ি পরে মাদ্রিদের রাস্তায় জগিং করছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী একা নন, তাঁর সফরসঙ্গীদেরও স্পেনের রাস্তায় জগিং করতে দেখা গিয়েছে। কোনও সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর জগিং করা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এর আগে দার্জিলিং সফরের সময় পাহাড়ি রাস্তায় জগিং করতে দেখা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এছাড়া তিনি প্রতিদিন ট্রেডমিলে হাঁটেন। মাদ্রিদের রাস্তায় কেবল জগিং করা নয়, বাদ্যযন্ত্র বাজাতেও দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই ভিডিয়োও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, মাদ্রিদের একটি পার্কে পিয়ানোর মতো এক বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, অ্যাকোর্ডিয়ন বাজাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বাদ্যযন্ত্রে 'আমরা করব জয়' গানটির সুর তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ওই পার্কে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''সঙ্গীত চিরকালের জন্য আপনার বেড়ে ওঠা থেকে পরিপক্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গীত থাকা উচিত।'' প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার ১২ দিনের স্পেন ও দুবাই সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় লগ্নি নিয়ে আসাই তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। এদিন জনপ্রিয় স্প্যানিশ ফুটবল লিগ, লা লিগা-র প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মানহানির নোটিস প্রাক্তন উপাচার্যদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যপাল তথা সমস্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে এবার মানহানির নোটিস পাঠানো হল। রাজভবনে নোটিস পাঠালেন প্রাক্তন উপাচার্য দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১২ জন প্রাক্তন উপাচার্য। আচার্যের ৭ সেপ্টেম্বরে একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে মানহানির নোটিস পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন প্রাক্তন উপাচার্যরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওমপ্রকাশ মিশ্র, দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তাঁরা বলেন, ''রাজ্যপাল নিজের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উপাচার্যদের সম্পর্কে যা বলেছেন তার প্রতিবাদেই চার পাতার নোটিস পাঠানো হয়েছে।'' শুধু তাই নয়, রাজ্যপাল ক্ষমা না চাইলে মামলার পথেই হাঁটতে পারেন, সে ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন উপাচার্যরা। ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন, ''উনি বলেছেন আমরা নাকি কোরাপ্ট, আমরা নাকি রাজনৈতিক খেলা খেলছি। কেউ কেউ ছাত্রীদের হেনস্থা করেছে। তাই উনি আমাদের উপাচার্য করছিলেন না। আমরা চারপাতার আইনি নোটিস পাঠিয়েছি। উনি চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি করছেন। বাংলার শিক্ষাকে ধ্বংস করছেন। ওনার আর সরকারের ব্যাপার। আমাদের কেন টানছেন এসবের মধ্যে। আইন মেনে তো সবটা করতে হবে। ওনার যদি আইন না পছন্দ হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আইন বদল করে নিন। মিডনাইট ড্রামা করেন। উনি ভাবছেন বলে দিলেই হয়ে যাবে। হবে না। ওনাকে বলতে হবে কে দুর্নীতিগ্রস্ত।'' সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রাক্তন উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ বলেন, ''আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভিসি ছিলাম। রানি রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলার ছিলাম। সেটা টাকা পয়সার জন্য নয়। পলিটিকাল ইস্যু করা অথবা কোনও ছাত্রীকে হেনস্থা করার জন্য উপাচার্য হইনি।'' উপাচার্যরা জানান, জুন মাসের প্রথমে রাজভবন থেকে একটা প্রেস রিলিজ আসে। এক্সটেনশনের আগে সেই প্রেস রিলিজ পান উপাচার্যরা। তাতে লেখা ছিল ২৯ জন উপাচার্যের নাম বিকাশ ভবন থেকে রাজভবনে পাঠানো হয়েছে এক্সটেনশনের জন্য। কিন্তু মাত্র ৩ জনকে এক্সটেনশনকে দেওয়া হয়েছে বা হবে। বাকিদের দেওয়া হবে না। সম্প্রতি এক ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, ''কেন সরকার মনোনীত ভিসিদের নিয়োগ করতে পারিনি জানেন? তাঁরা কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন, কেউ রাজনীতির খেলা খেলছিলেন, কেউ ছাত্রী হেনস্থা করেছিলেন।''

'পাকিস্তানকে একঘরে করা দরকার!'

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ কাশ্মীরের অনন্তনাগ। বুধবার জঙ্গি নিকেশ অভিযানে গিয়ে শহিদ হয়েছেন তিনি নিরাপত্তা আধিকারিক। একজন কর্নেল মনপ্রীত সিং, অপরজন হলেন মেজর আশিস ধোনাক ও ডিএসপি হুমায়ুন ভাট। এনকাউন্টারে নেমে শহিদ হয়েছেন তাঁরা। এই ঘটনা কার্যত নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। তবে ইতিমধ্যেই ভারতীয় বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে জঙ্গি দমনের কাজ করে যাচ্ছে। এবার সেই ঘটনা নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেনারেল ভিকে সিং। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে তিনি জানিয়েছেন, ''আমাদের এটা ভাবতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানকে আলাদা করতে না পারছি, বিচ্ছিন্ন করতে না পারছি (একঘরে করতে না পারছি) ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ভাববে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তাদেরকে চাপে রাখার জন্য তাদেরকে আলাদা করতেই হবে। তাদের এটা জানতেই হবে যে যতক্ষণ না তুমি স্বাভাবিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও কিছুই স্বাভাবিক হবে না।''

বাংলার শিক্ষা নিয়ে স্পেনের সঙ্গে বৈঠক মমতার টিমের

নভেম্বরে হতে পারে মৌচুক্তি

মাদ্রিদ, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ বাংলার উন্নয়নে বিদেশি লগ্নি ও বিনিয়োগ টানতে স্পেন সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে গিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরাও। বৃহস্পতিবার স্পেনের সরকারের স্প্যানিশ ভাষার ডিরেক্টর জেনারেল গুইলেরমো এসক্রিবানোর সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করলেন হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদবও। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিন মাদ্রিদের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। স্পেনের সঙ্গে বাংলার যৌথ সমন্বয়ে বিদেশি ভাষার শিক্ষার প্রসারের সম্ভাবনা নিয়েও কথা হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে। স্পেনের সরকার ও সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিনিধি দলকেও বাংলায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজ্যের প্রতিনিধিরা। বাংলার পড়ুয়াদের মধ্যে অধুনা বিদেশি ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদেশি ভাষার শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। সেই প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা হয়েছে দু'পক্ষের। বাংলার পড়ুয়াদের জন্য স্প্যানিশ ভাষা শেখার সুযোগের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও স্প্যানিশ ভাষা নিয়ে প্রশিক্ষণের বিষয় উঠে

আসে এদিনের বৈঠকে। রাজ্য সরকার সম্প্রতি বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার জন্য রাজ্য শিক্ষানীতি নিয়ে এসেছে, সেখানেও বিদেশি ভাষার শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার মাদ্রিদে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বাংলার শিক্ষামহল। বাংলার তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে ব্যবহার করে শিক্ষাক্ষেত্রে স্পেনের সঙ্গে বাংলার সমন্বয়ের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সেখানকার স্প্যানিশ ভাষার ডিরেক্টর জেনারেল গুইলেরমো এসক্রিবানোও। আগামী নভেম্বরেই ২১ ও ২২ তারিখ বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও স্পেনের সরকার-উভয় পক্ষ আলোচনা করে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের সময়েই একটি মৌ চুক্তি সাক্ষর করতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সিইও, ডিরেক্টরদের সম্পত্তির খতিয়ান চাই'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ শিক্ষক নিয়োগ থেকে পুর নিয়োগ- একের পর এক দুর্নীতির মামলায় উঠে এসেছে বিপুল টাকার লেনদেনের অভিযোগ। চাকরি বিক্রির টাকা কার কাছে গিয়েছে, সেই পর্যন্ত পৌঁছতে তৎপর ইডি ও সিবিআই। কেন্দ্রীয় সংস্থার তত্ত্বাবধানে কখনও চলছে তল্লাশি, কখনও ধরপাকড়। পেঁয়াজের খোসার মতো মতো পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা তথ্য সামনে আসছে ক্রমাগত। আর এবার সেই দুর্নীতি মামলায় 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থা নিয়ে ইডি-কে বিশেষ নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বৃহস্পতিবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল আদালতে। এদিন এজলাসে দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে আদালতে। সব নথি দেখে বিচারপতি ইডি-র উদ্দেশে বলেন, ''যাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছেন, তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ কত জানেন? আপনাদের ডকুমেন্টস-এ দেখলাম কিছু নেই। এটা আমার দরকার।'' বিচারপতি ইডি-কে নির্দেশ দিয়েছেন, ''লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর যাঁরা সদস্য, ডিরেক্টর, সিইও সবার সম্পত্তির খতিয়ান দিন।'' এই তদন্তে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে এবং চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত এমন ব্যক্তিদের সম্পত্তির খতিয়ানও সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জানিয়েছেন যে তিনি এই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার সিইও।

এছাড়া ওই সংস্থার ডিরেক্টর তাঁর বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, ২০১৪ সালের টেট সংক্রান্ত এই মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এদিন জানিয়েছে ২৫০ জনের ওএমআর শিট নিয়ে যে অভিযোগ ছিল, তার মধ্যে ১৪৮ জনের নিয়োগ সঠিক ছিল। বাকিদের ওএমআর শিট যাচাই করা হয়েছে কি না, সেগুলি কোথায়, তা এদিন জানতে চান বিচারপতি। বোর্ড জানিয়েছে সব ওএমআর ভেরিফিকেশন হয়েছে। এদিন, এই মামলার শুনানিতেই পুর নিয়োগ দুর্নীতির বহরকে বুর্জ খলিফা বলে আখ্যা দিয়েছে সিবিআই। এর আগে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা আদালতে বলেছিল, নিয়োগ দুর্নীতি সম্পর্কে তাদের কাছে যা তথ্য আছে, তা নাকি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সমান। এদিন তারা বলে, ''পুর নিয়োগ দুর্নীতিকে বুর্জ খলিফা বললেও ভুল হবে না।'' এদিন শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, ''দয়া করে ইডি অফিসারদের হয়রানি করবেন না। বাজে বার্তা যাচ্ছে?'' বিচারপতি আরও বলেন, ''কীসের প্রয়োজন আছে এগুলির? একটা আদালতে বিচারাধীন মামলা, সেই অবস্থায় কেন মেল পাঠাচ্ছেন?'' এদিনের শুনানিতে বিচারপতি জানতে চান, কেন বারবার ইডি আধিকারিকদের মেইল পাঠানো হচ্ছে? তখন পুলিশের তরফ থেকে আইনজীবী বলেন, ''মেইল পাঠানো হলেই, তার উত্তর দিতে হবে, এমনটা নয়। উত্তর কেন দিচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা।'' তখন বিচারপতি বলেন, ''কীসের প্রয়োজন আছে এগুলির? একটা বিচারাধীন মামলা নিয়ে এভাবে মেইল পাঠাবেন না।''

কুন্তল চিঠি মামলায় তদন্ত করতে পারবে না পুলিশ! হাইকোর্টে বড় জয় পেল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ কুন্তল ঘোষের চিঠির অভিযোগের যে যুগ্ম তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল বিশেষ সিবিআই আদালত, তার উপরে বৃহস্পতিবার স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। গত ২১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল, তার উপরে স্থগিতাদেশ জারি করা হল। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার ও সিবিআই যুগ্ম অধিকর্তাকে যৌথ তদন্ত করে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ আপাতত অস্তিত্বহীন করে দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এই নির্দেশের পরে, আপাতত কলকাতা পুলিশ কুন্তল ঘোষের চিঠির অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনও তদন্ত করতে পারবে না। গত ২০-২৪ ফেব্রুয়ারি হেফাজতে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত প্রাক্তন যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ। সিবিআই এদিন আদালতে জানায়, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ৯ মার্চ, ২৩ মার্চ সিবিআই আদালতে পেশ করা হয়েছে কুন্তলকে। সেই সময় একবারের জন্যেও তিনি এই কথা সামনে আনেননি। সেই সময় জামিনের জন্য বিশেষ সিবিআই আদালতে আবেদন করেছিলেন কুন্তল। সেখানেও এমন কোনও অভিযোগ নেই। অথচ, সিবিআই বিশেষ বিচারক নিজের চেম্বারে ডেকে কুন্তলের সঙ্গে যখন কথা বলেন, সেই সময় তাঁর কাছে ২ টি অভিযোগ পত্র দেন কুন্তল। এদিকে, সিবিআই-কে অবশ্য জানানো হয়, অভিযোগ একটাই। সম্প্রতি কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় কলকাতা পুলিশ ও সিবিআই, উভয়কে যুগ্ম তদন্ত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছিল আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়েছিল ইডি থেকে সিবিআই। সিবিআই আদালতের নির্দেশ নিয়ে তাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁর মুখ দিয়ে বিশেষ কারও নাম বলানোর জন্য চাপ দিচ্ছে ইডি। পুলিশের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে এমনই অভিযোগ এনেছিলেন প্রাথমিক দুর্নীতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত তথা প্রাক্তন তৃণমূল যুব নেতা কুন্তল ঘোষ। যা নিয়ে তোলপাড় হয়ে যায় রাজ্য রাজনীতি। এমনকি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদেরও পরামর্শ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তারপরে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস থেকে মামলা এসেছে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে। এরই মধ্যে, সম্প্রতি চিঠি মামলায় সিবিআই ও কলকাতা পুলিশকে একসঙ্গে বা আলাদাভাবে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। আগামী ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সেই রিপোর্ট পেশ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। আর কলকাতা পুলিশ ও সিবিআইয়ের যুগ্ম তদন্ত রিপোর্ট পেশের নির্দেশেই ক্ষুব্ধ ছিল সিবিআই। সম্প্রতি এ বিষয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় তারা। সিবিআইয়ের কথায়, হাইকোর্টের নির্দেশ এবং নজরদারিতে সিবিআই ও ইডি তদন্ত করছে। সেখানে সিবিআই বিশেষ আদালতের বিচারক যুগ্ম তদন্তের রিপোর্ট তলব করলেন কেন? প্রশ্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার।

এজেন্সির অত্যাচারে সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুলতান আহমেদরা মরেই গেলেন মদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে বুধবারই শুভেন্দু অধিকারীর কথা শোনা গিয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। নারদকাণ্ডে শুভেন্দুকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছিলেন অভিষেক। একইসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, নারদকাণ্ডে সকলকে গ্রেফতার করা হোক। আর তার শুরুটা হোক শুভেন্দুকে দিয়ে। প্রসঙ্গত, এই 'সকল'-এর তালিকায় তৃণমূলের একাধিক প্রথম সারির নেতা আছেন। এই নারদকাণ্ডেই গ্রেফতার হন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রও। অভিষেকের বুধবারের বক্তব্যের পরই মদন বলেন, ''অভিষেক বাপের ব্যাটা। মমতার মতোই প্রতিবাদী চরিত্র। ঠিকই তো বলেছে। নারদ নিয়ে শুভেন্দুকে দিয়েই আবার শুরু হোক। আমাদের তো ডেকেছে। হাজত বাস করেছি। আদালতে এখনও যেতে হয়। শুভেন্দুর কিছু হবে না কেন?'' একইসঙ্গে তিনি সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুলতান আহমেদের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, এজেন্সির 'অত্যাচারে' অনেকে মরেই গেল! নারদতদন্ত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মদন মিত্র বলেন, ''আমি, ববি, শোভন গ্রেফতার হয়েছি। সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুলতান আহমেদ মরেই গেলেন। এই সব এজেন্সিদের অত্যাচারে একটা একটা করে লোক মরে যাচ্ছে। যদি অভিষেক বলে থাকে নারদ তদন্ত শুরু হোক, ঠিকই তো বলেছে।'' একইসঙ্গে মদন মিত্র বলেন, ''ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারী টাকা নিয়েছেন। তারপরও না চার্জশিট, না গ্রেফতার।'' ২০১৬র বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির তরফে একটি স্ট্রিং অপারেশনের ভিডিয়ো সামনে আনা হয়। সেখানে তৃণমূলের একাধিক নেতা, নেত্রীকে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। সেবার ভোটে এই ভিডিয়োকে হাতিয়ার করেই বাংলায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় বিজেপি। যে সমস্ত নেতাদের ফুটেজ সামনে আসে, শুভেন্দু অধিকারীকেও দেখা যায় বলে অভিযোগ ওঠে।

ব্রাত্যর ডাকে গরহাজির উপাচার্যরা উপস্থিত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠকে

আপনার বাড়িতে টাকার পাহাড় পাওয়া গেলে এজেন্সি তার কাজ করবেই, অভিষেককে ধর্মেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য-রাজ্যপালে সংঘাতে এবার নয়া মোড়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ডাকা অনুষ্ঠানে হাজির উপাচার্যদের বৃহদংশ। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বৈঠকে না যাওয়া রেজিস্ট্রাররাও হাজির শহরের পাঁচতারা হোটেলে ওই অনুষ্ঠানে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ওই অনুষ্ঠানে আসা উপাচার্য-রেজিস্ট্রারদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে একান্তে বৈঠকও হয় বলেই সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডার তত্ত্বাবধানে এই উপাচার্য-রেজিস্ট্রাররা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রীর বৈঠকের জন্য একটি আলাদা কক্ষও রাখা হয়। এদিনের বৈঠকে উঠে আসে উপাচার্য নিয়োগসংক্রান্ত দড়ি টানাটানির বিষয়টি। এমনও শোনা গেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে জানাতে কাগজে বেশ কিছু নোটও লিখে এনেছেন উপাচার্যরা। এদিন সন্ধ্যায় শহরের পাঁচতারা হোটেলে মূলত আলোচনামূলক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্তদের আলোচনার অনুষ্ঠান ছিল এটি। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজভবন তরজা তুঙ্গে। এই মুহূর্তে রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। এই

নিয়োগ কোনওভাবেই মানতে নারাজ সরকার। যাদবপুর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এমনকী বিএড বিশ্ববিদ্যালয়, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়েরও অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল বোস। এই আবহে এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠকে দেখা গেল বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুশান্ত চক্রবর্তীদের। এই ছবি উস্কে দিল প্রশ্ন, তবে কি এবার রাজ্য-রাজভবন সংঘাতের মাঝে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ? উপাচার্যদের অবশ্য দাবি, তাঁরা শিক্ষাবিদ হিসাবে এসেছেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেউ বিচারপতি হতে বলেননি। আর আমাদের মনে হয় বাংলা দুর্নীতিগ্রস্তদের কব্জায় রয়েছে।'' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি নন। আইন নিজের পদ্ধতি মেনে কাজ করবে। উনি কেন ভয় পাচ্ছেন? আইন নিজের রাস্তা নিজেই বার করবে। যারা দোষী প্রমাণিত হবে তাদের যেতে হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিচারপতি হতে কে বলেছে? উনি ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির ভারপ্রাপ্ত নন, জাজও নন। ওই যে একটা প্রবাদ আছে না, ঠাকুরঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি। আপনার কেন ভয় করছে?'' তাঁর আশঙ্কা, ''বাংলার যা অবস্থা তাতে শুধু নারদা-সারদা নয়, কয়লা, গরুপাচার, চাল চুরি, মাদক পাচারকারীদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারও রয়েছে। আমাদের মনে হয় বাংলা দুর্নীতিগ্রস্তদের কব্জায় রয়েছে। আপনার ঘরে কোটি টাকার পাহাড় পাওয়া গেলে এজেন্সি তো নিজের কাজ করবেই।''

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৮৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৮ ভাদ্র ১৪৩০

লোকসভার ভোট কী এগিয়ে আসবে?

সম্পাদকীয় ১

লোকসভার ভোট কি এগিয়ে আসতে পারে তা নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে জল্পনা। রাজনৈতিক দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে মোদি সরকার জি-২০ ফসলকে ঘরে তুলতে আগামি এপ্রিলে নয় মার্চ মাসে লোকসভার ভোটকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারে। তবে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পরই ভারতের সাধারণ নির্বাচন করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে নির্বাচন কমিশন লোকসভার নির্বাচন নিয়ে আগাম তৎপরতা দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। অফিসের অভ্যন্তরীন কাজগুলিতে দ্রুত করিয়ে রাখা হচ্ছে যাতে করে লোকসভার নির্বাচনের সময়ে কোনও রকম অসুবিধা না হয়। এদিকে জি-২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নিজেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলে সকলের কাছে পরিচিত করিয়েছেন। এমনকী আগামি কয়েক দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের খাতায় ভারত শব্দটি ব্যবহার করা হবে। সেখানে ইণ্ডিয়া শব্দটি ব্যবহার আর করা হবে না। ফলে এবারে লোকসভার নির্বাচনে মোদি নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে ইণ্ডিয়া জোটকে তাদের শব্দ ব্যবহার করা নিয়ে রাজনৈতিক আক্রমণ করতে পারে। ভারত শব্দের মধ্যে যে দেশের ঐতিহ্য লুকিয়ে রয়েছে তার ব্যাখ্যাও প্রধানমন্ত্রী মোদি নির্বাচনী সভাতে বলতে পারেন। তার ফলে ইণ্ডিয়া জোটের বেশ খানিকটা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এখন হিন্দি বলয়ে মোদির ঝড় বইছে। সেখানে কিন্তু মোদি ঝড়তে একেবারে উপড়ে খেলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। উত্তর প্রদেশে অখিলেশ যাদবের কথা এখন আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি জোট ইণ্ডিয়াতে থাকলেও তিনি সেখানকার বলিষ্ঠ নেতা হতে পারেননি। লালু প্রসাদ যাদব, নীতীশ কুমার এবং স্টালিন যেভাবে জোট ইণ্ডিয়া জোটে শক্তিশালী নেতা হিসাবে নিজেদের পরিচিত করতে পেরেছেন তা কিন্তু অখিলেশ যাদব করতে পারেননি। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস এখন আসন সমঝোতা নিয়ে পড়ে গিয়েছে। লোকসভার নির্বাচনে আসন সমঝোতা করার ব্যাপারে তারা গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। আসন সমঝোতা ঠিক না হলে জোট ইণ্ডিয়া ভেঙে পড়বে এটা পরিস্কার। কারণ কেউই আসন ছেড়ে দেবে না। জেতা আসন ছেড়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্ন থাকবে না জোট ইণ্ডিয়াতে। যেসব দল যেখানে যেখানে জিতেছে সেখানেই তারা আবার প্রার্থী দেবে এবং বিরোধী বিজেপি দল সেখানে শক্তিশালী সেই সব আসনে জোট ইণ্ডিয়া প্রার্থী দেবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কংগ্রেস দলকে পশ্চিমবঙ্গে দুটি থেকে তিন আসন ছেড়ে দেবে। সম্ভবত মালদা এবং মুর্শিদাবাদের দুটি আসন কংগ্রেসকে দিতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেস আর বেশি আসন পাওয়ার ব্যাপারে সাওয়ার করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সিপিএম দলের নেতারা পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি আসন পাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে জোট ইণ্ডিয়া যদি লোকসভায় আসন পায় তাহলে কি জোট ইস্তাহারের ওপরে ভিত্তি করে কী লড়াই করতে থাকবে না তাদের দলীয় সিদ্ধান্তকে লোকসভায় নিয়ে আসবে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা এখনও করা হয়নি। জোট ইণ্ডিয়া এখন পোক্ত হয়ে উঠেনি। তার আগেই তারা আসন নিয়ে নিজেদের মঝ্যে বিস্তর জল ঘোলা করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাহুল গান্ধি বিদেশে। মমতা এবং অভিষেক জোট ইণ্ডিয়ার বৈঠকে উপস্থিত হতে পারেননি। তার ফলে জোট ইণ্ডিয়ার বৈঠককে বলতে গেলে মোদি বিরোধী জোট বলা যেতে পারে।

হানাদার দেশ পাকিস্তান!

সম্পাদকীয় ২

পাকিস্তানকে হানাদার রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত। ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর আগামি দিনে ভারত ছিনিয়ে নিতে পারে বলে একটি হুমকি দিয়ে রেখেছে। চিন এখন এই অবস্থায় তাদের আর্থিক কড়িডরকে রক্ষা করতে গেলে পাকিস্তানকে পাশে রাখতে হবে। না হলে ভারত যে কোনও সময়ে পাকিস্তান শব্দটিকে একেবারে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে সক্ষম। ভারতীয় সেনাদের সেইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ১৯৬২ সালের চেয়ে ভারত সেনাবিভাগের শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে বায়ু সেনাবিভাগ যথেষ্ট শক্তি ধরে। আকাশ পথে এই মুহূর্তের যুদ্ধে ভারত প্রায় বিশ্বে দ্বিতীয় শ্রেণি অধিকার করে রয়েছে। যে সব আকাশ অস্ত্র ভারত সরকার বানিয়েছে তা দিয়ে দিল্লি থেকে বসে বসে ভারত যে কোনও দেশের সঙ্গে আনায়াসে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। স্থলবিভাগও যথেষ্ট শক্তিশালী বিশেষ করে ভারতের রোবট বাহিনী তৈরি করে ফেলেছে। এই রোবট বাহিনী দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে অনায়াসে আক্রমণ করতে পারে। আনবিক চালিত অস্ত্র নিয়ে ভারতীয় সেনারা রীতিমতো প্রশিক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের কাছে কি ধরনের অস্ত্র রয়েছে তার জানতে বহু বার শত্রুদেশ গুলো চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ সবাই সব কিছু জানে না। দুর্গম লাদাখ অঞ্চলে ভারতীয় সেনারা চিন সেনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। চিন সেনারা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে স্থান দখল করে য়িছে এই সত্যটা প্রকাশ করতে পারছে না কেউই। বেশ কিছু সংবাদপত্র চিনের আগ্রাসনের বিরোধিতা করে লেখা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন কতখানি লাদাখের অংশ দখল করে রয়েছে তা প্রকাশ করেনি ভারত সরকার। বলা হয়েছে ডিভিশনাল কম্যান্ডার স্তরে আলোচনা চলছে। সীমান্ত এলাকায় চিন সেনা বৃদ্ধি করা নিয়ে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চিন বাড়তি সেনা এবং অস্ত্র মোতায়েন করতে শুরু করে দিয়েছে। সঙ্গে নিয়েছে নেপালকে। নেপালও এখন চিনের হয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতকে চারদিক থেকে কোনঠাসা করে রাখাই হচ্ছে চিনের মূল লক্ষ্য।

কালী সাধক রামপ্রসাদ

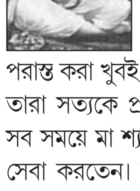

সাধক রামপ্রসাদ বলছেন, যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। মাতৃভক্তদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ মাতৃভক্তরা সব সময়ে সত্যের পুজারি। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। রামপ্রসাদ সব সময়ে মা শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করে চলতেন। শ্যামা মায়ের সেবা করতেন। শুধু রামপ্রসাদকে নিজের সন্তানের মতো মা শ্যামা ভালোবাসতেন। শ্যামা মা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলতেন, রামপ্রসাদ আমার প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। প্রতিদিন ভক্ত রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত শুনতেন মা কালী। রামপ্রসাদ তো একেবারে শ্যামা সঙ্গীত গান গেয়ে বিহ্বল হয়ে যেতেন।

ছাত্রছাত্রীদের ভুলের শাস্তি যেন মাত্রাছাড়া না হয়

বিশেষ প্রতিনিধি

যাদবপুরের পর কসবা। আগস্টের শুরুতে যাদবপুরের হস্টেলে এক ছাত্র মারা যায়। জানা যাচ্ছে, র‍্যাগিংয়ের জেরেই তার মৃত্যু ঘটেছে। সেই অভিযোগ নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতির রেশ এখনও মেলায়নি। সেপ্টেম্বরের শুরুতে কসবার একটি স্কুলে ফের এক ছাত্রের মৃত্যু ঘটল। অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণের ফলে সে আত্মহত্যা করেছে। মৃতের নাম শেখ শান। বয়স ১৬। সে ক্লাস টেনে পড়ত। সোমবার দুপুর দু'টো নাগাদ স্কুল চত্বরে তার দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ছেলেটির নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ১৬ বছর বয়স মানে সবে জীবনের শুরু। তখন স্বপ্ন দেখার বয়স। সেই সময় এমন কী ঘটতে পারে যাতে সে নিজের হাতে জীবনকে শেষ করে দিতে চাইবে? মৃতের বাবা-মা বলেছেন, সোমবার তার জীবন বিজ্ঞানের প্রজেক্টের খাতা নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে নিয়ে যায়নি। তাই সকলের সামনে তাকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সেই অপমানে সে আত্মঘাতী হয়েছে।কেউ কেউ বলছেন, আসলে শেখ শানের ওপরে স্কুল কর্তৃপক্ষের রাগ ছিল। কোভিড পর্বে অভিভাবকদের একাংশ স্কুলের বেতনবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁদের মধ্যে শেখ শানের বাবাও ছিলেন। মৃতের মা বলেছেন, তাঁরা ভেবেছিলেন, দশম শ্রেণির পরেই ছেলেকে অন্য স্কুলে ভর্তি করবেন। ওই স্কুলে ছেলে বেশিদিন থাকুক, তা তাঁরা চাননি। কারও কারও ধারণা, আদৌ পড়ে গিয়ে ছেলেটির মৃত্যু হয়নি। কারণ অত উঁচু থেকে পড়লে হাড় ভেঙে যাওয়ার কথা। কিন্তু শেখ শানের কেবল নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। শরীরে আর কোথাও ক্ষত ছিল না। অনেকের প্রশ্ন, স্কুলের কাছে একটি হাসপাতাল থাকতেও আহত ছাত্রটিকে দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল কেন। ভরদুপুরে স্কুলের মধ্যে কোনও ছেলের মৃত্যু ঘটলে নানা প্রশ্ন উঠবেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ হেনস্থার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশ বলছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখে তদন্তের গতিপ্রকৃতি স্থির করা হবে। ঠিক কী কারণে ছেলেটি মারা গেল, তা অবশ্যই জানা দরকার। পুলিশকে তদন্ত শেষ করতে হবে দ্রুত। ওই শোচনীয় মৃত্যুর জন্য যে বা যারা দায়ী, তারা যেন রেহাই না পায়। কোনও ১৬ বছরের ছেলেকে যদি সকলের সামনে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, সেও একধরনের র‍্যাগিং। শুধু কলেজের সিনিয়র দাদারা হেনস্থা করলেই তাকে র‍্যাগিং বলে না। স্কুলে, অফিসে, আড্ডায় এবং আরও নানা জায়গাতেও র‍্যাগিং হয়। যদিও তার ধরন আলাদা। সময় বিশেষে র‍্যাগিং যে প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা যাদবপুরের ঘটনাতেই দেখা গিয়েছে। শেখ শানের মৃত্যুর পিছনেও সেরকম কিছু ছিল কিনা পুলিশ খতিয়ে দেখুক। এই ঘটনা থেকে অন্যান্য স্কুলেরও শিক্ষা নেওয়া উচিত। কিশোর-কিশোরীদের মন বড়দের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল। ছাত্রছাত্রীরা দোষ করলে নিশ্চয় শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু শাস্তি যেন মাত্রাছাড়া না হয়। কারণ তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোট কী বিরোধীদের 'লঞ্চিং প্যাড'?

বিজেপি শাসিত পাহাড়ি রাজ্যটিতে কী চলছে, কারও জানতে বাকি নেই। স্বভাবতই ত্রিপুরার দুটি আসনে সিপিএম হেরেছে। সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী হিসাবে লড়াই করেন বাম প্রার্থীরা। ত্রিপুরায় ইন্ডিয়া জোটে হারের অর্ধেকটা পুষিয়ে দিয়েছে বাংলার ধূপগুড়ি। সেখানে বিজেপির থেকে আসনটি কেড়ে নিয়েছে তৃণমূল। বিজেপি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও আসনটি ধরে রাখতে পারেনি। আবার বাম-কংগ্রেসেরও নির্মম হার হয়েছে সেখানে। ত্রিপুরায় সিপিএম গণনা বয়কট করে। অন্যদিকে, ধূপগুড়ির ভোট নিয়ে কোনও দলেরই অভিযোগ ছিল না। সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তি লিখেছে, 'কোনও হিংসা, গণ্ডগোলের ঘটনা ছাড়াই ধূপগুড়িতে নির্বিঘ্নে ভোট হয়েছিল'।

বিশেষ প্রতিনিধি

শুক্রবার ছয় রাজ্যের সাতটি বিধানসভার উপনির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে চারটিতে জিতেছে ইন্ডিয়া জোটের শরিকেরা। অন্যদিকে, এনডিএ-র প্রধান শরিক বিজেপি জিতেছে তিনটিতে। অর্থাৎ রেজাল্ট হল, ইন্ডিয়া-৪, এনডিএ-৩। এই নির্বাচন হয়েছে বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোট গঠিত হওয়ার পর এবং অন্তত তিনটি আসনে বিরোধীরা দলবেঁধে লড়াই করেছে। দেশে ২৮টি রাজ্য বিধানসভার মোট আসন ৪১২৩টি। তার মধ্যে এই সাতটি অর্থাৎ ০.১৬ শতাংশ আসনে ভোট নেওয়া হয়েছিল গত ৫ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। স্বভাবতই এই সামান্য ক'টি আসনের ভোটের ফলকে আগামী লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাব্য পূর্বাভাস বলে দাবি করার অর্থ হয় না। সাত বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ফল নিয়ে বিজেপি ঠিক এই কথাটিই বলেছে। আমিও বলছি না এই ফলাফল কোনও দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতাকে ইঙ্গিত করছে। তবে এই জাতীয় কিছু বিক্ষিপ্ত ফলাফলে যে ভবিষ্যতের আভাস থাকে না তাও নয়। সেই আভাস ভবিষ্যতে প্রতিফলিত হবে কিনা তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে পরবর্তী রাজনীতি কীভাবে এগোবে। পাশকুঁড়া লোকসভার উপনির্বাচনের কথা অনেকেরই মনে থাকবে। সিপিআই নেত্রী তথা পাশকুঁড়ার সাংসদ গীতা মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ২০০০ সালে সেখানে উপনির্বাচন হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের বয়স তখন সবে দুই। সেই দলের প্রার্থী প্রাক্তন আমলা অপরিচিত মুখ বিক্রম সরকার হাসতে হাসতে জিতে যান। পরের বছর বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম প্রথম বিরোধীদের শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে এবং একক সংখ্যারিষ্ঠতা হারায়। সেই নির্বাচন থেকেই তৃণমূল হয়ে যায় বাংলায় বিরোধী রাজনীতির মূল স্রোত। ২০০৯-এ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর পশ্চিম বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের মদন মিত্র'র জয়ও ছিল তেমনই ভবিষ্যতের আভাস। তৃণমূল তার আগে দুটি জেলা পরিষদও জিতেছিল। বিরোধীরা ঠিকঠাক জোট বাঁধলে শাসক দলকে হারানো সম্ভব, এই শিক্ষা দিয়েছিল উপনির্বাচনের সেই ফলও। মদনের সমর্থনে প্রার্থী তুলে নিয়েছিল কংগ্রেস। উপনির্বাচনের ফলে আভাস মিলে গিয়েছিল ২০১১-তে। সদ্য অনুষ্ঠিত সাত বিধানসভার ফলের মধ্যে তেমন কোনও আভাস আছে কি না তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতেই পারে। এরমধ্যে ত্রিপুরার দুটি আসনের ফলাফলকে আমি ধরছি না। কারণ, ওখানে ভোট হয়নি। ভোটের দিনই গোটা দেশ জানে ওখানে কী হয়েছে। ওই রাজ্যের বক্সনগর আসনে বিজেপি প্রার্থী ৮৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ১৮৯ শতাংশ পেলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। বিজেপি শাসিত পাহাড়ি রাজ্যটিতে কী চলছে, কারও জানতে বাকি নেই। স্বভাবতই ত্রিপুরার দুটি আসনে সিপিএম হেরেছে। সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী হিসাবে লড়াই করেন বাম প্রার্থীরা। ত্রিপুরায় ইন্ডিয়া জোটে হারের অর্ধেকটা পুষিয়ে দিয়েছে বাংলার ধূপগুড়ি। সেখানে বিজেপির থেকে আসনটি কেড়ে নিয়েছে তৃণমূল। বিজেপি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও আসনটি ধরে রাখতে পারেনি। আবার বাম-কংগ্রেসেরও নির্মম হার হয়েছে সেখানে। ত্রিপুরায় সিপিএম গণনা বয়কট করে। অন্যদিকে, ধূপগুড়ির ভোট নিয়ে কোনও দলেরই অভিযোগ ছিল না। সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তি লিখেছে, 'কোনও হিংসা, গণ্ডগোলের ঘটনা ছাড়াই ধূপগুড়িতে নির্বিঘ্নে ভোট হয়েছিল'। তারপরও ধূপগুড়িতে সিপিএম প্রার্থী পেয়েছেন মাত্র ১৩ হাজার ৭৫৮ ভোট। যা প্রদত্ত ভোটের ৬.৫২ শতাংশ মাত্র। বোঝাই যাচ্ছে তৃণমূল-বিরোধী ভোট বাম-কংগ্রেস প্রার্থীর বাক্সে যায়নি। আবার বিজেপির ভোটও বাড়েনি। তাহলে শিক্ষা, আবাস, গরু, কয়লা দুর্নীতির জেরে শাসক দলের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ মানুষের ভোট গেল কোথায়? বাম প্রার্থী সেই ভোট পাননি, উল্টে জমানত গিয়েছে, আবার বিজেপিরও ভোট বাড়েনি, তাহলে কি করাপশনের অভিযোগ ছাপিয়ে মানুষ কম্যুনালিজমের ইস্যুতে রায় দিয়েছে? ধূপগুড়ির রায় কি তবে 'নো ভোট টু বিজেপি?' ধূপগুড়ির বাইনারি বা ভোটারদের দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার ছবিটাই ধরা পড়েছে উত্তর প্রদেশের ঘোসী, ঝাড়খণ্ডের ডুমরি এবং উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বরে। এরমধ্যে প্রথম দুটিতে বিজেপির লজ্জার হার হয়েছে। তৃতীয়টিতে তারা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে কোনও রকমে মুখ রক্ষা করেছে। উত্তর প্রদেশে গত বছর মার্চে যোগী আদিত্যনাথের সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় টিকে গিয়েছে, তাই-ই শুধু নয়, তারপর দুটি বিধানসভা এবং একটি লোকসভার উপনির্বাচনে ভাল মার্জিনে জিতেছে। তিনটি আসনই ছিল সমাজবাদী পার্টির দখলে। সেই উত্তর প্রদেশের ঘোষীতে উপনির্বাচন করাতে হয় সমাজবাদী পার্টির জনপ্রিয় বিধায়ক দারা সিং চৌহান ফের বিজেপিতে যোগ দেওয়ায়। দলবদলের জন্য সুপরিচিত দারা সিংকেই প্রার্থী করে বিজেপি। যোগী-সহ বিজেপির ৩২জন নেতা-মন্ত্রী পদ্ম চিহ্নের প্রার্থীকে জেতাতে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ৪২ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন এসপি প্রার্থী সুধাকর সিং। ওই আসনে কংগ্রেস, বিএসপি প্রার্থী দেয়নি। সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করে রাষ্ট্রীয় লোকদল, আপনা দল (কমেরাওয়াবাদী) প্রভৃতি। ভোটের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, কোন দলকে সমর্থনের কথা না বললেও মায়াবতীর সমর্থকেরা এসপি প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন। মুসলিম ও দলিতরাও বিজেপি প্রার্থীকে হারাতে এককাট্টা ছিল। জানা যাচ্ছে বিজেপির ওমপ্রকাশ রাজভরের দল সুহেলদেব সমাজ পার্টির রাজভর সম্প্রদায়ের ভোটারেরাও সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীকে সমর্থন করেছেন। হতে পারে দলবদলু দারা সিংকে শিক্ষা দিতে উপনির্বাচনে অনেকে একজোট হয়েছিল। এমনকী বিজেপি সমর্থকদেরও তাঁকে ভোট না দেওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিজেপি লড়াই করে নরেন্দ্র মোদি ও আদিত্যনাথের ছবি বুকে ঝুলিয়ে। আর প্রচারে কোনও আঞ্চলিক ইস্যু নয়, পদ্ম শিবিরের হাতিয়ার ছিল রাম মন্দির, কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, 'ইন্ডিয়া-ভারত' বিতর্ক এবং সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের অভিযোগ। মোদি সরকার গত বছর সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদবকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ ঘোষণা করে। সেই মৃত মানুষটিকে বিজেপি সামান্য একটি উপনির্বাচনের প্রচারে মুসলিম তোষণের অভিযোগে কাঠগড়ায় তুলে 'মোল্লা মুলায়ম' বলে আক্রমণ চালায়। তারপরও ঘোসীতে সেই 'নো ভোট টু বিজেপি' ভাবনাই কাজ করেছে। আর বিজেপি মানে এখন সবটাই নরেন্দ্র মোদি। ফলাফল থেকে স্পষ্ট 'মোদি অর নো মোদি' অর্থা একদল মোদির পক্ষে আর এক দল বিপক্ষে, এইভাবেই দু-ভাগ হয়ে গিয়েছে ভোটারেরা। ঘোসীতে হেরেছেন মোদিই। বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বরে শেষ পর্যন্ত ২৪০০ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থীকে হার স্বীকার করতে হয়। তবে হাত চিহ্নের প্রার্থী ভোট পেয়েছেন ৪৫.৯৬ শতাংশ। এক বছর আগে বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে কগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছিল ২৬.৮৮ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে, ২২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল আম আদমি পার্টি। এবার আপ সেখানে প্রার্থী দেয়নি। ভোটের ফল বলছে জোট হলে বিজেপিকে হারানো কঠিন নয়। ঝাড়খণ্ডের ডুমরির রেজাল্ট আরও তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রার্থী ইন্ডিয়া জোটের হয়ে লড়াইয়ে ছিলেন। কংগ্রেস, আরজেডি, বামদলগুলি তাঁর সমর্থনে প্রচারে নেমেছিল। ফলে ৫১.৭৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছেন তিনি। বিজেপি ও আজসুর জোট প্রার্থী পেয়েছেন ৪২.৯১ শতাংশ ভোট। ২০১৯-এর ভোটেও জেএমএম প্রার্থীই জিতেছিলেন ডুমরিতে। কিন্তু প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩৭.৮০ শতাংশ। এবার সেই ভোট পঞ্চাশ শতাংশ ছাপিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ, আসাউদ্দীন ওয়েইসির এআইএমআইএনের প্রায় ১১ শতাংশ ভোট হাতছাড়া হয়েছে। সেবার প্রায় ১৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল ওয়েইসির এই ইসলামপন্থী দল। অর্থাৎ ওয়েইসির কথায় কান না দিয়ে সংখ্যালঘুরা বিজেপির যাত্রাভঙ্গ করতে জেএমএম-কে বেছে নিয়েছেন। ডুমরির ফলেও তাই বিজেপি বিরোধী মহাজোটের বার্তা স্পষ্ট। রইল বাকি কেরলের পুথুপাল্লি। সেখানে কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে দ্বিমুখী লড়াইয়ে হাত চিহ্নের প্রার্থী বিপুল ব্যবধানে জিতেছেন। সেই ফলাফলে অবশ্যই বড় ভূমিকা নিয়েছে দলের সদ্য প্রয়াত নেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চাণ্ডীর স্মৃতি। ১৯৭৩-থেকে ২০২৩, টানা ৫০ বছর পুথুপাল্লির বিধায়ক ছিলেন প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতা। দল সেখানে চাণ্ডীর ছেলেকে প্রার্থী করে। কংগ্রেস প্রার্থীর বিশাল ব্যবধানে জয়ের পিছনে চাণ্ডীর জনপ্রিয়তা, ভাবমূর্তি ছাড়াও রাজ্যের সিপিএম সরকারের অনাচারও হয়তো কাজ করে থাকবে। কিন্তু আশ্চর্যের হল, প্রচারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নামিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরও বিজেপি প্রার্থীর ভোট কমে তলানিতে ঠেকেছে। অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিকের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ময়দানেও মানুষ বিজেপিকে বেছে নেয়নি। কথা আর না বাড়িয়ে এবার বলি, সাত কেন্দ্রের ভোটের ফল বলছে 'মোদির বিকল্প নেই', 'মোদিই ফের প্রধানমন্ত্রী', 'বিজেপিই আবার সরকার গড়বে' জাতীয় প্রচার, ভাবনার বাইরেও ভাববার লোক নেহা কম নেই। পরিবর্তনকামী বহু মানুষ বিশ্বাস করেন বিজেপিকে হারানো অসাধ্য নয়, উপনির্বাচনের সেটাই স্পষ্ট বার্তা। ইন্ডিয়া জোট তৈরির পর এই ফলাফল বিরোধী নেতা-নেত্রীদের জন্য স্বস্তির, সন্দেহ নেই। তবে কতিপয়ের এই ভাবনা, প্রত্যাশাকে ২০২৪-এর আগে মূল স্রোত করে তোলাই এখন 'ইন্ডিয়া জোটের আসল চ্যালেঞ্জ। পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোট বিরোধীদের 'লঞ্চিং প্যাড' হতে পারে।

দুর্গাপুজার বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন দুর্গাপুজা নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রথবাড়ি এলাকায় মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয় এই বৈঠকের। ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার দুর্গাপুজা কমিটির কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল বৈঠকের। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংলিশবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা সহ অন্যান্যরা। মূলত দুর্গাপুজায় প্রশাসনিক কি কি নিয়ম কানুন রয়েছে তা নিয়েই আয়োজন করা হয়েছিল বৈঠকের। এই বিষয়ে মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, দুই পুরসভা এলাকার দুর্গা পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের নিয়ে এই প্রশাসনিক বৈঠক। মূলত প্রতিটি দুর্গাপুজা মন্ডপ গুলিতে এক্সিট এবং এন্টি গেট, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা সহ প্রশাসনিক যে সমস্ত নিয়মকানুন রয়েছে তা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এই বৈঠকে।

পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা না হওয়ায় বিডিওকে চিঠি দিলেন স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বড় করে জ্বলজ্বল করছে পথশ্রী প্রকল্পের সিডিউল বোর্ড। ১.১ কিলোমিটার রাস্তায় বরাদ্দ অর্থ ৪৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৬২। নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ ও জ্বলজ্বল করছে বোর্ডে। সবই আছে। শুধু নেই রাস্তা। রাস্তাটি আগের সেই পুরনো হালেই পড়ে রয়েছে। সিডিউল বোর্ড অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণের শেষ তারিখ চলতি বছরের ২৫ তারিখ এপ্রিল। সিডিউল অনুযায়ী নির্মাণ কাজ শেষের তারিখ পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও কাজের কোন হদিস নেই। আর এই নিয়ে মানিকচকের বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানালেন গ্রামবাসীরা। গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলা এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বহু সংখ্যক রাস্তা নির্মাণের ঘোষণা করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণ হয় মানিকচকেও। পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে মানিকচকের পাল্লারোড থেকে ইজাজুল হকের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১.১ কিলোমিটার রাস্তার টেন্ডার করে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতি। নিয়ম মেনে টেন্ডারও পায় এক ঠিকাদার সংস্থা। গত ২৪ তারিখ মার্চ ঘটা করে রাস্তার উদ্বোধন হয়। ফিতে কেটে রাস্তার উদ্বোধন করেন খোদ মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানিকচকের বিডিও শ্যামল মন্ডল সহ অন্যান্য ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরাও। কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানই সার। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর নির্মাণ সংস্থার টিকিরও দেখা মেলেনি কখনো। এমনকি ব্লক প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। গ্রামবাসী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অভিযোগ করে বলেন, আমাদের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র এই রাস্তার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরাও এসেছিলাম। মানিকচক হাইস্কুলের পার্শ্ববর্তী পাল্লারোড থেকে মানিকচক ঘাট রোড সংযোগকারী এই রাস্তা নির্মাণ হবে বলে আমরা গ্রামবাসীরা খুব আনন্দিত ছিলাম। কিন্তু উদ্বোধনের এতদিন পেরিয়ে গেলেও রাস্তা নির্মাণ হয়নি, শুধুমাত্র কয়েক জায়গায় বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় বাঁশের খুঁটি দেওয়া ছাড়া কোনো কাজই হয়নি। এই বিষয়ে বারবার ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির নবনিযুক্ত সভাপতি পিংকি মন্ডল জানান, এই বিষয়ে আমার জানা নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন পিংকি মন্ডল।

বিনা নোটিশে চাকরি গেল শিক্ষকের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ সরকারি নির্দেশিকা ছাড়াই এক শিক্ষককে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে তারা ওই শিক্ষককে জোর করে বের করে দেওয়ার বিষয় যা সাফাই দিলেন সেটাই যে তাদের যুক্তির স্ববিরোধী হয়ে যাচ্ছে তাও মানতে চাইলেন না তারা। এমনই অবাক করা কান্ড ঘটেছে চোপড়া ব্লকের সোনাপুর এলাকার টাটু সিং উচ্চ বিদ্যালয়ে। জানা যায় স্কুলের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক ভবেশ কর স্কুলে এসে হাজিরা খাতায় সই করতে গেলে গোলমাল বাঁধে। অভিযোগ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ভবেশবাবুকে হাজিরা খাতায় সই করতে বাধা দেন এবং স্কুল থেকে বের করে দেন। গোটা ঘটনায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহমত ছিল বলেও অভিযোগ ওঠে। আজ ভবেশ কর স্কুলের গেটের বাইরে অবস্থানে বসে পড়েন। গত মাসে তার বেতন শুন্য করে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত ওই শিক্ষককের দাবি তাকে বরখাস্ত করার কোনও নির্দেশিকার কাগজ দিচ্ছেন না কেউ।

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS
(A Statutory Organisation under Govt. of West Bengal)
HRBC BHAWAN
St. Georges Gate Road (Munshi Prem Chand Sarani), Kolkata-700 021
Phone No. : 033-2253-4138, Fax No. : 033-2248-6787
Email: hrbc.jpmw@gmail.com

CORRIGENDUM -1, Dated: 14.09.2023
Notice Inviting e-Bid No.: HRBC/JPM(W)/SR/08/23-24 dated 05.09.2023

The following modification are made to Tender Document:

Sl. No.	Location in Tender Document	Modifications		
1.	Sl No. 8 of NIeT	The Existing Table is deleted and replaced by the following:		
		Sl. No.	Particulars	Date and Time
		1.	Date of uploading of N.I.T., Tender documents & other documents (online) (Publishing Date)	07.09.2023 at 10.00 AM
		2.	Documents download / sale start date (online)	07.09.2023 at 10.00 AM
		3.	Bid submission start date (online)	07.09.2023 at 10.00 AM
		4.	Bid Submission closing date (online)	22.09.2023 at 11.00 AM
		5.	Bid opening date for Technical Proposals (online)	26.09.2023 at 11.00 AM
		6.	Date of uploading list for Technically Qualified Bidder (online)	After evaluation of Technical Proposal
		7.	Date for opening of Financial Proposal (online)	To be notified at the time of publishing Technical Evaluation Summary in the e-procurement portal only.

This Corrigendum -1, dated: 14.09.2023 will be a part of the Bid Document.
All other particulars of Tender Document will remain unaltered.
Sd/-
Joint Project Manager (Works), HRBC

Office of the
Bagnan I Gram Panchayat
Bagnan,Howrah
Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah, for 3 nos. of work vide **Memo No.- 139/BGP-1/2023-24 Dated- 08/09/2023. NIET NO - WB/HOW/BAG1GP/NIET-17/23-24,** Date of Application: **from 13.09.23.5 P.M to 27.09.2023. 5 P.M.** Date of Submission of Bid: **13.09.23. 5 P.M to 27.09.2023. 5 PM,** Date of Opening of Bid (Technical):- **30.09.2023, at 11AM.** Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah.

ফর্ম এ
জনস্বার্থে ঘোষণা
(অধীন রেগুলেশান ৬ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (বানিজ্যিক ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়াপনা সমাধানের পদ্ধতি) রেগুলেশন, ২০১৬)
ঋণদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় (বানিজ্যিক ঋণীর নাম)

অনুসারী বিবরণী

১	বানিজ্যিক ঋণীর নাম সঙ্গে	কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
২	বানিজ্যিক ঋণীর নিগমভুক্ত হওয়ার তারিখ	২৩ ফেব্রু. ১৯৮৩
৩	যে সংস্থার অধীনে বানিজ্যিক ঋণী নিগমভুক্ত / নথিবদ্ধ হয়েছেন	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিস, কলকাতা
৪	বানিজ্যিক ঋণীর কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং. / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশান নং.	L27209WB1983PLC035920
৫	বানিজ্যিক ঋণীর রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিসের (যদি থাকে) ঠিকানা	৯/সি, কুমার পাড়া রোড, ২য় ফ্লোর, লিলুয়া, হাওড়া প.ব.-৭১১২০৪
৬	বানিজ্যিক ঋণীর সমাধান শুরুর তারিখ	১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (ই-মেল মারফৎ আদেশপ্রাপ্তির তারিখ- ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)
৭	সমাধান প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আনুমানিক তারিখ	১০ মার্চ, ২০২৪
৮	সমাধান আধিকারিকের নাম এবং রেজিস্ট্রেশান নাম্বার যিনি অন্তবর্তী সমাধান আধিকারিক হিসাবে কাজ করবেন	অনুব্রত গাঙ্গুলি IBBI/IPA-001/IP-P-02662/2022-2-2023/14072
৯	অন্তবর্তী সমাধান আধিকারিকের ই-মেল এবং ঠিকানা যা নথিবদ্ধ রয়েছে বোর্ডে	১৬/২, টেম্পেল গার্ডেন্স, ব্লক-পি, নিউ আলিপুর (মন্ডল টেম্পেল লেন), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৩ ca.a.gangoly@gmail.com
১০	অন্তবর্তী সমাধান আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ঠিকানা এবং ই-মেল	১৬/২, টেম্পেল গার্ডেন্স, ব্লক-পি, নিউ আলিপুর (মন্ডল টেম্পেল লেন), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৩ carnationinsolvency@gmail.com
১১	দাবী জমা করার শেষ তারিখ	২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
১২	ঋণদাতাদের শ্রেনী, যদি থাকে, অধীন ক্লজ (বি) সাব-সেকশান ৯৬এ) সেকশান ২১, যা চিহ্নিত করবেন সমাধান আধিকারিক	শ্রেনীর নাম প্রযোজ্য নহে
১৩	সমাধান আধিকারিক দ্বারা চিহ্নিত অনুমোদিত ঋণদাতাদের প্রতিনিধি হিসাবে যারা কাজ করবেন একটি শ্রেনীতে (তিনটি নাম প্রতি শ্রেনীতে)	১. প্রযোজ্য নহে ২. ৩.
১৪	(ক) অনুসারী ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত তথ্য যা পাওয়া যাবে	Web link : https://ibbi.gov.in/en বসবাসের ঠিকানা ঃ না

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল আদেশনামা জারি করেছে বানিজ্যিক সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার (বানিজ্যিক ঋণীর নাম) (সমাধান শুরুর তারিখ)।
ঋণাদাতাদের (বানিজ্যিক ঋণীর নাম) জানানো যায় নিজেদের দাবী জমা করতে নথি সহকারে (অন্তবর্তী সমাধান আধিকারিকের নিয়োগ প্রাপ্তির পর থেকে চোদ্দ দিন) বা এর পূর্বে অন্তবর্তী সমাধান আধিকারিকের কাছে ১০নং. সারণীতে প্রদত্ত ঠিকানায়।
আর্থিক ঋণদাতাদের জমা করতে হবে নথি সহকারে নিজেদের দাবী বৈদ্যুতিন উপায়ে কেবলমাত্র। অন্যান্য ঋণদাতারা জমা করতে পারেন নথি সহকারে নিজেদের দাবী স্বহস্তে, পোস্টে বা বৈদ্যুতিন উপায়ে।
একজন আর্থিক ঋণদাতা একটি শ্রেনীভুক্ত হবেন, ১২ নং. সারণী অনুসারে, যা চিহ্নিত হবে অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা তিনটি থেকে সমাধান আধিকারিক দ্বারা যা তালিকাভুক্ত রয়েছে সারণী নং. ১৩ যিনি শ্রেনীর অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে পারবেন। (নির্দিষ্ট শ্রেনী-না) ফর্ম সিএ।
ভুয়ো এবং ত্রুটিপূর্ন নথি জমা করলে জরিমানা করা হতে পারে।

সমাধান আধিকারিকের স্বাক্ষর
অন্তবর্তী সমাধান আধিকারিক ঃ অনুব্রত গাঙ্গুলি
IBBI/IPA-001/IP-P-02662/2022-2-2023/14072
AA1/14072/02/180624/105827

তারিখ ঃ ১৫ সেপ্টে. ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতত্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে।একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **30-9-2023** তারিখে নিলাম হবে।
যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12004352, 12003944

উপরে উল্লিখিত নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের আগে ইএমডি জমা করতে হবে এবং তাদের বৈধ আইডি কার্ড এবং প্যান কার্ড নিয়ে আসতে লাগবে।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - 1800 419 8000

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার
রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

ঔষধি বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত সংলগ্ন নেপালের হিমালয় অঞ্চলে পাওয়া বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বার ভেষজ ঔষধি, যা বিপুল পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করেছে বন বিভাগ। বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বা ভেষজ ঔষধি বাজেয়াপ্ত করেছে বন দফতরের আমবাদি রেঞ্জের বনকর্মীরা। আম্বাদি রেঞ্জের রেঞ্জার আলমগীর হক জানান, শিলিগুড়ির সমরনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বা ভেষজ ঔষধি উদ্ধার করা হয়েছে। মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বাসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পাচারকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বা শিলিগুড়ি থেকে চিনে পাচার হওয়ার কথা ছিল। এর আগে ১৩ গ্রাম ইয়ারসাগুম্বা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। আলমগীর হক জানান, ধৃত দুই পাচারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বুধবার রাতেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৮০০ গ্রাম মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বা উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকা। তবে এবার কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সাতসকালে জলপাইগুড়ির দক্ষিণ ধুপঝোরার একটি বেসরকারি রিসর্ট থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার অজগর। অজগরটিকে ছুঁয়ে দেখলেন অভিনেতা সোহম। খবর পেয়ে ধুপঝোরা বিট অফিস থেকে বনকর্মীরা এসে অজগরটিকে নিয়ে যান। এ দিন সকালে ওই রিসর্টের কর্মীরা ওই অজগরটিকে দেখতে পান। রিসর্টের পাশেই থাকা ছোট চা বাগান থেকেই অজগরটি এখানে চলে এসেছে বলে অনুমান। রিসর্টটির পাশেই রয়েছে গরুমারা জঙ্গল। ওই রিসর্টেই সিনেমার শুটিংয়ের জন্য রাত্রিযাপন করছেন অভিনেতা দেব, সোহম সহ অন্যান্যরা। এদিন অজগরের খবর চাউর হতেই অভিনেতা সোহম এসে অজগরটিকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেন। স্বচক্ষে ও নিজ হাতে জঙ্গলের অজগর সাপ দেখে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছসিত সোহম।

কিউআর স্ক্যান চালু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিউআর স্ক্যান পরিষেবা ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। মেডিকেল কলেজে হাসপাতাল ভবনের বিভিন্ন প্রান্তে এই স্ক্যানার কিউবার কোড লাগানো হয়েছে। এন্ড্রয়েড ফোনের স্ক্যানার বার থেকে স্ক্যান করলেই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বহির্বিভাগের তথ্য বেরিয়ে আসবে। সেখানেই বহির্বিভাগে চিকিৎসা করানোর যাবতীয় আবেদন করা যাবে। রোগীর নাম ঠিকানা সহ বেশ কিছু তথ্য দিয়ে অনলাইনে আবেদন করলেই বেরিয়ে আসবে টোকন। টোকন নম্বর নিয়ে বর্হিবিভাগের গিয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। তারপরেই মিলবে চিকিৎসা করার সুযোগ। এই পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না লম্বা লাইনে। মোবাইলে নিজেরা সমস্ত কিছু করতে পারবেন। মিলবে চিকিৎসা পরিষেবা। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন এই কিউবার স্ক্যানার সিস্টেম চালু করার মূল উদ্দেশ্য বহির্বিভাগে ভিড় কমানো। পাশাপাশি রোগীরা যেন সহজেই পরিষেবা পেযে যায়, সেই লক্ষ্যে এমন উদ্যোগ। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় রোগীদের আর লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না।

পুকুরে স্নান করতে নেমে মৃত ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, দাসপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ দিন দুয়েক আগে এক ছাত্রকে শাস্তি দেওয়ার অপরাধে শিক্ষকদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল হাওড়ায়। আর এবার এক ছাত্রের ডুবে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের আটকে রেখে মারধর করার অভিযোগ উঠল ছাত্রের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের খাঞ্জাপুর ইউনিয়ন হাইস্কুলে। ফুটবল খেলার পরে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ওই ছাত্রের ডুবে মৃত্যু হয়। ওই ছাত্রের নাম সৌভিক বেরা। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সৌভিক ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। বুধবার ওই স্কুলে ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। স্কুল ছুটির পর সেই ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছিল সৌভিক। ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্কুলের মাঠের পাশেই পুকুরে স্নান করতে নেমেছিল সৌভিক। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত পুকুরের জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়। এদিকে, সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরেও সৌভিক বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তারা বিভিন্ন জায়গায় সৌভিকের খোঁজ খবর শুরু করেন। শেষে স্কুলে যান পরিবারের সদস্যরা। সেখানে গিয়ে তারা স্কুলের তালা বন্ধ রয়েছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তার পাশেই সৌভিকের ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা। এরপরে পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয় যে স্কুলের আশেপাশে রয়েছে সৌভিক। সেই মতো তারা সৌভিকের খোঁজখবর শুরু করেন। শেষে স্কুলের কাছে পুকুর থেকে সৌভিকের দেহ উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনার জন্য শিক্ষকদের দায়ী করেন। তারা শিক্ষকদের আটকে রেখে মারধর করে বলে অভিযোগ। তাদের বক্তব্য পুকুরে স্নান করতে নামার পরও স্কুলের তরফে সৌভিকের কোনও খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি। একইসঙ্গে এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ এনেছেন পরিবারের সদস্যরা। কীভাবে পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল সৌভিকের সেই প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। তাছাড়া স্কুলে তার ব্যাগ ছিল অথচ কেউ খোঁজ খবর না নেওয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন তারা। এই ঘটনার পরেই দাসপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে সঠিক তদন্তের আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পুরো বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছে।

গ্রেফতার প্রতারক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ জমি দেখিয়ে প্রায় ৮৩ লক্ষ ৯২ হাজার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠলো শিলিগুড়ি খালপাড়ার পঙ্কজ কুমার গুপ্তা নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে এনজেপি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে ওই প্রতারককে। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি, নিজের বলে খালপাড়ার একটি প্রাইভেট কোম্পানির কাছ থেকে প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক পঙ্কজ কুমার গুপ্তা। দু'বছর পেরিয়ে গেলে জমি ও টাকা কিছুই ফেরত দেয়নি ওই ব্যক্তি। তার পরেই প্রশাসনের দারস্থ হন কোম্পানির কর্নধার বেলা আগরওয়াল। অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। জানাগেছে বিন্নাগুড়ি, মান্তাদারি এলাকার একাধিক জমি নিজের জমি বলে বিক্রির চেষ্টা করে প্রতারক পঙ্কজ কুমার গুপ্তা।

Office Of The Pradhan
Ghatbera Kerowa Gram Panchayat
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
Memo No:- 371/GKGP Date:- 12/09/2023
NOTICE INVITING e-TENDER:-03

Notice inviting e- Tender No-03/2023-24 / G.K.G.P. Date:-12/09/2023 Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities e-Tender For 08(EIGHT) Nos. Scheme Under 15th F.C in protal **www.wbtenders.gov.in.** Date of Publishing of NIT Documents (Online) **13/09/2023.** Starting Date of Downloading of Documents (Online) **13/09/2023 10.00AM.** Last Date of Downloading of Documents (Online) **19/09/2023 upto 4.00 PM.** Starting Date of Submission of Bid (Online) **13/09/2023.** Last Date of Submission of Bid (Online) **1909/2023 upto 4.00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online) **22/09/2023 after 11.00 AM.**
Sd/-Pradhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

Office Of The Pradhan
Ghatbera Kerowa Gram Panchayat
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
Memo No:- 351/GKGP Date:- 01/09/2023
NOTICE INVITING e-TENDER:-19(3RD CALL)

Notice inviting e- Tender No-19/2023-24 / G.K.G.P. Date:-01/09/2023 Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities e-Tender For 6(SIX) Nos. Scheme Under 14th F.C in protal **www.wbtenders.gov.in.** Date of Publishing of NIT Documents (Online) **04/09/2023.** Starting Date of Downloading of Documents (Online) **04/09/2023 10.00AM.** Last Date of Downloading of Documents (Online) **13/09/2023 upto 4.00 PM.** Starting Date of Submission of Bid (Online) **04/09/2023.** Last Date of Submission of Bid (Online) **13/09/2023 upto 4.00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online) **18/09/2023 after 11.00 AM.**
Sd/-Pradhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

Office Of The Pradhan
Ghatbera Kerowa Gram Panchayat
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
Memo No:- 353/GKGP Date:- 01/09/2023
NOTICE INVITING e-TENDER:-01

Notice inviting e- Tender No-01/2023-24 / G.K.G.P. Date:-01/09/2023 Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities e-Tender For 04(FOUR) Nos. Scheme Under 15th F.C in protal **www.wbtenders.gov.in .** Date of Publishing of NIT Documents (Online) **05/09/2023.** Starting Date of Downloading of Documents (Online) **05/09/2023 10.00AM.** Last Date of Downloading of Documents (Online) **15/09/2023 upto 4.00 PM.** Starting Date of Submission of Bid (Online) **05/09/2023.** Last Date of Submission of Bid (Online) **15/09/2023 upto 4.00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online) **18/09/2023 after 11.00 AM.**
Sd/-Pradhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

Office Of The Pradhan
Ghatbera Kerowa Gram Panchayat
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
Memo No:- 352/GKGP Date:- 01/09/2023
NOTICE INVITING e-TENDER:-20 (3RD CALL)

Notice inviting e- Tender No-20/2023-24 / G.K.G.P. Date:-01/09/2023 Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities e-Tender For 10(TEN) Nos. Scheme Under 14th F.C in protal **www.wbtenders.gov.in.** Date of Publishing of NIT Documents (Online) **04/09/2023.** Starting Date of Downloading of Documents (Online) **04/09/2023 10.00AM.** Last Date of Downloading of Documents (Online) **13/09/2023 upto 4.00 PM.** Starting Date of Submission of Bid (Online) **04/09/2023.** Last Date of Submission of Bid (Online) **13/09/2023 upto 4.00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online) **18/09/2023 after 11.00 AM.**
Sd/-Pradhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

বিএসএফের অত্যাচারে পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বিএসএফ সীমান্ত এলাকার মানুষদের উপর অত্যাচার করে এই অভিযোগ বারংবার করেছে রাজ্যের শাসক দল। এবার একই অভিযোগ তুলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মেখলিগঞ্জ-ধাপড়া রাজ্য সড়কের কাংড়াতলি গ্রামে অবরোধে শামিল হলেন বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিমা রায়, উপপ্রধান ধরেন্দ্র নাথ রায় সহ পঞ্চায়েতের সদস্যরা। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। জানা গেছে, মেখলিগঞ্জ ব্লকের ডাঙ্গারহাটের এক গৃহবধূ বিয়েতে দান হিসাবে পেয়েছিলেন দুটি বাছুর। বাছুর দুটি আনার জন্য প্রধানের সার্টিফিকেট নিয়ে সেখান থেকে টোটোতে করে ফিরছিলেন তিনি। ঠিক সেই সময় কুচলিবাড়ির অর্জুন ক্যাম্পে তাঁকে আটকে দেয় বিএসএফ। দুই ঘন্টা আটকে রাখার পর ওই গৃহবধূ স্থানীয় প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিদের ঘটনার কথা জানান। তারপর প্রধান, উপপ্রধান সহ জনপ্রতিনিধি গিয়ে ওই গৃহবধূ ও বাছুর দুটিকে ছেড়ে দিতে বলেন বিএসএফ আধিকারিকদের। কিন্তু সেইসময় কর্তব্যরত বিএসএফের এক আধিকারিক জনপ্রতিনিধিদেরর হেনস্থা করেন। এমনকি গুলি করে মেরে ফেলার হুমকিও দেন। এরই প্রতিবাদে বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ বৃহস্পতিবার সকাল ন'টা থেকে কাংড়াতলিতে অবরোধ শুরু করেন। প্রায় তিন ঘন্টা অবরোধ চলার পর বিডিও ও পুলিশ-প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা। অন্যদিকে পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, গ্রামে এখনও বিয়েতে গরু বা বাছুর দান করার রীতির প্রচলন রয়েছে। কিন্তু সেই দানের গরু নিয়ে যেতে বাধা দিচ্ছে বিএসএফ। তাই তাঁরা বিডিওর লিখিত চান, যাতে ভবিষ্যতে এই সমস্যায় তদের পড়তে না হয়। অন্যদিকে উপপ্রধান বলেন, আগের বোর্ডে দলে দলে গরু যেত এই রাস্তা দিয়ে। সেই গরু পাচার হত। পুলিশ ও বিএসএফ জানার পরও চুপ করে থাকতেন। আর এখন কেউ দানের গরু বা দুধ খাওয়ার জন্য গাভি নিয়ে যেতে পারছে না। অথচ রাতের বেলায় গরু পাচার হচ্ছে। পাশাপাশি এক অবরোধকারী বলেন, মাঝেমধ্যেই গাড়ি বোঝাই করে গরু নিয়ে যায় পুলিশ। অথচ সাধারন মানুষ গরু নিয়ে যেতে পারবে না। এপ্রসঙ্গে বিডিওর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। তার বক্তব্য, খোঁজ নিয়ে দেখছি। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক বিএসএফ আধিকারিক জানান, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই সীদ্ধান্ত হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের আধিকারিকদের লিখিত অনুমতি ছাড়াই সীমান্ত এলাকা দিয়ে গরু সহ বেশ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হবে। সেই মত আটকানো হয়েছে। বিডিও লিখিত অনুমতি পত্র দিলেই গাভি দুটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Civil), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/113/042/23-24/R
Name of the work: **Maintenance of C.C. road at Dinesh Nagar from H/o Subra Adda to H/o Sankar Roy at in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **2,83,259.89.** Earnest money: ₹ **5,665.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/113/041/23-24/R
Name of the work: **Maintenance of C.C. road at 25 Bansdroni New Govt. Colony in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **1,93,273.80.** Earnest money: ₹ **3,900.00.** Period of completion: **21 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/113/049/23-24/R
Name of the work: **Maintenance of C.C. road at 104 Kalitola Park South in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **1,43,448.91.** Earnest money: ₹ **2,900.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **25.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The tender will be opened on: **27.09.2023 (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/33/11/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Renovation of Bustee sanitary latrine at 4 Rammohan Mullick Garden Lane and different location in Ward No.-033.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,18,496.00.** Earnest money: ₹ **4,400.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/29/B8/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Improvement of Bustee passage at 15/3 to 15/4 Patuapara Lane, 86/H/2 N.N. Road and other places in Ward No.-29.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,25,098.00.** Earnest money: ₹ **2,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/032/13/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Painting of railing along C.I.T. Road from Kankurgachi Crossing to Bidhannagar Road Station and surrounding area in Ward No.-032.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,15,618.00.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **22.09.2023 upto 12 noon (For Sl. No. 1 & 3) and 23.09.2023 upto 12 noon (For Sl. No. 2).** Date and time of opening of bid: **25.09.2023 after 12 noon (For Sl. No. 1 & 2) and 26.09.2023 after 12 noon (For Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/18/2023-2024
Name of the work: **Restoration of passage (disturb due to laying of sewer line) at 85, Baithakkhana Road in Ward No.-37.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,13,904.71.** Earnest money: ₹ **5,000.00.**Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/18/2023-2024/BUSTEE
Name of the work: **Development of Bustee passage at 48, 50 Zakaria Street in Ward No.-44.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,97,475.99.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **30.09.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of tender: **03.10.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **19.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/16/2023-2024
Name of the work: **Development of footpath at 27, Surya Sen Street to 22, Surya Sen Street in Ward No.-040 under BR-V.** Estimated cost: ₹ **4,69,114.16.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 - 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **26.09.2023 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (5 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/039/2023-2024/R
Name of the work: **Supplying & spreading of silver sand at different location during Festival under BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,98,430.29.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/042/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing of bituminus road at Panchpara Road, Jugi Para Lane, Marry Road N/H/No. Y-469, T-303, T-383 etc. for different Festival in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,88,046.54.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **30.09.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Date of opening of tender: **03.10.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **19.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/128/015/23-24/LQ (1st Call)
Name of the work: **Demolition of existing dilapidated old labour quarter at Dr. A. K. Paul Road in Ward No.-128, BR-XIV.** Work value: ₹ **3,54,230.14.** Earnest money: ₹ **7,100.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **23.09.2023 (Up to 11 a.m.).** Tender will be opened on: **26.09.2023 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (From 5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/123/019/23-24
Name of the work: **Supplying and spreading of silver sand at different location of Ward No.-123 and 144.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,95,233.58.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/021/23-24
Name of the work: **Restoration of cement concrete road at Middirchak near house of Sitanath Mal in Ward No.-142.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,94,682.80.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **25.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/22/23-24/R
Name of the work: **Improvement of passage near 43D C. N. Roy Road and surroundings in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,94,834.98.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/21/23-24/R
Name of the work: **Improvement of passage near 47Z, G. J. Khan Road, Chowbagha Road and surroundings in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,97,755.26.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/20/23-24/R
Name of the work: **Supplying, fitting & fixing of C.P., G.P. and M.H. cover at different places in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,99,797.19.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/20/23-24/R
Name of the work: **Desilting of catch pit, pit and gully pits at Palm Avenue, C. K. Lane, Tiljala Masjid Bari Lane and its surrounding area in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,900.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/22/23-24/D
Name of the work: **Restoration of passage at 8, 10, Kustia Road, 61, Tiljala Masjid Bari Lane, 11, Tiljala Shibtala Lane and its surrounding area in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,67,912.61.** Earnest money: ₹ **5,400.00.** Period of completion: **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/18/23-24 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of broken asbestor sheets on the roof and other ancillary works of Park-O-Mat at Rowdon Street in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,00,004.44.** Earnest money: ₹ **8,050.00.** Period of completion: **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/11/23-24/B
Name of the work: **Repairing of Bustee sanitary latrine at Collin Street, Collin Lane Bustee and its surrounding area in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,98,834.32.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 7).** Tender will be opened on: **25.09.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **14.09.2023 (6.55 p.m.) (For Sl. No. 1 to 7).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/13/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of paver block & I.P.S. footpaths near 10, 40A S.R. Das Road, 22, 36 Lake Road etc. in Ward No.-087 disturbed by CESC & Natural Wear and Tear.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,57,468.58.** Earnest money: ₹ **9,200.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **26.09.2023 - 12 noon.** Date of opening of tender: **30.09.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(731/23-24)

পুজোয় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মুসকিল আসান, চালু হচ্ছে ইমার্জেন্সি নম্বর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ কিছুদিন আগেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাঝেমধ্যেই ঘণ্টাখানেকের জন্য বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছিল। ভ্যাপসা গরমে প্রবলে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন মানুষজন। সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে। এবার সামনে পুজো। জমজমাট পুজোর আনন্দে বিদ্যুৎ বিভ্রাট যাতে কোনোভাবেই বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল প্রশাসনিক স্তরে। আসন্ন দুর্গোৎসবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য বিদ্যুৎ দফতর। চালু হচ্ছে ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন। মাসখানেক পরেই পুজো। তার প্রায় ২১ দিন পর কালীপুজো ও দীপাবলি। আগেই WBSEDCL, DVC, CESC, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেল, কোল ইন্ডিয়া সহ ১৭ টি সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে সম্প্রতি বৈঠকে বসেন বিদ্যুমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আসন্ন দুর্গোৎসবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখতে আলোচনায় জোর দেওয়া হয়, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কয়লা সরবরাহ, বিদ্যুৎ সংবহন ও বণ্টন ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা সহ বিভিন্ন বিষয়ে। পুজোর মরসুমে কোথাও কোনও রকম সমস্যা দেখা দিলে, যাতে সাধারণ মানুষ থেকে পুজোর উদ্যোক্তারা সংশ্লিষ্ট জায়গায় জানাতে পারেন, তার জন্য খোলা হয়েছে বেশ কয়েকটি হেল্পলাইন। জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত চালু থাকা কন্ট্রোলরুমের নম্বরগুলি হল - ৯৮০০৭৯১৫৫০৩ ও ৯৮০০৭৯৩৫০৪। অন্যদিকে, পুজো কমিটির জন্য দুটি স্পেশাল নম্বর ২৪ / ৭ স্পেশাল নম্বর চালু করে দেওয়া হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই। এগুলি হল ৯৮৩১০৭৯৬৬৬ ও ৯৮৩১০৮৩৭০০। অতএব, এবার শুধুই প্রস্তুতি ও তোড়জোড়। বিভ্রাট হলে পাশে আছে রাজ্য বিদ্যুৎ দফতর।

৩টি প্রধান সেতু পুনর্বাসন করেছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ব্রিজ পুনর্বাসন হল রেলওয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ যাতে ট্রেনগুলিকে সম্পূর্ণ সেকশনের ক্ষমতা সম্পন্ন করা যায়। পূর্ব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সবসময় ব্যস্ত থাকে কারণ এই রেলওয়ে গড়ে প্রতিদিন ১৩১৯ টি ট্রেন চালায়। এই ট্রেনগুলিকে মসৃণভাবে চালানোর জন্য বিভিন্ন রুটে সেতুগুলির পুনর্বাসন এবং মেরামত সহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের করা প্রয়োজন। এই বছর পূর্ব রেলওয়ে ইতিমধ্যে তিনটি প্রধান সেতুর পুনর্বাসন সম্পন্ন করেছে-১. মালদা বিভাগের ভাগলপুর-কিউল সেকশনে মেজর ব্রিজ নং ১৬৪-এর রেজিয়ারিং কাজ। ২. আরসিসি (রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট) হাওড়া বিভাগের কাটোয়া-আহমেদপুর সেকশনে ১৬৭ নম্বর গুরুত্বপূর্ণ সেতুর জ্যাকেটিং কাজ। ৩. শিয়ালদহ বিভাগের শিয়ালদহ-নৈহাটি বিভাগে মেজর ব্রিজ নং ১৬ ক এর ক্রস গার্ডার এবং রেল বেয়ারার প্রতিস্থাপন। এছাড়াও, অন্যান্য ছোট সেতু রয়েছে যেগুলি পূর্ব রেলওয়ে নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই সেতুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসনের কাজগুলি অবশ্যই বিভিন্ন বিভাগে ট্রেনগুলিকে মসৃণভাবে পরিচালনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সাবওয়ে নির্মাণের জন্য কোটি টাকা মঞ্জুর

বালাসোর, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ২১ জুন বালাসোর পরিদর্শন করেছিলেন। সেখানে তিনি গ্রামবাসীদের সাথে দেখা করেছিলেন যাদের নিধিপান্ডা সেতুর কাছে একটি পাতাল রেল নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিনের দাবি ছিল (ব্রি. নং ২৫১)। রেলমন্ত্রী স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের আশ্বাস দেন। রেলমন্ত্রীর 'ডিজাইনিং টিম' অবিলম্বে সাবওয়ের জন্য নকশা প্রস্তুত করেছে যা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। বালাসোরের নিধিপান্ডা সেতুর কাছে সাবওয়ে নির্মাণের জন্য রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক ১৪.৭ কোটি টাকার একটি তহবিল মঞ্জুর করা হয়েছে।

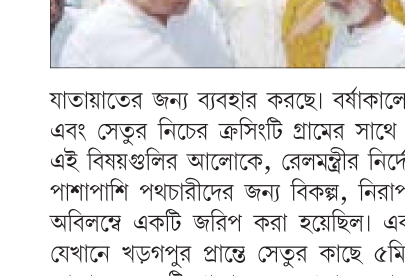

নিধিপান্ডা সেতু খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনের হলদিপাদা-বালাসোর সেকশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু। এই সেতুর একটি অংশ স্থানীয় লোকজন যানবাহন ও পথচারী উভয় ধরনের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করছে। বর্ষাকালে এলাকাটি জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সেতুর নিচের ক্রসিংটি গ্রামের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিষয়গুলির আলোকে, রেলমন্ত্রীর নির্দেশনার পর যানবাহন চলাচলের পাশাপাশি পথচারীদের জন্য বিকল্প, নিরাপদ ব্যবস্থার ব্যবস্থা করার জন্য অবিলম্বে একটি জরিপ করা হয়েছিল। একটি স্কিম প্রস্তুত করা হয়েছিল যেখানে খড়গপুর প্রান্তে সেতুর কাছে ৫মি. (চওড়া) এবং ৫মি. (লম্বা) আকারের একটি পাতাল রেল প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারী যানবাহনসহ সব ধরনের যান চলাচলের জন্য এই পাতাল রেল ব্যবহার করা হবে। নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে এবং স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ করবে। উপরন্তু, বর্ষাকালে এলাকাটি জলাবদ্ধতার প্রবণতার কথা মাথায় রেখে, ৪ মি. (চওড়া) এবং ২.৭মি. (লম্বা) এর মাত্রা বিশিষ্ট একটি দ্বিতীয় পাতাল রেলের প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্রিজের বেড লেভেল থেকে প্রায় ১.৬ মিটার উপরে এবং ভারী জল নিঃসরণের সময়েও একটি সর্ব-আবহাওয়া রাস্তা হিসাবে কাজ করবে। রেলমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণে, ১৪.৭ কোটি টাকার প্রকল্প এবং তহবিল অবিলম্বে অনুমোদিত হয়েছিল এবং কাজটিও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী ছত্তিশগড়ে ৬,৩৫০ কোটি টাকার রেল প্রকল্প দেশকে উৎসর্গ করলেন

মালিগাঁও, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ আজ ছত্তিশগড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় ৬,৩৫০ কোটি টাকা মূল্যের দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে প্রকল্প দেশের প্রতি উৎসর্গ করেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ছত্তিশগড় ইস্ট রেল প্রোজেক্ট ফেজ-১, চম্পা ও জামগার মধ্যে ৩য় রেল লাইন, পেন্দ্রা রোড থেকে অনুপপুর পর্যন্ত ৩য় রেল লাইন এবং তালাইপাল্লি কোল মাইন থেকে এনটিপিসি লারা সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন (এসটিপিএস) পর্যন্ত সংযোগকারী এমজিআর (মেরি-গো-রাউন্ড) সিস্টেম।

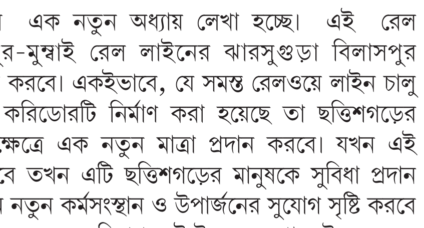

সমাবেশে উপস্থিত মানুষের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে আজ ছত্তিশগড়ের রেল নেটওয়ার্কের উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায় লেখা হচ্ছে। এই রেল নেটওয়ার্কটি বিলাসপুর-মুম্বাই রেল লাইনের ঝারসুগুড়া বিলাসপুর সেকশনের যানজট হ্রাস করবে। একইভাবে, যে সমস্ত রেলওয়ে লাইন চালু হয়েছে এবং যে রেল করিডোরটি নির্মাণ করা হয়েছে তা ছত্তিশগড়ের ঔদ্যোগিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা প্রদান করবে। যখন এই রুটের কাজ সম্পূর্ণ হবে তখন এটি ছত্তিশগড়ের মানুষকে সুবিধা প্রদান করার পাশাপাশি এখানে নতুন কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। ছত্তিশগড় ইস্ট রেল প্রোজেক্ট ফেজ-১ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের অধীনে তৈরি করা হচ্ছে, যা বহুমাত্রিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এর মধ্যে রয়েছে গারে-পেলমা পর্যন্ত একটি স্পার লাইন সহ খারসিয়া থেকে ধর্মজয়গড় পর্যন্ত ১২৪.৮ কিলোমিটার রেল লাইন এবং ছল, বারওউদ, দুর্গাপুর ও অন্যান্য কয়লা খনি সংযোগী ৩ টি ফিডার লাইন। ৩,০৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই রেলপথটি যাত্রীদের জন্য সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ বৈদ্যুতিক ব্রড গজ লেভেল ক্রসিং ও ফ্রি পার্ট ডাবল লাইন দিয়ে সজ্জিত। সেইসঙ্গে এটি ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে অবস্থিত মান্ড-রায়গড় কোলফিল্ড থেকে কয়লা পরিবহণের জন্য রেল সংযোগও প্রদান করবে। পেন্দ্রা রোড থেকে অনুপপুর পর্যন্ত তৃতীয় রেল লাইনটি ৫০ কিলোমিটার লম্বা এবং নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৫১৬ কোটি টাকা। প্রায় ৭৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত চম্পা ও জামগা রেল সেকশনের মধ্যে তৃতীয় লাইনটি ৯৮ কিলোমিটার লম্বা। নতুন এই রেলপথগুলি সংশ্লিষ্ট এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে এবং পর্যটন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত ৫ সন্দেহের তালিকায় ৭৭, লকডাউনের পথে কেরালা!

কেরালা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন মহামারির আশঙ্কায় কেরালা। রাজ্যে নিপা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যাটা মাত্র ৫ হলেও তাদের সংস্পর্শে এসেছেন ৭০৬ জন। এইসব মানুষজনই এখন ভাবাচ্ছে কেরালা সরকারকে। মঙ্গলবারই ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ওইসব মৃত্যুকে আনন্যাচারাল ডেথ বলা হলেও সন্দেহ বাড়ছে। কোঝিকোড়ে এক স্বাস্থ্যকর্মী নিপা-য় আক্রান্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বীণা জর্জ। রাজ্যে ইতিমধ্যেই বেশকিছু স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৬ গ্রামকে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পরিস্থিতি এমনই যে এখনই লকডাউনের আতঙ্কে ভুগছেন বহু মানুষ। রাজ্যের যে ৭০৬ জন নিপা ভাইরাসে আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেছেন বলে মনে করা হচ্ছে তাদের মধ্যে ৭৭ জন হাই রিস্ক ক্যাটিগোরিতে রয়েছেন। সন্দেহের তালিকায় রয়েছে ১৫৩ স্বাস্থ্যকর্মী। এদের মধ্যে ১৩ জন বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি। এদের মধ্যে মাথাধরার মতো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। সরকারের তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যাদের হাইরিস্ক পার্সন বলে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের ঘরে থাকাই ভালো। এদিকে, করোনার পর এরকম এক বিপদের মোকাবিলায় ১৯ সদস্য একটি কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। বাড়িতে যারা আইসোলেশনে রয়েছে তাদের দেখাভাল ও নজর রাখার জন্য ভলান্টিয়ার টিম তৈরি করা হয়েছে। এখন কেরালা সরকার কি ফের কোনও লকডাউন ঘোষণা করতে চলেছে? এরকমই এক আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। নিপা মোকাবিলায় একাধিক কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। কনটেইনমেন্ট জোন তৈরি করা, আইসোলেশনে রাখা থেকে কনট্যাক্ট ট্রেস করার চেষ্টা করছে সরকার। তবে লকডাউনে কোনও ঘোষণা রাজ্য সরাকারের তরফে ঘোষণা করা হয়নি। এই নিপা যদি ছড়াতে থাকে তাহলে লকডাউনের একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। রাজ্য সরকারে দাবি, রাজ্যে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা ৩। বুধবারই কোঝিকোড়ে এক রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রী বীণা জর্জ জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ৩ জনকে শরীরে নিপা ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। ৭০৬ জনের কনট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে ৭৭ জনকে হাইরিস্ক ক্যাটিগোরিতে রাখা হয়েছে। ১৫৩ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে রাখা হয়েছে লো-রিস্ক ক্যাটিগোরিতে।'

সুন্দরবনের মধু পাড়ি দিলো বিদেশের পথে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ সুন্দরবনের মধু এবার পাড়ি দিলো বিদেশের পথে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের হাতে

এবার উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হলো সুন্দরবনের মধু। সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জি-২০ সম্মেলন। আর এই সম্মেলনে যোগ দিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাষ্ট্রপ্রধানরা এসে হাজির হয়েছেন ভারতে। আর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের হাতে এবার উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হলো ভারতীয় স্বদেশী জিনিসপত্র। সেই উপহার তালিকায় রয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পের নিদর্শন ও দেশের সেরা কিছু প্রাকৃতিক পণ্য। কাশ্মীরের পশমিনা শাল, অন্ধ্রপ্রদেশের আরাকু ভ্যালির কফি, উত্তরপ্রদেশের জিগহরানা আতরের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের মধুও। রাষ্ট্রপ্রধানদের হাতে মধু তুলে দেওয়ায় উৎসাহিত হয়েছেন সুন্দরবনের মৌলেরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মধু সংগ্রহ করেন তাঁরা। গত কয়েক বছরে সেই মধু সংগ্রহ করে কয়েকটি যৌথ বন পরিচালন কমিটি মিলে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে মধুকে পরিশোধিত করে 'বনফুল' নাম দিয়ে বাজারজাত করার পদক্ষেপ করেছে বন দফতর। সেই 'বনফুল'ই উপহার পেলেন রাষ্ট্রপ্রধানেরা। আর এ ব্যাপারে বনফুল অ্যাগ্রো প্রোডাকশন কোম্পানির অন্যতম সদস্য দীপক মণ্ডল বলেন, এটি আমাদের কাজে বাড়তি উৎসাহ জোগাবে। আমাদের এই মধুর চাহিদা আরও বাড়বে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের ডিএফও মিলনকান্তি মণ্ডল বলেন, এটি সত্যিই সাফল্যের কাহিনি। আমরা গর্বিত। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একটি কো-অপারেটিভের মাধ্যমে উৎপন্ন বনফুল বিভিন্ন দেশের কাছে পৌঁছে গিয়েছে রাষ্ট্রপ্রধানদের মাধ্যমে। বেশ কয়েক দশক ধরে সুন্দরবনের মধু বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে। বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট পরিমাণের মধুও তৈরি করা হচ্ছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনের গর্ব এখন রয়েল বেঙ্গল টাইগার শুধু নয়। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পাশাপাশি এখন সুন্দরবনের মধুর খ্যাতি জগৎজোড়া। আর সুন্দরবনের মধুর চাহিদা আরও বাড়লে সুন্দরবনের মৌলেরাও কর্মসংস্থানের নতুন দিশা খুঁজে পাবে। বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

জলমগ্ন হাওড়া, পরিদর্শন করলেন পুর প্রশাসক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টিতে হাওড়া শহরের জলমগ্ন পরিস্থিতি সরেজমিন করতে বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার বেশ কিছু এলাকায় পরিদর্শনে যান হাওড়ার পুর প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী। তিনি এদিন বেলগাছিয়া, কে রোড, পঞ্চাননতলা, টিকিয়াপাড়া সহ বেশ কিছু এলাকা ঘুরে দেখেন পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন গত বছর বা তার আগের বছর ভারী বৃষ্টিতে যেভাবে জল জমেছিল এবারে তেমন কোনও জলজমার পরিস্থিতি নেই। বেলগাছিয়া পেট্রোল পাম্প এলাকায় গত বছর জলমগ্ন পরিস্থিতি ছিল। এবার সেটা নেই। তবে বেলগাছিয়া কে রোড এলাকায়.বেশ কিছু জায়গা জুড়ে অনেকটা বেশি জল জমে আছে। তার জন্য আমরা পুরসভার তরফ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেব এবং সেখানে একটা পরিকল্পনা করে কাজ হবে। আশা করছি বেলগাছিয়ার কে রোড এলাকায় আগামী বছর এই জলমগ্ন পরিস্থিতি আর থাকবে না। তবে পঞ্চাননতলার ভিতর কি পরিস্থিতি সেটা না দেখলেও পঞ্চাননতলার মুখ আমরা ঘুরে দেখেছি সেখানে জলমগ্ন পরিস্থিতি নেই। এছাড়া টিকিয়াপাড়া বাইপাসেও জলমগ্ন পরিস্থিতি এবার নেই। যেটুকু সমস্যা রয়েছে সেটা আমরা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করব। তিনি আরও বলেন, যে জায়গাগুলোতে জল জমে সেই জায়গাগুলো ঘুরে দেখলাম যেমন টিকিয়াপাড়ার কিছুটা অংশ, পঞ্চাননতলার মুখে

গিয়েছিলাম। বেলগাছিয়াতেও গিয়েছি। অধিকাংশ জায়গার মেন রোডে জল পাওয়া যায়নি। কিছু জায়গা যেমন বেলগাছিয়ার কে রোডে প্রচুর জল আছে। এখানে পরিকল্পনা করা হয়েছে এখানকার জল নামানোর জন্য ক্রস ড্রেন করা হবে। এই কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। তবে আগের তুলনায় এখানকার পরিস্থিতি অনেকটাই ভাল। যে জায়গায় সমস্যা আছে সেই জায়গার জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আগামী বছরে ওই জায়গায় এমন জল দাঁড়াবে না বলে আমরা আশাবাদী।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এ রাজ্যে বাইশ হাজার কোটি টাকার স্ক্যাম করেছে এই ব্যানার্জি পরিবার, বিস্ফোরক শুভেন্দু

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচী, যেখানে দেশের উল্লেখযোগ্য ও বিশেষ স্থান থেকে মাটি বা মৃত্তিকা সংগ্রহ করা হচ্ছে, এবং তা পাঠনো হবে দিল্লিতে। এই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নদীয়ার ফুলিয়ার কৃত্তিবাসে আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচীর আয়োজন করে বিজেপির, সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, ছিলেন রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, বিধায়ক পার্থ সারথী চ্যাটার্জি, সহ বিজেপির বিভিন্ন নেতৃত্ব ও অসংখ্য কর্মী সমর্থক। বৃহস্পতিবার বিকেল আনুমানিক চারটে উপস্থিত হয় শুভেন্দু অধিকারী, প্রথমেই তিনি বাংলায় রামায়ন রাচীতা কৃত্তিবাসের। মূর্তি সহ বিয়ে দেব দেবীর মূর্তিতে মাল্য দান, করেন, ও পরে যে বট বৃক্ষের নিচে বসে কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ন অনুবাদক করেছিলেন সেখান থেকে মাটি সংগ্রহ করেন ও তা বিধায়ক তথা নদীয়া দক্ষিন বিজেপি জেলা সভাপতি পার্থ চ্যাটার্জির হাতে তুলে দেন। সেখানেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী ওপেন বলেছেন এ রাজ্যে বাইশ হাজার কোটি টাকার স্ক্যাম করেছেন এই পরিবার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার ভাইপো সহ গোটা ব্যানার্জি পরিবার, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন নিয়োগ থেকে শুরু করে অধিক সম্পত্তি, সহ বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্ত ও পঞ্চায়েত নির্বাচন সবেতেই রাজ্যের জুডিশিয়াল বিভাগ চেষ্টা করেছে, কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশন, রাজ্য সরকার ও রাজ্যের প্রশাসনে সদিচ্ছার অভাবে তা ঠিক ঠাক হয়নি। পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী এদিন নারদা, মামলা নিয়েও সরাসরি অভিষেকের নাম নিয়ে বলেন সবটাই ভাইপো টাকা দিয়ে করিয়েছিল, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও একরাশ ক্ষোভ উগরে বলেন দেশের অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থানগুলোকে হেরিটেজ কমিশনের মাধ্যমে সেগুলো উন্নয়ন করে সেই সব স্থানের ঐতিহ্য ও গুরুত্ব সারা দেশে বিস্তারিত করা হয় কিন্তু এ রাজ্যে এইসব কিছুই হয় না। এই কৃত্তিবাসের এই জায়গাটিরও অনেক উন্নতি হতে পারতো, এই জায়গার ইতিহাস কেন দেশ জুড়ে ছড়াবে না, আমি শুনেছি এখানে একটি লাইব্রেরি আছে যেখানে আটটি ভাষায় লেখা রামায়ন গ্রন্থ সংগৃহীত আছে, কিন্তু আজ আমরা আসবো বলে সেটাও বন্ধ কটে রেখেছে এই পিসিমনির দল, এটা একান্তই নিম্নরুচী। কিন্তু এই স্থানের ইতিহাস মানুষ কেন জানতে পারবে না, এ ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন যাত্রা নিয়েও তিনি কটাক্ষ করে বলেন রাজ্য সরকারের টাকায় ঘুরতে গেছেন, জঙ্গল থেকে শিল্প আনতে গিয়েছেন উনি, আসলে ভাদ্র মাসে প্রচন্ড গরম এখানে, চারিদিকে বাড়ছে ডেঙ্গু তাই এ সময় কেন উনি রাজ্যে থাকবেন তাই বিদেশ যাত্রা।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু ব্যক্তির, সলপে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ের সলপে এক অভিজাত আবাসনের ভিতর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। বুধবার গভীর রাতে ওই ঘটনা ঘটে। এর জেরে আবাসনের গেটে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষ। পুলিশের সামনেও ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। অভিযোগ, শেখ মুন্না নামের এক গাড়ির চালক আবাসনে নিজের গাড়ি রেখে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি চার চাকার অ্যাপনির্ভর ক্যাব গাড়ি ধাক্কা মারে তাঁকে। আহত শেখ মুন্নাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, চোখের সামনে ঘটনা ঘটলেও সেখানকার নিরাপত্তা রক্ষীরা কোনও কিছুই করেননি। এটি নিছক কোনও দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে তা তদন্ত করে দেখার দাবিও তোলেন স্থানীয়রা। পুলিশ দুই নিরাপত্তা রক্ষীকে আটক করেছে। গোটা ঘটনা বন্দি হয়েছে সিসি ক্যামেরায়।

রাজ্যের সব জেলায় সবুজ বাজি বাজারের সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার আসন্ন উৎসবের মরসুমের আগে কলকাতার ধাঁচে রাজ্যের সব জেলায় পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি বাজার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্যে সব জেলার জেলাশাসকদের নির্দেশ পাঠিয়ে কোন এলাকার কোন মাঠে বাজি বাজার হবে, কতগুলি স্টল দেওয়া যেতে পারে, বাজারগুলি কতদিন চলবে তার বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। পাশাপাশি স্টলগুলি কিভাবে তৈরি করতে হবে জেলা প্রশাসনের কাছে সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই বাজারগুলিতে যারা স্টল দেবে তাদের অস্থায়ী লাইসেন্স নিতে হবে। জেলাশাসকদের সেই লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

নর্দমা থেকে উদ্ধার সদ্যোজাতর দেহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ নর্দমা থেকে উদ্ধার হল এক সদ্যোজাতর দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে দুটি বাড়ির মাঝখানের নালা থেকে ওই সদ্যোজাত শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থল বাগুইআটি থানার বিধাননগর পুরো নিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়ন পল্লী এলাকাতে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার এক বৃদ্ধা লক্ষ্য করেন তাঁর বাড়ির জল আটকে গিয়েছে। সেই সময় তিনি নালা পরিষ্কার করতে যান। গিয়ে দেখেন একটি শিশুর পা ভাসছে নর্দমায়। দ্রুত তিনি খবর দেন প্রতিবেশীদের। পাশাপাশি, খবর দেওয়া হয় বাগুইআটি থানাতে। এরপর পুলিশ এসে শিশুটির দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সদ্যোজাত শিশুকন্যা। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা এখনও জানতে পারা যায়নি। গোটা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার কাউন্সিলর ইন্দ্রনাথ বাগুই বলেন, আমরা সকাল ৭ টা নাগাদ খবর পেয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানাই। পুলিশ আসে। তারা উদ্ধার করে নিয়ে যায় সদ্যোজাতকে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সচেতনতা শিবির

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সচেতনতা নিয়ে এতো প্রচারের পরেও জনমানসে ছড়িয়ে পড়ছে, বিভিন্ন সময় বাঘের ভয়ের গুজব, শিক্ষিত মানুষের কাছে বন্যপ্রাণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য না থাকায়, তাদের মধ্যে একই ভাবে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। সম্প্রতি কালে জগৎবল্লভপুরে বাঘরোল দেখে বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ছিল গোটা এলাকা জুড়ে। তাই 'ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন ' এবং শোভারানী মেমোরিয়াল কলেজের নেচার ক্লাব 'প্রকৃতিবীক্ষণ ', জুলজি ডিপার্টমেন্ট এবং IQAC -র যৌথ উদ্যোগে, জগৎবল্লভপুর শোভারানি কলেজের ছাত্র ছাত্রী অধ্যাপক ও শিক্ষা কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই কর্মশালাতে উপস্থিত থেকে বিশিষ্ট বাঘরোল সংরক্ষক গবেষক তীয়াসা আঢ্য নিজে হাতে ছাত্রীদের হাতে কলমে শেখালেন বাঘরোল সংরক্ষণ করতে গেলে ক্যামেরা ট্রাপ কী ভাবে লাগাতে হয় । গোপনে কী ভাবে বন্যপ্রাণীদের মানসিকতা, গতিবিধি স্টাডি করা সম্ভব ক্যামেরা ট্রাপের মাধ্যমে । সেটা কেই অস্ত্র করে কী ভাবে এলাকার পড়শি বন্যপ্রাণীদের চেনা সম্ভব। সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো কলেজ পড়ুয়াদের। উপস্থিত ছিলেন মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাত মোকাবিলা নিয়ে কাজ করা 'ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন' এর শুভ্রদীপ ঘোষ। তিনি ছাত্রদের কাছে তুলে ধরেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কী ভাবে নিজের গ্রামে পাড়াতে মানুষের মধ্যে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা যায়, কী ভাবে বন্যপ্রাণীদের নিয়ে গুজব মোকাবিলা করা সম্ভব। নতুন এই সংরক্ষন পদ্ধতি ও কর্মশালা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। গবেষক তিয়াশা আঢ্য কে কাছে পেয়ে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকরা সবাই খুব আপ্লুত হন। জুলজি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপিকা প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা সংগীতা হাজরা বালিয়াল বলেন, 'এই বিশেষ কর্মশালা ছাত্র-ছাত্রীদের বন্যপ্রাণী বিশেষত বাঘরোল সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচিত হতে সহযোগিতা করবে এবং তারা ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার মানুষদের সচেতন করতে পারবে '। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ ড. কল্যাণ কুমার মন্ডল। প্রজেক্টেরের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয় বাঘরোল সম্পর্কিত আধুনিক তথ্য ।

মেট্রো রেলওয়ে'তে 'সরকারি ভাষা পাক্ষিক-২০২৩'-এর উদ্বোধন।

স্কুল ছুটি দিয়ে চলছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ বসিরহাট পৌর এলাকার ৯-১০ ও ১১ এই তিনটি ওয়ার্ডের দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চলছে বসিরহাটের পূর্ণচন্দ্র মজুমদার গার্লস হাই স্কুলে । স্কুলের একতলায় চলছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। এবং দোতালায় গেটে তালা দেওয়া এবং প্রতিটি ঘরেরই দরজা বন্ধ । যে কটা ঘর খোলা আছে তাতেও নেই কোন ছাত্র-ছাত্রী । দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আশা সুব্রত দাস নামে এক ব্যক্তির অভিযোগস্কুল বন্ধ রেখে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প করাটা ঠিক না, কিন্তু দুয়ারে সরকার ক্যাম্পেরও দরকার আছে তাই ছুটির দিনে এই ক্যাম্প হলে সবার পক্ষেই ভালো হতো। যদিও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিভূতি চ্যাটার্জী বলেন তিনটি ওয়ার্ড মিলে এই ক্যাম্প হচ্ছে, আমরা স্কুলের একটা অংশ নিয়ে ক্যাম্প করছি , কিন্তু স্কুল চালাতে গেলে তো পুরো স্কুলটা দরকার হয়। তাই সমস্যা হচ্ছে, অন্যসময় ছুটির দিনে হয় । কোথাও প্যান্ডেল করে এই বর্ষার সময় ক্যাম্প করা সম্ভব না । স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বর্ণালী সরকার জানান আমাকে হাই অথরিটি এ ডি আই অফিস থেকে পারমিশন দিয়েছে তাই হচ্ছে ।

QUEST CAPITAL MARKETS LIMITED
(Formerly known as BNK Capital Markets Limited)
CIN: L34202WB1986PLC040542
Regd. Office: Duncan House, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
Tel No: (033) 6625 1000/1500; TELEFAX: (033): 22306844;
E-mail: secretarial.qcml@rpsg.in; website: www.qcml.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS
(Transfer of shares to Investor Education and Protection Fund Authority)

NOTICE is hereby given to the Shareholders of Quest Capital Markets Limited ("the Company") that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit,Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended (hereinafter called 'the Rules'), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven (7) consecutive years or more, by any shareholder(s) shall be transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority.

The unpaid / unclaimed dividends have been transferred from time to time as per the applicable provisions of the Companies Act, 1956 and / or Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the Act) to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). Next due date for such transfer would be September 19, 2023 with regard to the Final dividend paid for the financial year ended March 31,2016.

The full details of such shareholders including their names, folio number or DP ID-Client ID and the number of share(s) due for transfer are also available on the website **https: www.qcml.in.** Shareholder(s) are requested to verify the details of their share(s) liable to be transferred to the IEPF Authority.

Notice is further given to all such shareholder(s) to forward the following requisite documents to the Registrars & Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s C B Management Services (P) Ltd., Unit- Quest Capital Markets Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata- 700019, Tel No. 033-4011-6700/6729/6742/6724/6725, Fax No.: 033-4011-6739, E-mail: **ranarc@cbmsl.co/nagd@cbmsl.com** latest by September,18, 2023 for claiming the unpaid dividend for the year ended March 31,2016 and onwards so that the shares are not transferred to IEPF:

i. Forms ISR 1 and ISR 2 (with original cancelled cheque bearing the name of the shareholder)
ii. Forms ISR-3, SH-13 or SH-14 (as applicable)

This Notice has already been sent to all such shareholders on the latest available address by registered post on June 05, 2023 as may be applicable whose shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules, requesting them to take needful action at the earliest.

The relevant forms can be downloaded from the website of the Company at **https://www.qcml.in/investors/investor-services.html** or our RTA at **http://www.cbmsl.com/services/details /sebi-download-forms**

Alternatively, the shareholders may submit digitally signed documents by uploading on the website of our RTA at **http://www.cbmsl.com/investor-parlour**

Shareholders can send the scanned copies of the above mentioned documents to the e-mail address of CB Management Services (P) Ltd as mentioned above. Hard copies can also be sent to aforementioned address of CB Management Services (P) Ltd.

In the event no communication is received from such Shareholders, the Company will be constrained to transfer the shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority in terms of the said Rules. The concerned shareholder(s), holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred may note that the Company would be issuing new share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority's DEMAT Account as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Shareholder(s) may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed adequate notice in respect of issue of the new Share Certificate(s) by the Company for transfer of physical shares to the IEPF Authority.

Shareholder(s) can claim back from the IEPF Authority the share(s) so transferred as well as unclaimed dividends and corporate benefits accruing on such shares, if any, by following the process prescribed in the Rules. No claim shall lie against the Company with respect to the unclaimed dividends and share(s) transferred to the IEPF pursuant to the Rules.

In case shareholder(s) have any query on the subject matter and the Rules, they may contact Company's Registrars & Share Transfer Agent, C B Management Services (P) Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019 [Phone: (033) 033-4011-6700/6729/6742/6724/6725; E-mail- **ranarc@cbmsl.co/nagd@cbmsl.com**]

For **Quest Capital Markets Limited**
Sd/-
Bhawna Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 14th September, 2023

Name Change
I, JHARNA DUTTA (old name) W/O ADWAITA JANA Presently residing at Paya (Sampurna), J.L. No-67, Paya, Digha, Purba Medinipur, Pin - 721428 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JHARNARANI JANA (DOB-17/10/1965), vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/09/2023. JHARNA DUTTA and JHARNARANI JANA both are same and one identical person.

Name Change
I, DHIREN MALLICK (old name) S/O LATE SURESH MALLICK Presently residing at SUBARNA PARK 1NO, PO-BIRATI, PS-AIRPORT, NORTH 24 PGS- 700051 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) DHIREN CHANDRA MALLICK, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/09/2023. DHIREN MALLICK and DHIREN CHANDRA MALLICK both are same and one identical person.

Name Change
I, KAMAL SETHI (wrong name) S/O Late Shanti Kumar Jain Presently residing at Ward No. 14, Dinhata-1, Koch Bihar (Coochbihar), Pin - 736135 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name KAMAL KUMAR JAIN, vide an affidavit sworn before The Ld. Metropolitan Magistrate 1st Class at Kolkata on 14/09/2023. KAMAL SETHI and KAMAL KUMAR JAIN both are same and one identical person.

Name Change
I, PRANATI KAYAL (old name) W/O Late Swapan Kayal Presently residing at 26/C, Yousuf Safui Road, PO & PS- Budge Budge, Kolkata-700137 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRONATI KAYAL, vide an affidavit sworn before The Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 11/09/2023. PRANATI KAYAL and PRONATI KAYAL both are same and one identical person.

Name Change
I, FARZANA BIBI (old name) W/O OMBOR ALI MOLLA Presently residing at Tamizuddin Mistri Lane, PS- Rabindra Nagar, Kolkata-700066 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FARZANA KHATOON, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/09/2023. FARZANA BIBI and FARZANA KHATOON both are same and one identical person.

Name Change
I, MAMONI TALUKDER alias MAMANI TALUKDER (SARKAR)(old name) W/O SANJOY TALUKDER Presently residing at Kamarthuba Nabapally, PS-Habra, N. 24. Pgs-743263 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) MAMANI TALUKDER, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/09/2023. MAMONI TALUKDER, MAMANI TALUKDER and MAMANI TALUKDER both are same and one identical person.

Name Change
I, OMBOR ALI (old name) S/O GOLAP NABI MOLLA Presently residing at Tamizuddin Mistri Lane, PS- Rabindra Nagar, Kolkata - 700066 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) OMBOR ALI MOLLA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/09/2023. OMBOR ALI and OMBOR ALI MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, KAUSHAMBI SANTRA (old name) W/O UTPAL SANTRA Presently residing at 356/1G/2, Netaji Subhash Chandra Bose Road, Kolkata-700047 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KAUSHAMBI CHAUDHURI (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/09/2023. KAUSHAMBI SANTRA and KAUSHAMBI CHAUDHURI both are same and one identical person.

মা তারার বিশেষ পূজা হল কৌষিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ রীতি মেনে বৃহস্পতিবার ভোরে মায়ের মহা স্নান হয়। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ মায়ের ভোগের জন্য মন্দির বন্ধ হয়। বেলা বারোটায় মায়ের ভোগ হয়। মায়ের ভোগের পর পাঁচটা পর্যন্ত পুজো পাঁচ রকম ফল, মিষ্টি ও সুজির ভোগ দিয়ে হয়। তারপর আরতির জন্য বন্ধ হয়। আরতির পর মন্দির খোলে, তারপর ফের পুজো শুরু হবে। রাত বারোটা নাগাদ মাকে এদিন মহাস্নানের পর মাকে রাজ বেশে সাজানো হয়। এই সময় মায়ের আদি শিলা মূর্তি বের করে তাতেই ভোর তিনটা পর্যন্ত চলে মায়ের পুজো। সাড়ে তিনটায় মন্দির বন্ধ হয়। মাকে পঞ্চব্যাঞ্জন, মাছ, বলির মাংস ও কারণ বারি দিয়ে বিশেষ পূজা হয়। তারপর গঙ্গা জলে স্নান করিয়ে বিশেষ সাজে সাজিয়ে আরতি করে ভক্তদের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হয়। কৌষিকী অমাবস্যা শুরু হয় বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.৩১ মিনিটে। এই অমাবস্যা থাকছে ১৫ সেপ্টেম্বর ভোর ৬. ৩০ মিনিট পর্যন্ত। অর্থাৎ বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে ২৭ ভাদ্র থেকে ২৮ ভাদ্র সকাল পর্যন্ত এই কৌষিকী অমাবস্যা থাকছে। কৌষিকী অমাবস্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়। কথিত আছে মহিষাসুর বধের পর শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন স্বর্গের দেবতারা। শেষে দেবতারা মহামায়ার তপস্যা শুরু করেন। সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী নিজ কোষ থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত করে এক পরমাসুন্দরী দেবী মূর্তিতে আবির্ভূত হন। নিজ কোষ শরীর থেকে বের হওয়ার জন্য তিনি হলেন কৌষিকী। কৌষিকী দেবী আবার তারা ও কালীতে রূপান্তরিত হন। আবার শোনা যায় কৌষিকী অমাবস্যার দিন তারাপীঠ মহাশ্মশানের শ্বেতশিমূল বৃক্ষের তলায় সাধক বামাক্ষ্যাপা সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ফলে ওই দিন মা তারার পুজো দিলে এবং দ্বারকা নদীতে স্নান পুন্যলাভ হয় এবং কুম্ভস্নান করা হয়। এই বিশ্বাসে আজও ভারতবর্ষের বভিন্ন প্রান্তের মানুষ ওই দিনটিতে তারাপীঠে ছুটে আসেন। এবারও লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। উর্দিধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকের পুলিশও রাখা হয়। বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে মন্দির চত্বর ঘিরে রাখা হয়। আছে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। মনসুবা মোড় থেকে যান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়। মন্দির চত্বরে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করা হয়। মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য আছে মহিলা পুলিশ টিম। এদিন বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ এবং তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের সহ সভাপতি সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে তদারকি করতে দেখা যায় তারাপীঠে।

উচ্ছেদ অভিযান

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে বৃহস্পতিবার রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে দুর্গাপুরের একাংশ। সিআইএসএফের বিরুদ্ধে লাঠি চালানোর অভিযোগ ওঠে। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা এলাকায় দেখা দেয়। জুলাই মাসের শেষে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট বা ডিএসপি) তাদের জমিতে থাকা দখলদারদের উচ্ছেদের নোটিস জারি করে। তার পর থেকেই দাবি উঠতে থাকে পুনর্বাসনের। বৃহস্পতিবার সকালে ডিএসপি তামলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সীমানা প্রাচীর দেওয়ার আগে ভূমিপুজোর আয়োজন করে। সেই উপলক্ষ্যে সংস্থার কর্মীরা এলাকায় প্রবেশ করতেই উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবি তোলোন। এর পরই সিআইএসএফের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। বচসা গড়ায় ধস্তাধস্তিতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, লাঠির ঘায়ে বেশ কয়েক জন রক্তাক্ত হয়েছেন। এর প্রতিবাদে গাছের গুড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ করেন বাসিন্দারা। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। কাঁকসা পুলিশের এসিপি সুমন জয়সওয়াল বলেন, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে ডিএসপি কাউকে না জানিয়ে ভূমিপূজো করতে এসে ঠিক করেনি।

JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Fusrabaid, Dist – Purulia(W.B.), Pin:-723126
Notice Inviting e-Tender No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-II GP/NIT(e)-03/2023-24

E-Tender is invited by the Pradhan, Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat, Para Development Block, Dist: Purulia for the 9(Nine) Nos. different works. Work completion period: 25 Days. Last date of submission of Bid (online) **23.09.2023 up to 5.00 PM.** Opening of Bid (online) **26.09.2023 12.00 Noon.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

শহীদ স্মৃতি স্মরণ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ২০১০ সালে তৎকালীন সিপিএম আশ্রিত দুস্কৃতিদের হাতে নৃশংস ভাবে খুন হয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী পাঁচুগোপাল রুইদাস, উত্তম ভুল ও ইসহাক মল্লিক। যার প্রতিবাদে জামালপুর এসেছিলেন তৎকালীন বিরোধী তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার অমরপুরে এই তিনজন শহীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি তথা তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত অতিথিরা শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাধিপতি ও ব্লক সভাপতি। সেখানেই একটি সভার আয়োজন করা হয়। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রচুর মানুষ সেখানে সমবেত হন। শ্যামাপ্রসন্ন বাবু বলেন, সিপিএমের সন্ত্রাসে বহু তৃণমূল কর্মী শহীদ হয়েছেন। কিন্তু দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী তাদের ভোলেন নি। তিনি শহীদ পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে যান। বিধায়ক অলক কুমার মাঝি বলেন, শহীদের যে স্বপ্ন ছিল তাদের দেখা সেই স্বপ্নকেই এখন বাস্তবায়িত করতে হবে। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, সিপিএমের সেই সন্ত্রাস কখনো ভোলার নয় তাদের তিনজন কর্মী শহীদ হবার পর স্বয়ং মমতা ব্যানার্জী ছুটে এসেছিলেন জামালপুরে।

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ সতীর্থের

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৪ সেপ্টেম্বর ঃ আসানসোল পুরনিগমের একটি ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদকের বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠল। অভিযোগকারী ওই ওয়ার্ডেরই কাউন্সিলর। ঘটনাচক্রে, দু'জনেই শাসকদলের! আসানসোল পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক তথা কাজি নজরুল মুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সৈয়দ আলম কাদরির বিরুদ্ধে ওয়ার্ড শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কমিটির কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ম ভেঙে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ওই ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলর তথা কমিটির সভাপতি সিকে রেশমা। রেশমা জানান, আসানসোল রেলপাড় বাবুতলার এলাকার তৃণমূল নেতা কাদরির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাইমারি স্কুল ইন্সপেক্টর) সন্দীপ কোনরার কাছে এবং আসানসোল উত্তর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। রেশমার কথায়, আমি বিশ্বাস করে ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক কাদরি স্যারের কাছে ব্যাঙ্কের পাসবই এবং চেক বই জমা দিয়েছিলাম। যে টাকার অঙ্ক তিনি লিখে নিয়ে আসতেন, তা দেখে সই করে দিতাম। কিন্তু কাদরি স্যার পরে টাকার অঙ্কের আগে আর একটি সংখ্যা লিখে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়েছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আসানসোল উত্তর থানায় অভিযোগ করেছি।

Executive Officer
Chanditala-I
Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 09-PS/Ch1/2023-24 dt: 14/09/2023.** Last Date of Bid Submission : **03/10/2023, 11.00 Hrs.** Date of Opening : **05/10/2O23,11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Executive Officer
Chanditala-I
Panchayat Samity

Office of the Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti
P.O.- Rangadih, Dist.- Purulia , Pin – 723143

Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia the detailed in the table below:

Sl. No.	NIeT No.	Last date of Dropping
1	WB/EO/BLR/PS/NIET-16/2023-24 SL NO-01 to SL NO-06	22.09.2023 up to 6.55 pm

For more details go to website: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
CHAKDA, KOTLAL, PURULIA
NOTICE INVITING E-TENDER No.
WBPUR/EO/NIeT-11/23-24, Dated:- 14/09/2023

Sealed Tender is hereby invited through E-tendering from the bonafide, reliable, resourceful manufacturers. Documents download starting **from 14.09.2023 from 6.55 P.M up to 23.09.23 UPTO 1.00 PM.** Bid submission starting **from 14.09.2023 at 6.55 P.M up to 23.09.2023 UPTO 1.00 PM.** and Opening on **25.09.2023 AT 2.00PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Road Protecting wall with U.C Bullah Pilling in Ward No-14, Uplifting of Cement Concrete Floor and Boundary Wall in Ward No-03, Construction of Cement Concrete Road & Sidewall in Ward No-18, Construction of Road side Protection wall beside Durga Immersion Ghat in Ward No-19 and Laying of Pipe Line including supply of pipe & accessories in Ward No-01,02&07 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-116, 117, 118 & 119/2023-24 and WBMAD/DKM/CP/e-NIT-120/2023-24 (2nd call).** Bid submission closing date (online)-**25/09/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender.
Sd/-Chairperson
Dankuni Municipality

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

E-Tendering Notice No. WBPUR/EO/P-II/NIT(e)-03/2023-24. Last date of Bid Submission: **23/09/2023 up to 2.00 PM.** Date of Opening Of Bid: **26/09/2023 at 11.00 AM.** e-Tendering website : - **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.
Sd/- Executive Office
Purulia-II Panchayat Samiti

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) **pnb punjab national bank** (Govt. of India Undertaking) Oriental United

শস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের নিকট
পোস্ট ঃ বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪
ফোন নং. ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬,
ই-মেল ঃ cs8319@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময় (হার্ড কপি ও অনলাইনে) ঃ ২৬.০৯.২০২৩ (বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
ই-নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ২৭.০৯.২০২৩ (বেলা ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক এবং জামিনদারদের উদ্দেশ্যে যে নিম্ন বর্নিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া রয়েছে ঋণদাতাকে, সংগঠিত / শারিরীক / প্রতীকি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ব্যাঙ্ক / ঋণদাতার তরফে , যা বিক্রয় করা হবে ''**যেখানে যা আছে**'', ''**যা কিছু আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**'' নিম্ন সারণীতে বর্নিত তারিখে, বকেয়া পুণরুদ্ধার করতে ব্যাঙ্ক / ঋণদাতার তরফে উল্লেখিত গ্রাহক এবং জামিনদারদের কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং আয়ের মূল্য জমা করতে হবে উল্লেখিত সম্পত্তির ভিত্তিতে নিম্নেবর্নিত সারণীর উল্লেখ অনুসারে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে **www.mstcecommerce.com** লিংক প্রদান করা হয়েছে ওয়েব পোর্টালে (**https://www.ibapi.in**)। জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা অনুমোদিত ব্যক্তি মারফৎ দরপত্র জমা করতে।

লট নং.	ক) অ্যাকাউন্ট নাম (গ্রাহক) গ্রাহকের ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধকদাতা / মালিকের নাম (দায়ের তালিকা)	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) দাবী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়ার পরিমান (সঙ্গে পরবর্তী সুদ, দাবী, ব্যয়, মূল্য পুণরুদ্ধার বকেয়া যদি থাকে) গ) অধিগ্রহণ তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি গ) দর বর্ধিত	ক) ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময় গ) নথিপত্র ও সম্পত্তি পরিদর্শন করার তারিখ
১	**ক) সুব্রত মুখার্জি** **অ্যাকা. নং. ১১৫২৩০৬৭০৮৫৯৩ (এইচএল)** পিতা-প্রয়াত নবকুমার মুখার্জি কালিকাপুর চন্দনপুর, রাধা নগর (রাজারহাট মেন রোডের কাছে) পোস্ট ও থানা-সোনারপুর, কলকাতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০। **খ) বেয়োন্তা শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে জমির মোট এলাকা ১ কাঠা ৫ ছটাক ৩৭ ব.ফু. যার এলআর দাগ নং. ৩১৮ এবং ৩৬৬, খতিয়ান নং. ৫৫৪, জেএল নং. ৯, মৌজা-হাতিশালা, থানা ভাঙড় (পুরানো), এবং কেএলসি (নতুন), রাজারহাট মেন রোডের ধারে এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-মানিক দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণ-মানিক দাসের সম্পত্তি, পূর্ব-৮ফুট চওড়া গলিপথ, পশ্চিম-দাগ নং. ৩৬৬ এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী সুব্রত মুখার্জি নামে,** যার বিক্রয় দলিল নং. ৩১৮৩ / ২০১৬ **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	**ক) ০১.০৭.২০২১** **খ) টাকা. ১২,৬২,২৩৫.১৭** **গ) ০৫.০৮.২০২২**	**ক) টাকা.** **২১,৮৮,০০০ /-** **খ) টাকা. ২,১৮,০০০ /-** **গ) টাকা. ১০,০০০ /-**	**ক) ২৭.০৯.২০২৩** **(১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ২৬.০৯.২০২৩** **(৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ২৫.০৯.২০২৩** **(৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
২	**ক) মে. ই.এম. এন্টারপ্রাইজ** **অ্যাকা. নং. ঃ ০৩০০২৫০৩০৮৮৬১ ও ০৩০০৩০০০৫২৪৯২** **মালিক ঃ মহ. ইলিয়াস মিস্ত্রি** পিতা-প্রয়াত গওহর আলি মিস্ত্রি, গ্রাম-গোবিন্দপুর, পোস্ট-দক্ষিণ গোবিন্দপুর, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪৫ **খ) বারুইপুর চৌধুরি বাজার শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং নির্মিত বাড়ি রয়েছে যার দাগ নং. ৭৬, খতিয়ান নং. ১১৭, জেএল নং. ৮১, এলাকা-৮.৫ ডেসিমেল, মৌজা-গোবিন্দপুর অধীন লাঙলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত রাস্তা, বারুইপুর বাইপাস নিকট (বারুইপুর হাইস্কুল) এবং **সম্পত্তি রয়েছে মহ. ইলিয়াস আলি মিস্ত্রি নামে,** রেজি. ডিড নং. ৫৮১৫/ ১৯৯২ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে- মুজিবর মিস্ত্রির সম্পত্তি, দক্ষিণ-বেগম মাসুম মিস্ত্রির সম্পত্তি, পূর্ব-১৮ ফুট রাস্তা, পশ্চিম-আরজিনা মিস্ত্রি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	**ক) ০৩.১২.২০১৯** **খ) টাকা. ৪৭,৮৫,৯৩৫.০৫** **গ) ০২.০৩.২০২০**	**ক) টাকা.** ৪৪,৩৬,০০০ /- **খ) টাকা. ৪,৪৩,৬০০ /-** **গ) টাকা. ১০,০০০ /-**	**ক) ২৭.০৯.২০২৩** **(১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ২৬.০৯.২০২৩** **(৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ২৫.০৯.২০২৩** **(৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
৩	**ক) শ্রী দুধকুমার ঢালি** **অ্যাকা. নং. ০৬২৪৩০৮৩১৪১৯৪ (টিএল) ও ০৬২৪৩০৮৩১৭৭৭৪৮ (টিএল)** পিতা-শ্রী নির্মল চন্দ্র ঢালি গ্রাম-কলাগেছিয়া, পোস্ট-সরিষা, থানা-ডায়মন্ড হারবার, পিন-৭৪৩ ৩৬৮ **খ) সরিষা শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে আরএস ও এলআর দাগ নং. ৪৬১৮, আরএস খতিয়ান নং. ৬৫৮, এলআর খতিয়ান নং. ৩২৯৩ অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং. ৮০১১, মৌজা, কামারপোল, জেএল নং. ৭৩, অধীন কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-পারুলিয়া কোস্টাল, এডিএসআরও- ডায়মন্ড হারবার, এলাকা- কম বা বেশি ০৪.৬৬ শতক বাস্তু জমি। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী দুধকুমার ঢালি নামে,** যার নথিবদ্ধ দলিল নং. ১-১৬০৯০৩৪১৫ সাল ২০১৭, তারিখ ০৯.০৮.২০১৭ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-০৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ-৫ ফুট চওড়া গ্রাম্য রাস্তা, পশ্চিম- দাগ নং. ৪৫৯৭ অধীন খালি জামি, পূর্ব- দাগ নং. ৪৫৯৬ অধীন খালি জমি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	**ক) ২০.১০.২০২২** **খ) টাকা. ১১,৯৮,৪৫০.১২** **গ) ৩১.০১.২০২৩**	**ক) টাকা.** ৪০,০৯,০০০ /- **খ) টাকা. ৪,০০,৯০০ /-** **গ) টাকা. ১০,০০০ /-**	**ক) ২৭.০৯.২০২৩** **(১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ২৬.০৯.২০২৩** **(৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ২৫.০৯.২০২৩** **(৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
৪	**ক) শ্রী পুলক কুমার মন্ডল** **অ্যাকাউন্ট নং ঃ ৬৯২৬০০৯৯০০০০০১০ ও ৬৯২৬০০এনসি০০০০০১২৫** পিতা-প্রয়াত সুফল চন্দ্র মন্ডল গ্রাম-ধানবেড়িয়া, ওয়ার্ড নং. ০৭, পোস্ট ও থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩১। **খ) ডায়মন্ড হারবার শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম স্থাবর সম্পত্তি (জমি এলাকা ০৩.৩৩ শতক) এবং নির্মিত বসবাসের বাড়ি, যার আরএস দাগ নং. ১০৯৪, এলআর দাগ নং. ১১৪৩, আরএস খতিয়ান নং. ১৫৫, জেএল নং. ১৪৩, তৌজি নং. ৩৭, মৌজা-ধানবেড়িয়া, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা, বটতলা চৌরাস্তা মোড় এবং ধানবেড়িয়া হাইস্কুলের মাঝে, ওয়ার্ড নং. ৭ , থানা-ডায়মন্ড হারবার, সম্পত্তি রয়েছে পুলক কুমার মন্ডল নামে, পিতা-প্রয়াত সুফল চন্দ্র মন্ডল, ভায়া বিক্রয় কোবলা নং. ৪৭০৬/ ১৫ এবং সম্পত্তির পরিসীমা ঃ উত্তরে-বনমালি ঘড়াইয়ের বাড়ি, দক্ষিণ-অনুপ হালদারের বাড়ি, পূর্ব-কৃষ্ণা হালদার, পশ্চিম-৬ ফুট চওড়া ইটের রাস্তা। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	**ক) ১৭.০৬.২০২১** **খ) টাকা. ১৩,৪০,৭৯৩.৩১ ও টাকা. ৭,১৯,৮৩৫.০০** **গ) ০৫.১০.২০২১**	**ক) টাকা.** ২৭,০০,০০০ /- **খ) টাকা. ২,৭০,০০০ /-** **গ) টাকা. ১০,০০০ /-**	**ক) ২৭.০৯.২০২৩** **(১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ২৬.০৯.২০২৩** **(৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ২৫.০৯.২০২৩** **(৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**
৫	**ক) শ্রী আব্দুল ওয়াহাব** **অ্যাকা. নং. ১২৫৪২১০০৩১১৫২** পিতা-প্রয়াত উনুচ আলি সেকলোন গ্রাম-উত্তর দেয়ারচক, পোস্ট-কুলেশ্বর, থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৫ **খ) শ্রীচন্দহাট শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বাড়ি অবস্থিত মৌজা-উত্তর দেয়ারচক, জেএল নং. ১৩১, আরএস খতিয়ান নং. ১২৭, এলআর খতিয়ান নং. ১১৩৪, হাল এলআর খতিয়ান নং. ১৭৪০, আরএস ও এলআর দাগ নং. ৭৪৫, জমির পরিমান ১০ ডেসিমেল (বাস্তু) ও কার্পেট এলাকা বাড়ির-গ্রাউন্ড ফ্লোর ৪৮০ ব.ফু. ও ১ম ফ্লেঞ্চর ৪৮০ ব.ফু. অধীন থানা ও এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির মালিক আব্দুল ওয়াহাব,** পিতা-প্রয়াত উনুচ আলি সেক, রেকর্ড বুক নং. ১, সিডি ভলি. নং. ৪, পাতা ৫০৯ থেকে ৫২০, বিক্রয় দলিল নং. ১-০১৮১৯ সাল ২০১০, তাং. ২৫.০৫.২০১০ ও বুক নং. ১, সিডি ভলি. নং. ৩, পাতা ৭৬৬৮ থেকে ৭৬৮২, বিক্রয় দলিল নং. ১-০২১৪০ সাল ২০১৩ তাং. ২৮.০৫.২০১৩, এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	**ক) ২০.০২.২০২০** **খ) টাকা. ৭,১৯,৬১৭.০০** **গ) ১৯.১২.২০২০**	**ক) টাকা. ৯,৩৬,০০০ /-** **খ) টাকা. ৯৩,৬০০ /-** **গ) টাকা. ১০,০০০ /-**	**ক) ২৭.০৯.২০২৩** **(১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা)** **খ) ২৬.০৯.২০২৩** **(৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)** **গ) ২৫.০৯.২০২৩** **(৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)**

-ঃ নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ-

বিক্রয় করা হবে শর্ত এবং নিয়মাবলী পালন করে যা প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ এবং উল্লেখিত আরও শর্ত মোতাবেকঃ-
১. সম্পত্তি বিক্রয় হবে ''**যেখানে যা আছে**'' এবং ''**সেখানে কি আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**'' ভিত্তিতে।
২. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত সারণীতে যা স্বীকৃত আধিকারিকের সর্বশেষ জানা তথ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৩. বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে-**https:// www.mstcecommerce.com**।
৪. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, দয়াকরে দেখুন-**www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in**।
৫. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী ই-নিলাম বিক্রয়ের জানতে দরপত্র জমা করার পূর্বে এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে তথ্য জানতে যোগাযোগের ব্যক্তি -**শ্রী দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং. ঃ ৯৫২৩৩২০২৬০।**
৬. সফল দরদাতা (যদি একটিমাত্র দর জমা পড়ে সেক্ষেত্রে একটি বর্ধিত দর রাশি প্রয়োজন থাকবে বিক্রয় সুনিশ্চিত হতে) জমা করতে হবে এফিডেভিট অনুমোদিত অধিকারিকের কাছে শারিরীক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র যাঁচাইয়ের জন্য (যদি প্রয়োজন থাকে)।
৭. সমস্ত বিধিসমস্তত বকেয়া / পরিচারক চার্জ / অন্যান্য বকেয়া সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান চার্জ, স্ট্যাম্প খরচ, কর, পরিবহণ খরচ, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে ক্রেতাকে।
৮. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী সারণীতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত যা সর্বশেষ তথ্যমতে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৯. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব থাকবে পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হতে নিজেদেরকে সম্পত্তির বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে দর জমার পূর্বে।
১০. নিলামের অর্থ প্রদানের জন্য করতে হবে ডিডি / নগদ / এনইএফটি / আরটিজিএস মাধ্যমে যার **অ্যাকাউন্ট নং. ঃ ০৩০০২০৩১৭১১৬০, আইএফএসসি নং. ঃ পিইউএনবি০০৩০০২০ পিএনবি-র, শাখা চৌধুরি বাজার, বারুইপুর, নাম-পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।**

১৫ দিনের বিধিসম্মত বিক্রয় নোটিস অধীন সারফেইশি আইন, ২০০২

তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- শ্রী দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

টেন্ডার নোটিস নং. ১৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৮-০৯-২০২৩ এর বাতিলকরণ

প্রশাসনিক কারণে টেন্ডার নোটিস নং. ১৯/ ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ ০৮-০৯-২০২৩ (টেন্ডার সংখ্যা. ৩২-এপি-II-২০২৩) টি বাতিল করা হয়েছে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের সেবায় সর্বদা"

E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Msd. Invites e-tender vide **NIeT No-MSD/KAN/GSK-II GP/03/2023-24 (Sl No. 1 to 8).** Last date of submission **23/09/23 up to 4.00 p.m.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

Office Of The Pradhan
Ghatbera Kerowa Gram Panchayat
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
Memo No:- 372/GKGP Date:- 12/09/2023
NOTICE INVITING e-TENDER-04

Notice inviting e- Tender No-04/2023-24 / G.K.G.P. Date:-12/09/2023 Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities e-Tender For 06(SIX) Nos. Scheme Under 15th F.C in protal **www.wbtenders.gov.in**. Date of Publishing of NIT Documents (Online) **13/09/2023.** Starting Date of Downloading of Documents (Online) **13/09/2023 10.00AM.** Last Date of Downloading of Documents (Online) **19/09/2023 upto 4.00 PM.** Starting Date of Submission of Bid (Online) **13/09/2023.** Last Date of Submission of Bid (Online) **19/09/2023 upto 4.00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online) **22/09/2023 after 11.00 AM.**
Sd/-Pradhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

Office Of The Pradhan
Ghatbera Kerowa Gram Panchayat
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
Memo No:- 355/GKGP Date:- 01/09/2023
NOTICE INVITING e-TENDER:-05 (2 ND CALL)

Notice inviting e- Tender No-05/2023-24 / G.K.G.P. Date:-01/09/2023 Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities e-Tender For 11(ELEVEN Nos. Scheme Under 14th F.C in protal **www.wbtenders.gov.in**. Date of Publishing of NIT Documents (Online) **05/09/2023.** Starting Date of Downloading of Documents (Online) **05/09/2023 10.00AM .** Last Date of Downloading of Documents (Online) **15/09/2023 upto 4.00 PM.** Starting Date of Submission of Bid (Online) **05/09/2023.** Last Date of Submission of Bid (Online) **15/09/2023 upto 4.00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online) **18/09/2023 after 11.00 AM.**
Sd/-Pradhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

Office Of The Pradhan
Ghatbera Kerowa Gram Panchayat
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
Memo No:- 370/GKGP Date:- 12/09/2023
NOTICE INVITING e-TENDER:-02

Notice inviting e- Tender No-02/2023-24 / G.K.G.P. Date:-12/09/2023 Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities e-Tender For 04(FOUR) Nos. Scheme Under 15th F.C in protal **www.wbtenders.gov.in.** Date of Publishing of NIT Documents (Online) **13/09/2023.** Starting Date of Downloading of Documents (Online) **13/09/2023 10.00AM.** Last Date of Downloading of Documents (Online) **19/09/2023 upto 4.00 PM.** Starting Date of Submission of Bid (Online) **13/09/2023.** Last Date of Submission of Bid (Online) **19/09/2023 upto 4.00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online) **22/09/2023 after 11.00 AM.**
Sd/-Pradhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

Office of the Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra, Bhalukbasa, Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NIeT 10 Memo 496/khal/2023
NIeT 11 Memo 497/khal/2023
NIeT 12 Memo 498/khal/2023

Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e-Tender of different schemes which are available in **www.wb.etenders.gov.in** website and Last date of submission **22/09/2023 (6.00 PM).**
Sd/- Pradhan
Khalagram Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট চালনার কাজে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ই-অকশন

নং ঃ কম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২২, তারিখ ১২.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, পিন-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। কাজের নাম ঃ হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ড চালনার জন্য চুক্তি সম্পাদন। অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে।

[illegible]

(HWH-248/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) **pnb punjab national bank** (Govt. of India Undertaking) Oriental United

(ধারা ৮(১))
অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড় নিকট, পোস্ট- বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১৪৪
টেলিফোন ঃ ০৩৩-২৪৩৩৫০৪৬, E-mail : cs8319@pnb.co.in

যেহেতু ঃ
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যার তারি উল্লেখ রয়েছে প্রতি অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে জানানো যায় গ্রাহকদের পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে।
যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা(৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ নিম্নে বর্নিত তারিখে।
গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।
গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় যে লেনদেন না করতে এই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে এই সম্পত্তির যার ওপর দাবী করতে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** বকেয়া রাশি সুদ সহ।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) গ্রাহকের নাম (সম্পত্তির মালিক)	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) অধিগ্রহণ তারিখ গ) বকেয়া রাশি দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখে
১.	**ক) ব্যানার্জি হাট শাখা** **খ) শ্রী রাজীব শর্মা এবং শ্রীমতি রঞ্জিতা শর্মা** **অ্যাকা. নং. ১৬৩৩০০০০৪৪৭৩** **গ) ১.শ্রী রাজীব শর্মা,** পিতা-যোগেন্দ্র প্রসাদ শর্মা **২. শ্রীমতি রঞ্জিতা শর্মা,** স্বামী-শ্রী রাজীব শর্মা উভয় ঠিকানা ঃ জগন্নাথপুর, পোস্ট-আশুতি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, থানা-মহেশতলা, কলকাতা-৭০০১৪১।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী একটি নিজ মালিকানাধীন বসবাসের ফ্ল্যাট নং. ২এ, সুপার বিল্ট এলাকা পরিমাপ ৭৮০ ব.ফু. দ্বিতীয় ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব দিকে অ্যাপার্টমেন্টের যা পরিচিত ''শুভলক্ষ্মী'' নামে জি প্লাস ৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিং সঙ্গে জমিতে মালিকানা রয়েছে যা অবস্থিত মৌজা-জোতশিবরামপুর, জেএল নং. ২৫, তৌজি নং. ৬৫, আর.এস. খতিয়ান নং. ১১২ ও এল.আর. খতিয়ান নং. ৮২, আর.এস. দাগ নং. ৭৩৪ ও এল.আর. দাগ নং. ৭৩৪ / ৮১১ ও মৌজা-পারুই, জেএল নং. ৩, তৌজি নং. ১৫২৩, আর.এস. খতিয়ান নং. ৯৫১, এল.আর. খতিয়ান নং. ৮৯৬, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং. ২৪৭৫, হোল্ডিং নং. এইচ৭-৩০ / নিউ, জোতশিবরামপুর রোড (পূর্ব), ওয়ার্ড নং. ১৪, মিলন তীর্থ ক্লাবের নিকট, থানা-মহেশতলা, পোস্ট-জোতশিবরামপুর, মহেশতলা পৌরসভা অন্তর্গত, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৪১, **যার পরিসীমা নিম্নোক্ত ঃ** উত্তরে-নরেশ চন্দ্র মন্ডলের বাড়ি, দক্ষিণ-প্রয়াত মনিমোহন মন্ডলের বাড়ি, পূর্ব-শ্রী তপন বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিম-জোতশিবরামপুর রোড।	**ক) ৩০.০৬.২০২৩** **খ) ১২.০৯.২০২৩** **গ) টাকা. ২০,২৮,৩৯১.০০** (কুড়ি লক্ষ আঠাশ হাজার তিনশত একানববই টাকা মাত্র)
২.	**ক) বজবজ শাখা** **খ) মে. বিএসবি এন্টারপ্রাইজ** **মালিক ঃ সেক. নাজির হোসেন** **অ্যাকা. নং. ০১২৮৩০০০২৯২৪৫ (টিএল)** **গ) ১. সেক. নাজির হোসেন,** পিতা-সেক. আনোয়ার আলি **২. সেক. আনোয়ার আলি,** পিতা সেক. কোরবান আলি উভয় ঠিকানা ঃ ২১/ ১ হাজি মহম্মদ মহসিন রোড, ওয়ার্ড নং. ১৯, বজবজ, কলকাতা-৭০০১৩৭।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির (জমি ও একতলা বাড়ি) যার পরিমাপ ৪ কাঠা, অবস্থিত রয়েছে মৌজা-ব্যানার্জিহাট, জেএল নং. ১৪, এল.আর. খতিয়ান নং. ১৪০, আর.এস. খতিয়ান নং. ২০৯, এল.আর. দাগ নং. ৩৯৩, হোল্ডিং নং. ২১ / ১ এইচ এম এম রোড, ওয়ার্ড নং. ১৯, বজবজ পৌরসভার অন্তর্গত, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৩৭। **সম্পত্তি রয়েছে সেক. আনোয়ার আলি নামে।**	**ক) ৩০.০৬.২০২৩** **খ) ১৩.০৯.২০২৩** **গ) টাকা. ৬,৬৭,২০৬.১২** (ছয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুইশত ছয় টাকা বারো পয়সা মাত্র)
৩.	**ক) আমতলা শাখা** **খ) মনোজ মন্ডল** **অ্যাকা. নং. ০১৩৬৩০০০৬৪৯১০ (টিএলপিএইচএল) ও ০১৩৬৩০০০৪৭৯০৪ (টিএলপিএইচএল)** **গ) ১.মনোজ মন্ডল** পিতা-প্রয়াত পুলিন চন্দ্র মন্ডল **২. অন্নপূর্না মন্ডল,** স্বামী-মনোজ মন্ডল আমতলা নতুন পল্লী, পোস্ট-কন্যানগর, আমতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প.ব., পিন-৭৪৩৩৯৮।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম বসবাসের বাড়ি যার পরিমাপ ৮.২৫ শতক, অবস্থিত রয়েছে গ্রাম-আমতলা (নতুন পল্লী), পোস্ট-কন্যানগর, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৫০৩, অবস্থিত রয়েছে মৌজা-আমতলা, তৌজি নং. ৩৯৫, জেএল নং. ৭৩, খতিয়ান নং. এল.আর. ১৮৭৬ ও আর.এস. ১০২৫, এল.আর. দাগ নং. ৫২৮, আর.এস. দাগ নং. ১১৫, অধীন চন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েত। **সম্পত্তির চারপাশের পরিসীমা ঃ** উত্তরে-গ্রাম্য রাস্তা (দলিল অনুসারে), দক্ষিণ-খালি জমি(দলিল অনুসারে), পূর্ব-খালি জমি(দলিল অনুসারে), পশ্চিম- পি. মন্ডলের সম্পত্তি (দলিল অনুসারে)।	**ক) ০৩.০৭.২০২৩** **খ) ১২.০৯.২০২৩** **গ) টাকা. ৭৬০,১৩৮.১৮** (সাত লক্ষ ষাট হাজার একশত আটত্রিশ টাকা আঠারো পয়সা মাত্র)

তারিখ ঃ ১৫.০৯.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে বাবরের ঘাড়ের কাছে শ্বাস ফেলছেন শুভমন

দুবাই, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ বাবর আজমের রাজত্ব কি গিলে খাবেন শুভমন গিল? এক ধাপ করে তিনি বেশ সেই পথেই এগিয়ে চলেছেন। এশিয়া কাপের মাঝে আইসিসি ওডিআই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে আইসিসি। তাতে ভারতের তরুণ ওপেনার শুভমন গিলের উন্নতি হয়েছে। কেরিয়ারের সেরা ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে পৌঁছেছেন শুভমন গিল। বর্তমানে ৭৫৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওডিআই ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের ২ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন গিল। পাক অধিনায়ক বাবর আজম অবশ্য শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর রাজত্ব যে টলমলে হওয়ার পথে তারই আভাস দিচ্ছেন শুভমন। গিল ছাড়া ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটারদের একাদশে আর কোন কোন ভারতীয়? চলতি এশিয়া কাপে ভারত এখনও অপরাজিত। ভারতের তরুণ ওপেনার শুভমন গিল এখনও অবধি এই মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে ২টি অর্ধশতরান করেছেন। মোট ১৫৪ রান করেছেন ডান-হাতি এই ব্যাটার। এই সুবাদে শুভমন গিল আইসিসি ব্যাটারদের ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন থেকে দুই নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন। এই তালিকার শীর্ষে থাকা বাবর আজমের অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৮৬৩। বাবরের থেকে শুভমন ধীরে ধীরে এই রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান কমাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু এখনও তাঁদের মধ্যে ১০৩ রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান রয়েছে। আইসিসি ওডিআই ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শুধু শুভমনের উন্নতি হয়েছে, তা নয়। ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলিরও এই তালিকায় উন্নতি হয়েছে। এর আগে আইসিসির প্রকাশিত ওডিআই ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরাট ও রোহিত ছিলেন দশম ও একাদশতম স্থানে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন বিরাট। রোহিতের ব্যাটে এশিয়া কাপে পরপর তিন ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি এসেছে। আপাতত ৭১৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ৮ নম্বরে বিরাট এবং ৭০৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে নয় নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন রোহিত। গত সাড়ে চার বছরের মধ্যে এই প্রথম বার ভারতের তিনজন ক্রিকেটার আইসিসি ওডিআই ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় প্রথম দশের মধ্যে রয়েছেন।

বাংলাদেশ ম্যাচের আগে সুখবর নেটে ফিরলেন শ্রেয়স

কলম্বো, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ যাঁর চোট ঘিরে আশঙ্কার শেষ নেই, সেই তিনি অবশেষে নেমে পড়লেন ট্রেনিংয়ে। পিঠের ব্যথার কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। শ্রীলঙ্কা ম্যাচেও তাঁকে একাদশের বাইরেই রাখতে হয়েছিল। সেই শ্রেয়স আইয়ার বৃহস্পতিবার নামলেন ট্রেনিংয়ে। কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের তত্ত্বাবধানে নেটে ব্যাটও করলেন তিনি। বিশ্বকাপের আগে শ্রেয়সের চোট থেকে বেরিয়ে আসা ভারতীয় টিমের কাছে স্বস্তির খবর। টানা তিন দিন ম্যাচ খেলার ক্লান্তি এক দিকে। অন্য দিকে এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে পড়েছে টিম। যে কারণে ভারতের একঝাঁক ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেওয়া হল বৃহস্পতিবার। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, জসপ্রীত বুমরারা কেউই ট্রেনিংয়ে নামলেন না। কাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচ ভারতের। আগের দুটো ম্যাচে সাকিব আল হাসানের টিম হেরে গিয়েছে। ফলে, রোহিতদের কাছে এই ম্যাচ নিয়মরক্ষার। প্রথম টিমে কিছু বদলও করা হতে পারে। বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে প্রথম সারির কয়েকজন ক্রিকেটার। বুধবার পুরো টিমকেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবারের অপশনাল ট্রেনিংয়ে রবীন্দ্র জাডেজা, সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মারা হাজির ছিলেন। তবে নজর ছিল শ্রেয়সের দিকেই। নেটে তাঁকে সাবলীলই দেখিয়েছে। ঘণ্টাখানেক ব্যাট করেছেন নেটে। কোচ রাহুলের কড়া নজর ছিল তাঁর উপর। এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে পড়ায় ভারতীয় টিমের মনোবল অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। বিশ্বকাপের আগে প্রথম সারির টিম নিয়ে ছন্দই খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন ক্যাপ্টেন রোহিত। ভারতের টপ অর্ডার চমৎকার ফর্মে। রোহিত, শুভমনরা ধারাবাহিক পারফর্ম করছেন। বিরাট সেঞ্চুরি পেয়েছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। চোট সারিয়ে ছ'মাস পর মাঠে ফিরে দুরন্ত পারফর্ম করেছেন লোকেশ রাহুলও। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর সেঞ্চুরি যেমন চিন্তামুক্ত করেছে, তেমনই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিনি আবার কিপিংও করেছেন। ফলে, ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে ব্যাটিং এবং কিপিং দ্বৈত ভূমিকায় তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে।

আইএসএলের প্রথম ডার্বি ঘিরে অনিশ্চয়তা, আরও বেশ কিছু ম্যাচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ আইএসএলের প্রথম ডার্বি ঘিরে অনিশ্চয়তা। শুধু তাই নয়, আরও বেশ কিছু ম্যাচ ঘিরেই জটিলতা। পুজোর মধ্যে যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের ম্যাচে পুলিশ দিতে পারবে না রাজ্য সরকার। উৎসবের মরসুমে পুলিশ দেওয়া সম্ভব নয়, তা দুই প্রধানকে জানিয়ে দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ফলে ওই সময়ে কলকাতা ডার্বি সহ তিনটে ম্যাচ হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা। কয়েকদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সূচি। কলকাতার দুই প্রধান খেলবে। পুজোর সময় কলকাতায় ম্যাচ রয়েছে। তেমনই মোহনবাগান খেলবে এএফসি কাপে। প্রাথমিক পর্বের ম্যাচ জিতে এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বের যোগ্যতা অর্জন করেছে মোহনবাগান। মরসুমের প্রথম ডার্বি হয়েছে ডুরান্ড কাপে। সেই ম্যাচ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে ফের ডার্বি হয়। সেখানে ১০ জনের মোহনবাগান হারিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গলকে। ডুরান্ড কাপে ১৭তম ট্রফি জেতে সবুজ মেরুন। দু-দলের লক্ষ্য এখন ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। মোহনবাগানের বাড়তি ফোকাস এএফসি কাপে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ যে কলকাতা ডার্বি ঘিরেই, নতুন নয়। এ মরসুমে এখনও অবধি স্কোরলাইন ১-১

হওয়ায় দুই প্রধানের সমর্থকরাই অপেক্ষায় আইএসএল ডার্বির। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে ২৮ অক্টোবর ডার্বিই অনিশ্চিত। কলকাতায় ২১ অক্টোবর (সপ্তমী) ইস্টবেঙ্গল বনাম গোয়া, ২৪ অক্টোবর মোহনবাগান-বসুন্ধরা (এএফসি কাপ) এবং ২৮ অক্টোবর (লক্ষ্মী পুজো)- ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান দুই প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে নিরাপত্তার ব্যাপারে পরিষ্কার করে দেওয়ায় এই তিনটি ম্যাচ নিয়েই জটিলতা তৈরি হয়েছে। পুজোর সময় রয়েছে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ম্যাচও। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ২৮ অক্টোবর অর্থাৎ লক্ষ্মী পুজোর দিন ম্যাচ রয়েছে। যদিও এই ম্যাচের জন্য আগে থেকেই বলা থাকায়, নিরাপত্তা নিয়ে কোনও জটিলতা নেই। আইএসএলের সূচি প্রকাশ তৈরি হয়েছে কিছুদিন আগেই।

ঘূর্ণি পিচ থাকলেই বিরাট-রোহিতরা নড়বড়ে গম্ভীর

কলম্বো, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে যেন একাই ভারতীয় টিমকে শেষ করে দিলেন ২০ বছরের এক তরুণ। এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে বাঁ হাতি স্পিনার দুনিত ওয়াল্লালাগে ১০ ওভার বল করে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ঝুলিতে কে নেই! রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি থেকে শুভমন গিল, লোকেশ রাহুল। ভারতের সব সেরা ব্যাটারদের একাই ফিরিয়ে দিয়েছেন ড্রেসিংরুমে। মাত্র ১৩টা ওয়ান ডে খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে দুনিত ম্যাজিক দেখালেন কী ভাবে? শ্রীলঙ্কান স্পিনারের সাফল্যের পাশাপাশি ভারতীয় ব্যাটারদের মানসিকতা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। মন্থর পিচ, ঘূর্ণি থাকলেই কি রোহিত-বিরাটদের সমস্যা হয়? এক প্রাক্তন ক্রিকেটার কিন্তু এ নিয়ে বিতর্ক তুলে দিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২১৩ রানে শেষ হয়ে গিয়েছে ভারত। যদিও ভারত ম্যাচটা জিতে এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে পড়েছে। কিন্তু তারকা ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে কথা উঠে যাচ্ছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া সেঞ্চুরি, জোড়া হাফসেঞ্চুরি করেছেন টপ অর্ডারের চার ব্যাটার। তাতেও সমালোচনা থামছে না। গৌতম গম্ভীরের মতো প্রাক্তন কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন ভুল। তাঁর কথায়, ''এটা যেন একটা ধারা হয়ে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ের ম্যাচটা মনে করে দেখুন।

অ্যাডাম জাম্পা, অ্যাস্টন অ্যাগরের মতো স্পিনারের বিরুদ্ধে ২৬০ তাড়া করতে নেমেছিল ভারত। চেন্নাইয়ের পিচে সেদিন স্পিন ধরছিল। যে পিচে স্পিন থাকে, আমাদের ব্যাটারদের ঝামেলায় পড়তে হয়। খেলাটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব কিনা, সেটাও বুঝতে পারি না।'' জাম্পা ওই ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। অ্যাগর নিয়েছিলেন ২ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে নেমে হেরে গিয়েছিল ভারত। গম্ভীরের কথায়, ''কলম্বোর এই উইকেটটা কিন্তু ৩৫০ রানের ছিল না। ২৭০ রানের ছিল। বল যখন ঘুরছে, তখন ব্যাটারদের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া দরকার ছিল। ৪০ ওভারে ১৬০-১৭০ রানে ৩ উইকেট হলে ঠিক ছিল। বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল কিন্তু বাজে আউট হয়েছে। বাকি তিনজন ফ্রন্ট ফুটেই বিট হয়েছে। রোহিত গতিতে পরাস্ত হয়েছে। গিল যে বলে আউট হয়েছে, সেটা সত্যিই অসাধারণ বল ছিল। অনেক ক্ষেত্রে যখন বল ঘোরে, বিশেষ করে বোলার যদি উইকেটের কাছ থেকে না করে ক্রিজের কোণ থেকে ডেলিভারি করে, তখন কিন্তু স্পিন বেশি হয়। খেলতে সমস্যাও হয়। সে ক্ষেত্রে ফ্রন্ট ফুটের বদলে ব্যাকফুটেও খেলা যেতে পারে। তখন তার পরও বলব, ভারতীয় ব্যাটারদের কাছ থেকে কিন্তু এর থেকে ভালো কিছুর প্রত্যাশা ছিল।'' বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৫ সেপ্টেম্বর ম্যাচ ভারতের। ওই ম্যাচেও কিন্তু আতসকাচের তলায় থাকবেন ভারতীয় ব্যাটাররা।

ভারতের কাছে উপ'হার' পেয়ে আপ্লুত পাকিস্তানের হেড কোচ!

কলম্বো, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। সুপার ফোরের ম্যাচ গড়ায় রিজার্ভ ডে-তে। ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এ বার অবশ্য একপেশে লড়াই দেখা গিয়েছে। ভারতীয় টপ অর্ডারের চার ব্যাটারই বিধ্বংসী ব্যাটিং করেছেন। দুই ওপেনার রোহিত ও শুভমন হাফসেঞ্চুরি করেন। এরপরই বিশাল জুটি বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলের। অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ২৩৮ রান যোগ করে তারা। বিরাট কোহলি কেরিয়ারের ৪৭তম ওডিআই সেঞ্চুরি করেন। লোকেশ রাহুল প্রত্যাবর্তনেই সেঞ্চুরি। ভারতের কাছে ২২৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারায় রাস্তা কঠিন হয় পাকিস্তানের। ভারতের কাছে হারের পর পাকিস্তান কোচ গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্ন জানিয়েছেন, দুর্দান্ত উপহার পেয়ে তিনি আপ্লুত। সুপার ফোরে ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে আইসিসি ওডিআই ক্রমতালিকায় শীর্ষে ছিল পাকিস্তান। সেই ম্যাচের মাঝেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে শীর্ষস্থান হারায় তারা। পাকিস্তানের হেড কোচ বলছেন, ''মন থেকে বলছি, দু-দিন ধরে আমাদের যা উপহার দিয়েছে, ভারতের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।'' ব্র্যাডবার্নের কথায় ধোঁয়াশা তৈরি হয়। আরও যোগ করেন, ''বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে খুব কমই খেলার সুযোগ হয়। এর আগে তিন মাস হারের স্বাদ পাইনি। তাই ভারতের কাছে হার আমাদের জন্য সঠিক সময়ে একটা সতর্কবার্তা। প্রতিটা দিন আমাদের এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। সে কারণেই এই হারটা আমাদের কাছে বড় উপহার। যেটা কেউ দিতে পারছিল না।'' ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ সম্পর্কে পাকিস্তান কোচ আরও বলছেন, ''ভারতের কাছে সব বিভাগেই হেরেছি। এর জন্য কোনও অজুহাত হতে পারে না।'

ধোনির বিশ্বকাপ জেতানো ছয় পড়েছিল যে আসনে, তা এ বার নিলামে!

মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ দেখতে দেখতে বিশ্বকাপের দিন এগিয়ে আসছে। ১২ বছর ভারতের ঝুলিতে বিশ্বকাপ আসেনি। ২০১১ সালে শেষ বার মহেন্দ্র সিং ধোনির হাত ধরে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। শ্রীলঙ্কার নুয়ান কুলশেখরার বলে গগনচুম্বী ছক্কা হাঁকিয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি ম্যাচ ফিনিশ করেছিলেন। সেই দৃশ্য এখনও ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে টাটকা। চলতি বছরে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ধোনির বিশ্বকাপ জেতানো ছয় যেখানে ল্যান্ড করেছিল, সেখানে একটি স্মারক রেখেছিল। মাহিকে সম্মান জানাতে। এ বার বিশ্বকাপজয়ী ক্যাপ্টেন ধোনির ভক্তদের জন্য এক চমক নিয়ে এল এমসিএ। ধোনির বিশ্বকাপ জেতানো ছক্কা যে সিটে পড়েছিল, সেখানে বসে এ বারের বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখতে চান? এক অভিনব পন্থা নিয়ে হাজির এমসিএ। মহেন্দ্র সিং ধোনির বিখ্যাত বিশ্বকাপ জেতানো শট যে আসনে পড়েছিল, তা '২০১১ বিশ্বকাপ মেমোরিয়াল সিট' নামে পরিচিত। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে একটি বিভাগে লেখা রয়েছে, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ২০২৩ আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখার জন্য হসপিটালিটি প্যাকেট কিনতে চাইলে যোগাযোগ করুন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১১ সালের বিশ্বকাপের ভিকট্রি মেমোরিয়াল স্ট্যান্ড (২টি আসন) নিলামে উঠতে চলেছে। ধোনির ওই বিশ্বকাপ জেতানো ছয় যে আসনে পড়েছিল সেখানে বসে বিশ্বকাপ দেখার সুযোগ উপভোগ করতে চাইলে ভারতের ফ্যানেরা এমসিএর এই নিলামে অংশ নিতে পারেন। চলতি বছরের এপ্রিলে এমসিএর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল সেখানে ওয়াংখেড়েতে ধোনির ছয় মারা সিটে স্মারক বানানো হবে। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অমল কালে জানিয়েছেন, সেখানে কোনও স্মারক হচ্ছে না। তবে ধোনির নামে ওই দুই সিট বিশেষ ভাবে নকশা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ''ওই দু'টি সিট বরাবরের জন্য মহেন্দ্র সিং ধোনির নামে হয়ে থাকবে। ওই সিট পরিচিত 'মহেন্দ্র সিং ধোনি সিট' নামে। আমরা সেখানে স্মারক তৈরি করিনি। বরং সুন্দর করে তা সাজিয়েছি। ওই দুই সিট সোফা বা কম্ফোর্টারের মতো তৈরি করেছি। যেখাবে আমরা হসপিটালিটি সার্ভিস দেব। তার জন্য আগামী ১০ দিনের মধ্যে নিলাম হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এই নিলামে অংশ নিয়ে ওই সিটে বসার অনুভূতি নিতে পারেন।''

মাতাচ্ছেন উনাদক, ব্যর্থ পুজারা

লন্ডন, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে কোনও বাঁহাতি পেসার নেই। কিন্তু এক ভারতীয় বাঁহাতি পেসার ইংল্যান্ডের মাটিতে দাপট দেখালেন। সে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে সাসেক্সের হয়ে এক ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচ জেতালেন জয়দেব উনাদকট। ভারতের হয়ে টেস্ট দলে জায়গা হলেও সাদা বলের ক্রিকেটে সুযোগ পান না তিনি। সেই বোলারই সাফল্য পেলেন কাউন্টিতে। সাসেক্সের অধিনায়ক চেতেশ্বর পুজারা। সেই দল ১৫ রানে জিতল লেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে। ম্যাচে ন'উইকেট নিলেন উনাদকট। শেষ ইনিংসে ছ'উইকেট নিলেন তিনি। গোড়ালিতে চোট ছিল উনাদকটের। সেই চোট সারিয়ে খেলতে নেমে শেষ ইনিংসে ৩২.৪ ওভার বল করে ৯৪ রান দিয়ে ছ'উইকেট নিলেন তিনি। লেস্টারশায়ারের শেষ চারটি উইকেটই তিনি নেন। ৪৯৮ রানের লক্ষ্য ছিল লেস্টারের। ৪৫৩ রানে ছ'উইকেট হারিয়েছিল লেস্টারশায়ার। সেখান থেকে পর পর উইকেট নেন উনাদকট। ৪৮৩ রানে শেষ হয়ে যায় লেস্টারশায়ার। প্রথম ইনিংসে সাসেক্স ২৬২ রান করে। পুজারা করেন ২৬ রান। জবাবে লেস্টার শেষ হয়ে যায় ১০৮ রানে। সেই ইনিংসে তিন উইকেট নেন উনাদকট। দ্বিতীয় ইনিংসে সাসেক্স ৩৪৪ রান করলেও পুজারা করেন মাত্র ২৩ রান। লেস্টারের সামনে ৪৯৮ রানের লক্ষ্য রাখে তারা। কিন্তু উনাদকটের দাপটে ৪৮৩ রানেই শেষ হয়ে যায় লেস্টার।

অপরিচিত এক খেলায় ৪৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন রোনাল্ডো

লিসবন, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ ফুটবলকে তো অনেক কিছুই দিয়েছেন। ফুটবল ইতিহাসে তাঁর নামটা লেখা হয় শুরুর দিকেই। এবার 'প্যাডেল' নামে অন্য এক খেলায় পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো অবদান রাখতে চলেছেন। সেটা অবশ্য নিজে প্যাডেল খেলে নয়। এই খেলায় টাকা বিনিয়োগ করবেন রোনাল্ডো। পর্তুগিজ প্যাডেল ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি করেছেন পাঁচবারের বর্ষসেরা এই ফুটবল তারকা। লিসবন শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ওইরাস শহরে 'সিটি অব প্যাডেল' তৈরি করবেন রোনাল্ডো। এই প্রকল্পে রোনাল্ডোর কোম্পানি 'সিআর৭' ঢালছে ৫০ লাখ ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা)। বোঝাই যাচ্ছে, বড় পরিকল্পনা নিয়েই মাঠে নামছেন রোনাল্ডো। প্যাডেল খেলার জন্ম মেক্সিকোয়। ১৯৬৯ সালে এনরিক কোরকুয়েরা নামের এক ব্যক্তি নিজের স্কোয়াশ খেলার কোর্ট ঠিক করতে গিয়ে এই খেলা আবিষ্কার করেন। প্যাডেল অনেকটা টেনিসের মতো হলেও টেনিসের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। যেমন প্যাডেল ডাবলসে খেলতে হয়, যেখানে টেনিস সিঙ্গেল, ডাবলস-দুভাবেই খেলা যায়। এটি মূলত টেনিস আর স্কোয়াশের মিশ্রণ। তবে টেনিসের মতোই স্কোরিংয়ের নিয়ম, স্ট্রোক এবং টেকনিকও টেনিসের মতোই। প্যাডেল কোর্টে স্কোয়াশের মতোই দেয়াল থাকে এবং স্কোয়াশ খেলার সঙ্গেও এই খেলার বেশ মিল আছে। সব সময় কোমরের নিচে বল সার্ভ করতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে প্যাডেল বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। রোনাল্ডো নিজেও প্যাডেলের ভক্ত। রোনাল্ডো প্যাডেল খেলছেন, এমন ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা গেছে। হয়তো ব্যবসার সঙ্গে এই খেলার প্রতি ভালোবাসা থেকেও এত টাকা বিনিয়োগ করছেন রোনাল্ডো। পর্তুগিজ প্যাডেল ফেডারেশনের সভাপতি রিকার্দো ওলিভেইরা রোনাল্ডোর সঙ্গে চুক্তি করে উচ্ছ্বসিত, ''এটা স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মতো। রোনাল্ডোর চেয়ে ভালো সঙ্গী আমরা আর পেতাম না। সে একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়ের পাশাপাশি অনেক বড় ব্যবসায়ীও। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, এই প্যাডেল সিটির সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে অন্য কোনও জায়গার তুলনা হবে না। এর মাধ্যমে পর্তুগাল আন্তর্জাতিকভাবে প্যাডেল খেলায় শক্তিতে পরিণত হবে।'' ফুটবল মাঠের রোনাল্ডোও আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে আগামী শনিবার আল রিয়াদের মুখোমুখি হবেন আল নাসর তারকা।

২-২ গোলের নাটকীয় ড্র, সুপার সিক্সের টিকিট মোহনবাগানের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ প্রিমিয়র ডিভিশনের বি-গ্রুপ থেকে ইতিমধ্যেই কলকাতা ফুটবল লিগের সুপার সিক্সে উঠেছে ইস্টবেঙ্গল, ভবানীপুর ও খিদিরপুর। এ-গ্রুপের লড়াইও একেবারে শেষ প্রান্তে। এ-গ্রুপ থেকে আগেই সুপার সিক্সে যাওয়া নিশ্চিত করে মহামেডান স্পোর্টিং ও ডায়মন্ড হারবার। তৃতীয় দল হিসেবে সুপার সিক্সে যাওয়ার লড়াই ছিল মোহনবাগান ও কালীঘাটের মধ্যে। এমন অবস্থায় লিগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে মহামেডানের মুখোমুখি হয় মোহনবাগান। এই ম্যাচ জিতলেই কালীঘাটকে টপকে সুপার সিক্সের টিকিট নিশ্চিত হতো সবুজ-মেরুন শিবিরের। এমনকি লিগ টপার মহামেডানের সঙ্গে এই ম্যাচ ড্র করলেও সুপার সিক্সে যাওয়া আটকাত না ডুরান্ড চ্যাম্পিয়নদের। শেষমেষ আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে ভরা ৪ গোলের নাটকীয় ম্যাচ ড্র-য়ে নিষ্পত্তি হয়। ফলে ষষ্ঠ দল হিসেবে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে জায়গা করে নেয় মোহনবাগান। মোহনবাগানের সঙ্গে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ ড্র করার পরে পয়েন্ট টেবিলের এক নম্বর স্থান ধরে রাখে মহামেডান। ১২ ম্যাচে তাদের সংগ্রহে রয়েছে ২৯ পয়েন্ট। ১১ ম্যাচে ২৬ পয়েন্টে থাকা ডায়মন্ড হারবার শেষ ম্যাচে মোহনবাগানকে হারালে ২৯ পয়েন্টে পৌঁছে মহামেডানকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে। ৪ গোলের বেশি ব্যবধানে শেষ ম্যাচ জিতলে লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার সিক্স রাউন্ডে প্রবেশ করবে ডায়মন্ড হারবার। নাহলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবে মহামেডান স্পোর্টিং।

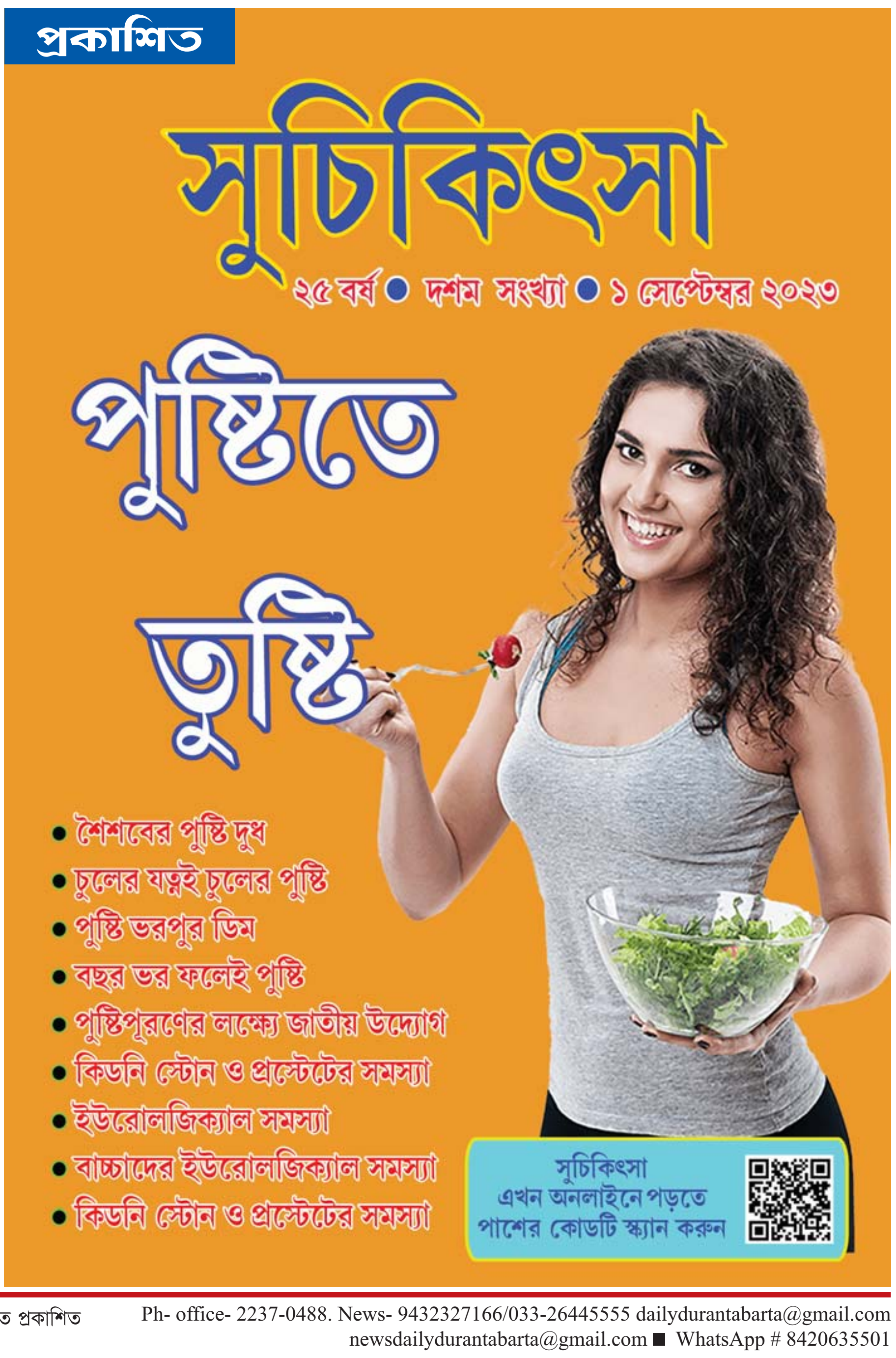

মেসিকে কেন ফেরানো যায়নি, জানালেন বার্সেলোনার স্পোর্টিং ডিরেক্টর ডেকো

বার্সেলোনা, ১৪ সেপ্টেম্বরঃ নিজের সময়ের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার ছিলেন ডেকো। ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত খেলেছেন বার্সায়। ওই সময় লিওনেল মেসি-জাভি হার্নান্দেজদের সঙ্গে দারুণ সব মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন এই পর্তুগিজ তারকা। সেই ডেকো আবার ফিরেছেন বার্সা। তবে কাতালান ক্লাবটিতে এবার তাঁকে দেখা যাচ্ছে স্পোর্টিং ডিরেক্টরের ভূমিকায়। যেখানে দল গঠনে বড় ভূমিকা রাখতে হবে ডেকোকে। সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলনে এসে বার্সায় নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছেন ডেকো। যেখানে তাঁকে কথা বলতে হয়েছে লিওনেল মেসির বার্সায় না ফেরা নিয়েও। ইচ্ছা থাকলেও পরিস্থিতির কারণে মেসিকে আনা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন ডেকো। মেসির বার্সায় না ফেরা নিয়ে ডেকোর অভিমত, ''লিও আমার বন্ধু। আমি মাঝেমধ্যে তার সঙ্গে কথা বলি। এখন যদিও কম কথা হয়। কারণ, সে অনেক দূরে থাকে। আমরা সবাই লিওকে চেয়েছিলাম, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে সম্ভব হয়নি। সেই পরিস্থিতি কী ছিল, তা আমরা জানি। সে বার্সা ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়। আমি তাঁকে খুশি দেখতে চাই এবং চাই সে মিয়ামিতে উপভোগ করুক। বার্সেলোনা ও লিও-ভক্ত হিসেবে আমি তাঁকে শুভকামনা জানাচ্ছি।'' মেসির প্রসঙ্গ ছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন ডেকো। বার্সায় তাঁর নতুন ফেরা নিয়ে তিনি বলেছেন, ''খেলোয়াড় হিসেবে আমি সব সময় বার্সেলোনায় খেলার স্বপ্ন দেখতাম। আর এখন আমি বিশেষ একটি দায়িত্ব নিয়ে ফিরেছি। এই দায়িত্ব অনেক বড়।'' বার্সায় নিজের লক্ষ্য কী হবে, তা জানাতে গিয়ে ডেকো আরও বলেছেন, ''লক্ষ্য হচ্ছে জেতা। আমরা চাই একটি প্রতিযোগিতামূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াড। যেখানে জেতা ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য থাকবে না। আমার ফুটবল-দর্শন বার্সার মতোই, বলের দখল রেখে খেলা। পাশাপাশি দলে উঁচু মানের খেলোয়াড়দের রাখা, যাদে আলাদা আলাদা সামর্থ্য আছে। আমি যখন খেলা দেখতে যাই, তখন উঁচু মানের খেলোয়াড়দের দেখতেই বেশি পছন্দ করি।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501